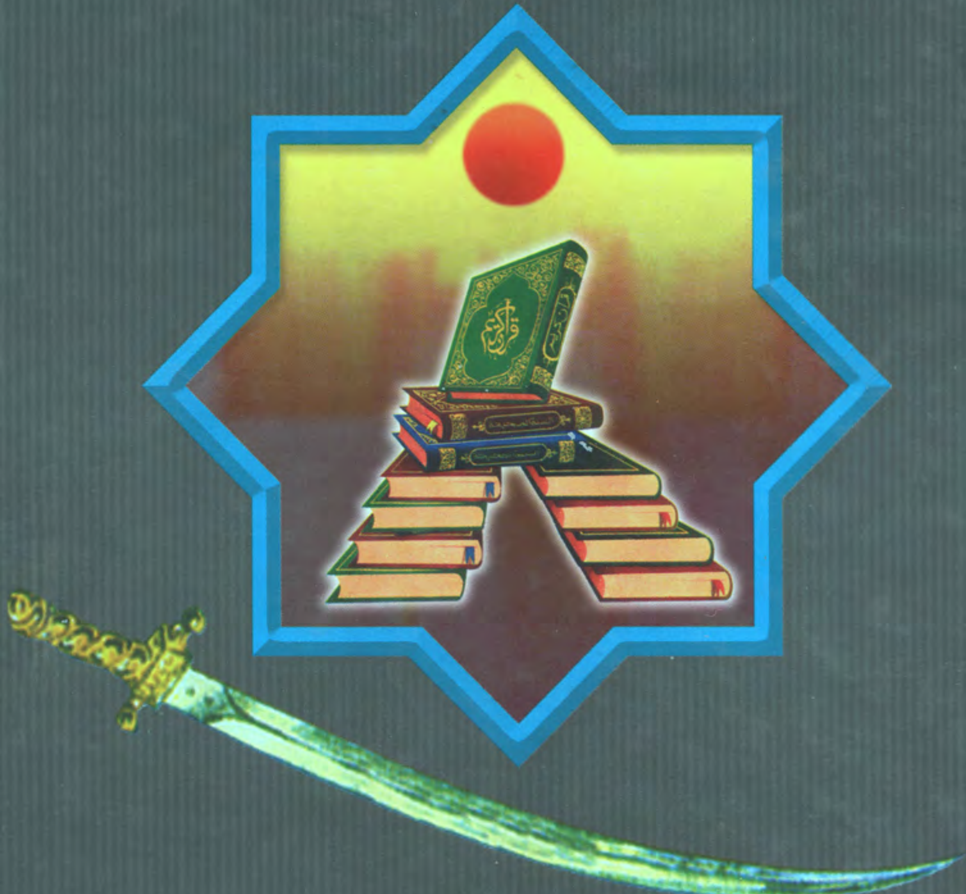
জিহাদ বিষয়ক সহীহ হাদীসসমূহ ও
ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলীর প্রাচীনতম সংকলন

কিতাবুল জিহাদ



আল ইমাম আল মুজাহিদ আমীরুল মুমিনা ফিল হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)

জিহাদ বিষয়ক সহীহ হাদীসসমূহ ও
ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলীর প্রাচীনতম সংকলন

কিতাবুল জিহাদ

মূল

আল ইমাম আল মুজাহিদ আমীরুল মু'মিনা ফিল হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)

(জন্ম ঃ ১১৮ হিজরী; মৃত্যু ঃ ১৮১ হিজরী)

অনুবাদ

মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

ফাযেল, জামি'আ শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা
শিক্ষার্থী ঃ উচ্চতর উলূমুল হাদীস বিভাগ (৩য় বর্ষ)
মারকাযুদ্ দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

প্রধান, উচ্চতর উলূমুল হাদীস অনুষদ ও শিক্ষা বিভাগ
মারকাযুদ্ দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জিহাদ বিষয়ক সহীহ হাদীসসমূহ ও
ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলীর প্রাচীনতম সংকলন

কিতাবুল জিহাদ

মূল ঃ আল ইমাম আল মুজাহিদ
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
....
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
রমাযান ১৪২৫ হিজরী
নভেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

QITABUL JIHAD
By : Abdullah Ibnul Mubarok (Rh.)
Translated by : Maulana Jakaria Abdullah
Price Tk. 150.00 US $ 15.00 only

আমার আব্বা-আম্মার পবিত্র করকমলে,
সন্তানের কল্যাণ কামনায় যা সদা উত্থিত থাকে খোদার দরবারে।

উম্মাহর মহান শহীদানের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে, যা তাঁরা নিঃশেষে বিলিয়ে গেছেন খোদার রাহে।

– অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল ইমামুল মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত জিহাদ বিষয়ক সহীহ্ হাদীসসমূহ ও সত্য ঘটনাবলীর প্রাচীনতম সংকলন "কিতাবুল জিহাদ" -এর এ কপিটি এক আরব শাহজাদা [যিনি দুনিয়ার আরাম আয়েশের সকল উপকরণ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদরূপে ত্যাগ ও কুরবানীর জীবনকে বেছে নিয়ে আফগানিস্তানে প্রস্তরময় পাহাড়ী গুহায় দুঃখ-কষ্টের জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে। সর্বপ্রকার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সমগ্র বিশ্বে যে সকল মর্দে মুমিন জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন তিনি তাদের অন্যতম।] বাংলাদেশী মুজাহিদ জনাব নেসার ভাইকে দিয়েছিলেন, তিনি কপিটি আমাকে পৌছান।] কপিটি পাওয়ার পর থেকেই এটি বার বার দেখেছি আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহঃ) -এর বিরল বিচিত্র জিহাদী জীবনের প্রতি দারুনভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাহঃ) -এর নাম সর্ব প্রথম শৈশবে এক মুজাহিদের মুখে শুনি। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক কবিতা তিনি "ত্বীসূস-এর জিহাদের ময়দানে জিহাদরত থাকা অবস্থায় হারামাইন শরীফাইনের ইবাদাতকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াজ (রাহঃ) -এর নামে লিখে পাঠায়েছিলেন। যার প্রথম পংক্তি ছিল–

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ اَبْصَرْتَنَا

لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِيْ الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

[অর্থাৎ, হে হারামাইন শরীফাইনের ইবাদাতকারী যদি আপনি আমাদেরকে (মুজাহিদদেরকে) দেখেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে, আপনি ইবাদাতের মধ্যে খেলায় লিপ্ত। অর্থাৎ, আপনার নিকট আপনার ইবাদাতকে খেলা মনে হবে।]

সে সময় থেকেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক [রাহঃ]-এর প্রতি অন্যরকম এক আকর্ষন অনুভব করতাম। পরবর্তিতে যখন এ সংকলনটি হাতে পেলাম, তা পাঠ করে সেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রাবল্য তাঁকে নিজ আদর্শের আসনে বসিয়ে দেয়। আর অনুপ্রাণিত হতে থাকি জিহাদের প্রতি।

কিতাবটি পাঠকালেই অনুভব করি এটির অনুবাদ উলূমে হাদীসের বিজ্ঞ কোন আলেম ছাড়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের ইলমে হাদীসের জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে অনুরোধ করি তিনি যেন নিজ তত্ত্বাবধানে কোন আলেম দ্বারা এ কিতাবের অনুবাদ করিয়ে দেন। তিনি অধমের অনুরোধে মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়ার উচ্চতর উলূমুল হাদীস বিভাগের মুতাখাস্‌সিস জনাব মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ ছাহেবের মাধ্যমে অনুবাদ করান এবং আমাদের পীড়াপিড়িতে বর্তমান যুগে জিহাদের প্রয়োজনিয়তা ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি" -এর উপরে জ্ঞানগর্ভ একটি ভূমিকা লিখে দেন। যা নিঃসন্দেহে এ কিতাবের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা কিতাবটির অনুবাদ করেছি, ব্যাখ্যা করিনি। কারণ জিহাদ বিষয়ক হাদীস-আছার এত বেশী যে, এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে হয়নি, একটি অন্যটির ব্যাখ্যা।

সমগ্র পৃথিবীতে নব্য ফেরাউনদের আস্ফালনে যখন জিহাদ শব্দ উচ্চারণকেই অপরাধ মনে করা হয় ঠিক সেই সময় এরূপ একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে এ কিতাবের অনুবাদকর্ম নিজ তত্ত্বাবধানে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য জনাব

মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব সহ অনুবাদক ও অন্যান্য সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমরা অনুবাদটি নির্ভুল, সুন্দর ও সাবলীল করার জন্য আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইলো। পরবর্তি সংস্করনে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহপাক আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

তারিখ ঃ ৩০ শে রজব ১৪২৫ হিজরী

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি তাঁর অসীম করুণা সৃষ্টির জন্য অবারিত করেছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম প্রিয় নবীজীর প্রতি যিনি তিমিরাচ্ছন্ন ধরাকে ওহীর আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের প্রতি ও মহাপ্রাণ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি যারা তাঁর নুরানী স্পর্শে আলোকময় হয়েছেন এবং জগতের অন্ধকার প্রান্তসমূহে নববী আলোর ঝরণাধারা বইয়ে দিয়েছেন।

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِبِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

এই কিতাব যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, তাহার পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত। (ইবরাহীম,১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। মানুষের সামনে "মানুষের" পরিচয় তুলে ধরলেন। তাকে তার সুচনা ও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য মহান স্রষ্টার নির্দেশনা মানুষকে বুঝিয়ে দিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنْزَلْنَآإِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ

এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল.......। (নাহল, ৪৪)

মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেল, আত্মবিস্মৃত মানবসন্তান আত্মপরিচয় লাভ করল। পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, আলো-আঁধারের মাঝে প্রভেদ করতে শিখল।

হাবশায় হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব (রাযিঃ) নাজাসীর দরবারে বলেছিলেন,

أَيُّهَا الْمَلِكُ! كُنَّا قَوْمًا عَلَى الشِّرْكِ، نَعْبُدُ الأَوْثَانَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنسِيئُ الْجِوَارَ، يَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ فِيْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا، لاَ نُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ نُحَرِّمُهُ، فَبَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِّنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ وَفَاءَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ، فَدَعَانَا إِلٰى أَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاءُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِش وَقَوْلِ الزُّوْرِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ.......

বাদশাহ নামদার! আমরা মুশরিক ছিলাম মুর্তি পুজা করতাম, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণ করতাম। একে অপরের জান-মাল বিনষ্ট করা বৈধ মনে করতাম আমাদের নিকটে হালাল হারামের কোন প্রভেদ ছিলনা। আমাদের এই শোচনীয় মুহুর্তে আল্লাহ-তায়ালা আমাদের প্রতি আমাদেরই মধ্য হতে একজন নবী প্রেরণ করলেন, যার সততা সত্যবাদীতাও আমানতদারী আমাদের মধ্যে সর্বজন বিদিত।

তিনি আমাদেরকে আহ্বান করলেন, আমরা যেন এক আল্লাহর ইবাদত করি যার কোন শরীক নেই এবং আল্লাহকে ছেড়ে বংশ পরম্পরায় আমরা যে মুর্তিপুজা, প্রস্তর পুজা, ইত্যাদিতে নিমজ্জিত ছিলাম তা থেকে পবিত্র হই। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার, আমানত রক্ষা করার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ও প্রতিবেশীর সথে সুন্দর ব্যবহার করার আদেশ করলেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করলেন আমরা যেন অশ্লীলতা থেকে, মিথ্যাচার থেকে, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে ও সতীসাধ্বী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত থাকি।

তিনি আমাদেরকে এক লা শরীক আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ করলেন। সালাত, যাকাত, সিয়ামের আদেশ করলেন......।

(মুসনাদে আহমদ ১/৩৩৩, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২ ঃ ৪২২-৪২৮)

এতো হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহসান ও অনুগ্রহ এবং তাঁর আলোকিত নির্দেশনার ব্যাপারে শিষ্টের অভিব্যক্তি।

অপর দিকে দুষ্টের অবস্থা কী ছিল? আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْ فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ـ

কাফিররা বলে তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিওনা এবং (উহা আবৃত্তিকালে) শোরগোল সৃষ্টি কর,যাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।

(হা-মীম-আস সাজদা,২৬)

তারা শুধু নিজেরাই ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত থাকতে চাইত তাই নয় এই নিশাচর প্রাণীরা ওহীর আলোকেই নিভিয়ে দিতে চাইত যাতে তিমিরাচ্ছন্ন জগত সংসারে ঘোর অমানিশা বিরাজমান থাকে অথচ আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

উহারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন, যদিও কাফিররা উহা অপসন্দ করে। (সাফফ,৮)

ফলে মানুষের স্বার্থেই এক শ্রেনীর মানুষকে দমন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ল। সমাজে ন্যায় ও পূণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য, জুলুম-অত্যাচার, শোষণ নিপীড়নের দরজা বন্ধ করবার জন্য, সর্বোপরি মানব সমাজে মানবতা বিকাশের জন্য সমাজের এই মনুষ্য অবয়বধারী অমানুষগুলোকে দন্ত নখরহীন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

মহান রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে এল জিহাদের বিধান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ওয়ারিসগণ আল্লাহর পথে জিহাদ করলেন।

ফলে নির্যাতিত মানবতা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। পূণ্যকামী আত্মা পূণ্যের পথে আগুয়ান হল। আল্লাহর আসমানের নীচে আল্লাহর যমীনের উপর আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا اَلْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ থাকবে অর্থাৎ ছওয়াব ও গনীমত। (সহীহুল বুখারী ১ ঃ ৩৯৯-৪০০)

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ

আমার উম্মতের একদল সর্বদা সত্যের পথে লড়াইরত থাকবে। তারা তাদের দুশমনদের উপর প্রবল থাকবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। (সুনানে আবু দাউদ ১ ঃ ৩৩৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের আশেকগণ তাঁর পবিত্র সীরাতের সকল দিকের মত এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকেও সংরক্ষণ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সংকলনসমূহে এতদসংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ একত্রিত করেছেন। ফকীহগণ ফিক্হগ্রন্থাবলীতে সেইসব বর্ণনাসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ জিহাদের সকল বিধান সুবিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করেছেন। উলামায়েআসরারেশরীয়ত এর হিকমত, উপকারিতা ও যথার্থতা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ পাক সবাইকে উম্মাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

এই বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের একটি মূল্যবান রত্ন হল, নববী যুগের অতি নিকটবর্তী সময়ের একজন মুজাহিদ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এর অনন্য রচনা **"কিতাবুল জিহাদ"**। গ্রন্থটির একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর মহান রচয়িতা একে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে জিহাদ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ও দ্বিতীয় ভাগে মুজাহিদদের চমকপ্রদ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি যেন দেখিয়ে দিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আদর্শ কিভাবে তাঁর উম্মত অনুসরণ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদসমূহ কিভাবে তাদের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আশা করি এই বরকতময় রচনাটি থেকে পাঠকবৃন্দ "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর" পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

অনুবাদে সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে রচনাটির গাম্ভীর্য বজায় থাকে। সাধুভাষার গতি কিছুটা শ্লথ হলেও এতে এক ধরনের মাধুর্য্যও আছে বলে মনে হয়েছে। মূল রচনা ও অনুবাদকের ভূমিকায় কুরআনে কারীমের যেসব আয়াত উল্লেখিত হয়েছে তার অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কুরআন তরজমা থেকে নেওয়া হয়েছে। অনুবাদ যেহেতু অধম 'অনুবাদকের' তাই এতে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের নিকটে তাই সবিনয় অনুরোধ করছি, এতে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা যেন অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে জানান ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করনে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে।

এই বইটির অনুবাদে আমার সহপাঠি ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তাদের সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিশেষভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মাকতাবাতুল আশরাফের স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবের প্রতি যিনি তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এপর্যন্ত বহু মূল্যবান ও মানসম্পন্ন রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। তারই নির্দেশে এ মূল্যবান কিতাবটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

সবশেষে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম- যার কৃপাধন্যদের মধ্যে আমিও শামিল, এই বোধ আমার বড় প্রিয়, বড় গর্বের- তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মত ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস কোনটাই আমার নেই। শুধু মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআ'লা যেন মীরাসে নববীর তালিবগণকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য তাঁকে আরো অনেক অনেক দিন ছিহহত ও আফিয়তের সাথে বিদ্যমান রাখেন এবং আমার মত ক্ষুদ্র পাত্রের অধিকারীদেরকেও তাঁর ফয়েয থেকে কিছু না কিছু লাভ করার তাওফীক দান করেন।

ইয়া আল্লাহ ! অধম বান্দার এই সামান্য মেহনতটুকু আপনার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন, পাঠকবৃন্দকে এর দ্বারা উপকৃত করুন এবং আমাদের সকলকে দ্বীন ও মিল্লাতের খিদমতের জন্য মঞ্জুর করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

বিনীত

যাকারিয়া আব্দুল্লাহ
তারিখ ঃ ৩/৩/১৪২৫ হিজরী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্ব

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়
জিহাদ সম্পর্কিত সত্য ঘটনাবলী

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বাংলাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেবের ভুমিকা

জিহাদের হাকীকত, হিকমত এবং কিছু ভ্রান্তির নিরসন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى !

মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্তাধিকারী শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব, আল ইমামুল মুজাহিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) এর মুবারক সংকলন "কিতাবুল জিহাদের" অনুবাদ প্রকাশ করার সংকল্প করলে আমাকে এর একটি ভূমিকা লিখতে বলেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে, এর বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তিনি ইতিপূর্বে "আয়াতুল জিহাদ" নামে একটি কিতাব প্রকাশ করেছেন যাতে জিহাদ সংক্রান্ত অধিকাংশ আয়াত তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ সন্নিবেশিত হয়েছে। জিহাদের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা এবং এর ফলাফল ও যথার্থতার ব্যাপারে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর উক্ত কিতাবেই পাওয়া যেতে পারে। থাকল জিহাদের ফযীলত সম্পর্কীয় দিক, তো এর সিংহভাগ বিষয়ই বক্ষমান কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। জিহাদের মাসাইলের জন্য ফিকহের কিতাবসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। 'কুরআন' ও 'সুন্নাহ'-য় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত মাসাইল বলুন বা কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরিত মাসাইলই বলুন, অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে ফিকহের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। মুজাহিদগণের পবিত্র সীরাতের একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অংশে পাওয়া যাবে।

মোটকথা ভূমিকা লিখার তেমন কোন প্রয়োজন আমার কাছে অনুভূত হচ্ছিলনা তারপরও তাঁর বার বার বলায় পাঠকবৃন্দের সামনে কিছু কথা পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা একে কবুল করুন, আমীন।

জিহাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য ও ফলাফল

"জিহাদ" শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। "জিহাদের" সাধারণ অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাককাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোন পথেই হোক বা যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু "জিহাদ" যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

"জিহাদে শরয়ী"র আসল অর্থ তাই। যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে 'আইন' হয়ে যায়।

জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১. যুল্ম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া।

২. অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।

৩. অঙ্গিকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।

৪. ফিত্না-ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

৫. কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন,

إِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۔
أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۔
اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ـ

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْ الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ ـ

১। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর থেকে (কাফিরদের কর্তৃত্ব ও কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা) হটিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

তাদেরকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা আক্রান্ত হয়েছে ; কেননা তারা নির্যাতিত হয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করার ব্যাপারে সামর্থবান। তাদের অন্যায়ভাবে নিজ নিজ গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে, 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।

যদি আল্লাহ একের মাধ্যমে অপরের শক্তি খর্ব না করতেন তবে স্ব স্ব যুগে (খ্রীস্টানদের) গির্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, সব গুড়িয়ে দেওয়া হত। (জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা ও প্রতি যুগে এর বিদ্যমানতার ইতিহাস উল্লিখিত হলো)

অবশ্যই আল্লাহ তার সাহায্য করবেন যে আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করবে (অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার বিশুদ্ধ নিয়তে জিহাদ করবে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। এরা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে কতৃত্ব দান করি তবে তারা নিজেরাও নামাযের পাবন্দী করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং (অন্যকে) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এবং সকল কাজের পরিণতি আল্লাহরই আয়ত্বাধীন। (সূরা হজ্জ, ৩৮-৪১)

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا

عَظِيْمًا ـ وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ أَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

সুতরাং যারা আল্লাহর কাছে আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয় তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক এবং যে কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমি তাকে মহাপূণ্য দান করব। তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী করে দাও। যারা মুমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে এবং যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে, অতএব তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের সাথে যুদ্ধ কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দূর্বল।

[সূরা নিসা ৭৪-৭৬]

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের কর্তব্য

এক, আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা।

দুই, কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করা।

মক্কাতে অনেক লোক এমন ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করতে পারেন নাই। তাঁদের আত্মীয় স্বজন

তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন করত, যাতে তাঁরা পুনরায় কাফের হয়ে যান তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বললেন, 'তোমাদের দুই কারণে যুদ্ধ করা উচিৎ। আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার জন্য এবং মক্কার কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্য।'

٣ - أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَؤُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ط أَتَخْشَوْنَهُمْ ج فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ط وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

৩। তোমরা কি সেই সব লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেনা যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিস্কার করার সংকল্প করেছে ? এবং এরাই তোমাদের সাথে বিবাদের সুত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর ? আল্লাহ হলেন তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হও।

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

এবং তাদের মনের জ্বালা দূর করবেন। এবং আল্লাহ যাকে চান তাকে তাওবা নসীব করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে যাবৎ না আল্লাহ জানবেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ,

তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।

[সূরা তাওবাহ, ১৩-১৬]

হযরত উসমানী (রাহঃ) বলেন, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূল হিকমত এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফের ব্যক্তিদের ঔদ্ধত্য যখন সীমা অতিক্রম করত তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন কিন্তু এই উম্মতের কাফেরদের জন্য জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। এতে একদিকে যেমন কাফেরদের লঞ্ছনা হয় অপরদিকে অল্লাহর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের বিজয়ও কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়। এবং মুমিনদের অন্তর এই ভেবে প্রশান্ত হয় যে, গতকাল পর্যন্ত যেসব কাফের তাদের উপর নির্যাতন করত আজ অল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারাই তাদের অনুকম্পা বা ইনসাফের মুখাপেক্ষী হয়েছে। অপর দিকে কাফেরদের জন্যও এই শাস্তি বিধানের মধ্যে একটি উপকারী দিক এই রয়েছে যে, এতে করে শাস্তিলাভের পর ও তাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এসব আয়াতে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার আরো একটি হিকমত এই উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান কারা শুধু মৌখিক বন্দেগীর দাবীদার এবং কারা প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর জন্য জান মাল বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং সাথে সাথে কারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করে আল্লাহ পাক তাও জানেন। (তাফসীরে উসমানী, পৃঃ ২৪৪-২৪৫)

٤ ـ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۚ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا
بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ . يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . وَالَّذِينَ
كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ .

৪। যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন।---- অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভুত করবে তখন তাদেরকে কষে বেঁধে ফেল ; অতঃপর হয় অনুগ্রহ, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ অব্যাহত রাখবে যাবৎ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এই বিধান। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিতে পারতেন কোন আযাব প্রেরণ করে কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করতে। (মুমিনদের মধ্যে কারা খাঁটি এবং কাফেরদের মধ্যে কারা শিক্ষা গ্রহণ করে) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে (জান্নাতের পানে) পথ দিবেন এবং (আখিরাতের সকল মঞ্জিলে) তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন এবং তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর; আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন।

যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। [সূরা মুহাম্মদ ; ১, ৪-৮]

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ -

৫। এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবৎ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তা সম্যক দ্রষ্টা।

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ই তোমাদের অবিভাবক। কত উত্তম অবিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

(আনফাল ৩৯-৪০)

হযরত মাওঃ মুফতী মুহম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, 'দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিৎ যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।'

কিছুদূর গিয়ে লিখেন,

'এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপরে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও ক্বিতাল জারী রাখা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিৎনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে তাই জিহাদের বিধানও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।' (মা'আরিফুল কুরআন খ. ৪ পৃ. ২৩৩)

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَابِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

৬। যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না ; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাবৎ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়। [সূরা তওবা, ২৯]

হযরত উসমানী (রাহঃ) বলেন,

মুশরিকদের বিষয় খতম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা শৃঙ্খল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসল, আহলে কিতাবের শক্তি ও দর্প চূর্ণ কর। মুশরিকদের তো অস্তিত্ব হতেই আরবকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইয়াহুদী নাসারার ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত কেবল এতটুকুই লক্ষ্য ছিল, তারা যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে দাড়াতে না পারে এবং তার প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে না থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা যদি অধিনস্ত প্রজা হয়ে জিযইয়া দিতে রাযী থাকে, তবে কোন অসুবিধা নেই প্রজা করে নাও। তারপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। পক্ষান্তরে তারা যদি জিযইয়া দিতে সম্মত না হয়, তবে মুশরিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে। (অর্থাৎ, জিহাদ ও লড়াই) [তাফসীরে উসমানী (অনুদিত) খণ্ড ২ পৃঃ ১৯১]

শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকেই শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের যুদ্ধের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা ঃ

১. অন্যান্য যুদ্ধ তাগুতের পথে হয় পক্ষান্তরে জিহাদ হয় আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ কী তা নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا الْقِتَالُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! “ আল্লাহর পথে লড়াইয়ের পরিচয় কী ? আমরা কেউ ক্রোধান্বিত হওয়ায় লড়াই করি, কেউ জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে লড়াই করি ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি মুখ তুলে তাকালেন অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে।

(সহীহুল বুখারী ১/২৩, সহীহ্ মুসলিম ১/১৪০)

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرٰى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি গনীমতের সম্পদের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি খ্যাতির জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর পথে। (ছহীহুল বুখারী ১/৩৯৪, ছহীহ্ মুসলিম ১/১৩৯)

২. অন্যান্য যুদ্ধ হয় মানুষের উপর নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালাবার জন্য এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। পূর্বের ইতিহাস ও আজকের বাস্তবতা এর জাজ্বল্যমান প্রমান। অপরদিকে জিহাদ হয়ে থাকে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য। জিহাদ ও মুজাহিদগণের সোনালী ইতিহাস এরই সাক্ষ্য দেয়।

৩. জিহাদের উদ্দেশ্য-যা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে- তা হল–

إِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ إِلَى نُوْرِالْعِلْمِ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ -

মানুষকে মুক্ত করা মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার প্রতি, অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর প্রতি এবং সকল মত ও ধর্মের নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফের প্রতি।

অথচ অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যই হল, মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার ও অনাচারের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে পৃথিবীকে নিমজ্জিত করা।

৪. অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল, সম্রাজ্য বিস্তার করা অপর দিকে জিহাদের উদ্দেশ্য হল, ভূমিকে তার হক্বদারের নিকট প্রত্যার্পণ করা। ভূমির মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি নেককার মুমিনগণকেই এর হক্বদার সাব্যস্ত করেছেন। যারা এতে 'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করবে। ইরশাদ হয়েছে–

"وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِيْ الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ ، إِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ -"

এবং আমি 'উপদেশের' পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।

এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু রয়েছে।

আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। [সূরা আম্বিয়া, ১০৫-১০৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে –

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ - قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ، يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধান বলল, আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দিবেন ? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।

মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্যধারন কর ; যমীন তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিনাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য।

(আরাফ ১২৭-১২৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ

ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا ، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করেছিলেন তার পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। [নূর-৫৫]

৫. অন্যান্য যুদ্ধ হল, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে নিরপরাধ মানুষের জান-মান, ইজ্জত আব্রুর উপর আঘাত হানার নাম পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী শুধু তাদের সাথেই হয়ে থাকে যারা নিজেদের অপরাধের কারণে হত্যাযোগ্য হয়ে গিয়েছে।

৬. অন্যান্য যুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মৃত্যু বিভীষিকার নামান্তর পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী সমাজকে দান করে নবজীবন, কিসাসযোগ্য ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা সমাজকে নবজীবন দানেরই নামান্তর।

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ـ

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন।

(সূরা বাকারা)

৭. অন্যান্য যুদ্ধ লাগামহীন হত্যাযজ্ঞের নাম, অপরদিকে জিহাদে ইসলামীর জন্য রয়েছে বহু শর্ত, বহু বিধি-নিষেধ এবং নির্ধারিত সীমা-রেখা। এজন্য জিহাদে ইসলামী কর্মপন্থার দিক দিয়েও অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর। কেননা জিহাদে ইসলামীর উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা এবং অত্যাচার ও অনাচারের মূলোৎপাটন করা।

মোট কথা শুধু এবং শুধু ইসলামী যুদ্ধকেই "জিহাদ" বলা হয়, যা উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা উভয় দিক দিয়ে অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পুরোপুরি ভিন্নতর। এবং শুধু মুত্তাকী মুমিনই একাজের উপযুক্ত কেননা ইনসাফ ও ইসলাহের ঝান্ডা বহনের অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে এবং একমাত্র তারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। মানব সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এবং মানবতার শিক্ষক হবার গৌরবও শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় জিহাদের গুরুত্ব, ফাযাইল, তাৎপর্য ইত্যাদী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি এখানে শুধু কয়েকটি ভুল ধারণার আপনোদন করতে চাই, আমাদের অনেক বন্ধুই যার শিকার হয়ে থাকেন।

১. দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি "জিহাদ"?

কোন কোন বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীনের প্রচার প্রসারের নিমিত্ত যে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য "জিহাদ" আভিধানিক অর্থে শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় এবং শরয়ী নুসূসমূহের (কুরআন হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি মিহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম "ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ" তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় বরং এই অর্থে "জিহাদ" হল, "আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।"

ফিকহের কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লেখিত হয়েছে। সীরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত "শহীদ"।

শরয়ী নুসূস এবং শরয়ী পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত জুল্‌ম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহ্‌কাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোন কর্ম প্রচেষ্টা (যদি শরয়ী নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক হয় তবে তা আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকারের একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খিদমতে দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফাযাইল, ভিন্ন আহ্‌কাম এবং ভিন্ন মাসাইল রয়েছে এবং কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই কিন্তু এসবের কোনটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং যার ব্যাপারে জিহাদের ফাযাইল ও আহ্‌কাম আরোপ করা যায়। এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরী, কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কেউ তাবলীগের কাজকে "জিহাদ" বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকেতো এও বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণ ও জিহাদের শামিল। আল্লাহর পানাহ!

২. জিহাদে আকবর কিসের নাম?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা "জিহাদ মা'আল কুফফার" ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ"র গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হল,

নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ হল ছোট জিহাদ!

এই ভূল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রহঃ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন–

آج کل عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاھدۂ نفس جہاد اکبر ہے گویا کہ قتال مع الکفار کو علی الاطلاق اس مجاھدۂ نفس سے جو خلوت میں ہو درجہ میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقع میں وہ مجاہدۂ نفس سے درجہ میں کم ہے، وہ مجاھدۂ نفس اس سے افضل ہے، اور ایسے قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلہ میں مجاھدۂ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا۔

لیکن قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو تو ایسی حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر محققین صوفیہ کا غلو ہے بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاھدۂ نفس سے جو خلوت میں ہو افضل ہے، کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ مجادۂ نفس کو بھی شامل ہوگا، ایسے قتال کے اور دونوں جہاد کی فضیلت جمع ہو جائیگی۔ (الافاضات الیومیہ جلد ۴ قسط ۸۲ ملفوظ ۱۰۴۱)

"আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাকক্বিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা

নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।

(আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খঃ ৪, হিস্‌সা ৫ পৃঃ ৮২ মালফূয, ১০৪১)

৩. জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক) ?

এই শেষ যামানার কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইক্বদামী জিহাদের (আক্রমণমূলক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হল, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী বা আক্রমনমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরনের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ) এর ভাষায়–

"অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারী ওঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিৎ এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উম্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত!

[জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফায়ী? ফিকহী মাকালাত খঃ ৩ পৃঃ ২৮৮-২৮৯, ৩০৩]

৪. তাবলীগের অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগের জন্য যথেষ্ট?

কোন কোন বন্ধুর এই ভূল ধারণাও আছে যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি দিলে তাদের সাথে ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) জিহাদ ঠিক নয়? এ জাতীয় ভুল ধারণার শিকার এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ)-কে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। হযরত মাওলানা পত্র লিখকের ভ্রান্তি দূর করেন এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। তাঁর পুরো উত্তর 'ফিক্বহী মাক্বালাত" খঃ ৩ পৃঃ২৮৭-৩০৪ এ মুদ্রিত আছে। উত্তরের নির্বাচিত অংশ পাঠকের সামনে পেশ করা হল,

"আপনি জিহাদের ব্যাপারে যা লিখেছেন তার সারাংশ আমি এই বুঝি যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে অতঃপর তার সাথে আর জিহাদ জায়েয থাকে না। যদি এই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমি আপনার সাথে একমত নই। ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এই নয় যে, সরকার ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আইনী নিষেধাজ্ঞা জারী করে বরং মুসলমানদের বিপরীতে কোন অমুসলিম রাষ্ট্র অধিক প্রতিপত্তির মালিক হওয়াও দ্বীনে হক্ব এর প্রচারে অনেক বড় বাধা। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাবলীগের ব্যাপারে কোন আইনী নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু পৃথিবীতে তাদের বর্তমান প্রতিপত্তির কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে এমন একটি মানসিকতা তৈরী হয়ে গেছে যা সত্য প্রচারের ব্যাপারে কোন আইনী নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশী। এজন্য কাফেরদের প্রতিপত্তি চুরমার করা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। যাতে তাদের বিদ্যমান এই প্রতিপত্তির কারণে যে মানসিক ভীতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয় এবং সত্য গ্রহণের পথ উম্মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রতিপত্তি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মনে এই ভীতিও অটুট থাকবে এবং দ্বীনে হক্ব কবূল করার জন্য পুরোপুরি অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

অতএব জিহাদ জারী থাকবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَابِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ـ

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং

সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না ; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাবত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়। [সূরা তাওবা, ২৯]

উপরোক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনী অনুমতি অর্জনই হত তবে বলা হত, “যাবত না তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে”। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করাই আসল উদ্দেশ্য যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভূত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উম্মোচিত হয় অতঃপর মানুষের পক্ষে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী (রহঃ) এই আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে বলেন,

لَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مِن أَخْذِ الْجِزْيَةِ تَقْرِيْرُهٗ عَلٰى الْكُفْرِ، بَلِ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا حَقْنُ دَمِهٖ، وَإِمْهَالُهٗ مُدَّةً، رَجَاءَ أَنَّهٗ رُبَّمَا وَقَفَ فِيْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ عَلٰى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، وَقُوَّةِ دَلَائِلِهٖ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْكُفْرِ إِلٰى الْإِيْمَانِ .... فَإِذَا أُمْهِلَ الْكَافِرُمُدَّةً، وَهُوَ يَشْهَدُ عِزَّالْإِسْلَامِ، وَيَسْمَعُ دَلَائِلَ صِحَّتِهٖ، وَيُشَاهِدُ الذُّلَّ وَالصِّغَارَ فِيْ الْكُفْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهٗ يَحْمِلُهٗ ذَالِكَ عَلٰى الْانْتِقَالِ إِلٰى الْإِسْلَامِ، فَهٰذَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ شَرْعِ الْجِزْيَةِ .

অর্থাৎ, ‘জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকী রাখা নয় বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে---। অতএব যখন কাফেরকে

কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে, এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এইসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুত জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এই'

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবার তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে কোথাও কি একটি নযীরও এমন পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম কোন রাষ্ট্রে জিহাদের পূর্বে কোন তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন এবং অপেক্ষা করে দেখেছেন যে, তারা তাবলীগী কাজ কর্মের অনুমতি দেয় কি না ? অতঃপর তাবলীগী কাজের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রেই শুধু জিহাদ করেছেন ?--- বলা বাহুল্য এমন কখনো হয়নি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এছাড়া আর কি ফলাফল বের করা সম্ভব যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিলনা। অন্যথায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই শুধু এই এক শর্ত দিয়েই বন্ধ করা সম্ভবপর হত যে, মুসলমানদের তাবলীগের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু অন্তত অধমের সীমাবদ্ধ অধ্যয়নে পুরো ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে এটুকু সুযোগ চেয়ে লড়াই বন্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এর পরিবর্তে কাদেসিয়্যার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ নিজেদের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা এই ছিল– وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ ـ

[অর্থাৎ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা। (কামিল, ইবনে আসীর খঃ ২ পৃঃ ১৭৮)]

অনুরূপ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

তাদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই কর যখন আর ফিৎনা বিদ্যমান না থাকে এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।"

[আনফাল, আয়াত, ৩৯]

এই আয়াতের তাফসীরে আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) লিখেন–

‘দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিৎ যতক্ষণ না মুসলমানগণ তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীনে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়, যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে পারে।’

‘এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিৎনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয় এবং এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে তাই জিহাদের বিধান ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে [মা’আরিফুল কুরআন খঃ ৪ পৃঃ ২৩৩]

মোটকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনগত অনুমতি লাভ করা নয় বরং কাফেরদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একদিকে কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস তাদের না হয় এবং অন্যদিকে কাফেরদের প্রতিপত্তিতে ভীত সন্তস্ত্র মানুষ এই মানসিক ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মনে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে আগ্রহী হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়টিও ইসলামের হেফাজতের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে। এজন্য যে উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য “হেফাজতে”র শব্দ অবলম্বন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যও তাই। মনে রাখতে হবে কুফরের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ও ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা হেফাজতে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। অতএব এই মৌলিক স্তম্ভটিকে “হিফাযত”এর আওতা থেকে কোনভাবেই বের করা যায় না।

আমার মতে সকল বড় বড় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়টিকেই সাব্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলবী (রহঃ) লিখেন–

"জিহাদের আদেশ প্রদান করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক মুহুর্তে সকল কাফেরের প্রাণ সংহার করা হবে বরং উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান হবে, মুসলমান মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদতে সক্ষম হবে। কাফেরদের ব্যাপারে এই আশংকা থাকবেনা যে তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম তার দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয় বরং তাদের এমন প্রতিপত্তির দুশমন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয়।" (সীরাতে মুস্তফা, খঃ ২ পৃঃ ৩৮৮)

অন্যত্র লিখেন– " আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

এ আয়াতে এই ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমানজাতি! তোমরা কাফেরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই কর, যখন আর কুফরের ফিৎনা বিদ্যামান না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আয়াতে ফিৎনা বলতে কুফরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফিৎনা উদ্দেশ্য এবং وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ থেকে দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ অর্থাৎ দ্বীনের এ পরিমান শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফরী শক্তির সামনে তার আর পরাস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না এবং দ্বীন ইসলাম কুফরের ফিৎনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে। [প্রাগুক্ত খঃ ২ পৃঃ ৩৮৬]

যদি শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজন বাকী না থাকে তবে তো আজ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাবলীগের অনুমতি আছে (এবং আমাদের দূর্ভাগ্য এই যে, অনুমতি না থাকলে কিছু মুসলিম দেশেই

নেই) অতএব বলতে হবে এখন আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন নেই। বিশ্ববাসীর মন মগজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বসতে থাকুক, তাদেরই নীতিমালা প্রচলিত হতে থাকুক, বিধি-বিধানও তাদেরই চলুক, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও মতবাদই প্রচারিত হোক আর মুসলমানগন শুধু এই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকুক যে, ঐসব অমুসলিম দেশে আমাদের মুবাল্লিগগণের প্রবেশাধিকারতো আর বন্ধ হয় নাই! প্রশ্ন হয়, যে পৃথিবীতে কুফর তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জয়ভেড়ী বাজিয়ে চলেছে সেখানে যদি আপনাকে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করা হয় তবে কয়জন লোক এমন পাবেন যারা এই তাবলীগকেই স্থীর চিত্তে শোনার জন্য এবং এতে চিন্তা ফিকির করার জন্য প্রস্তুত হবে ?

যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে ইসলাম ও তার শিক্ষার পুরো বিপরীত চিন্তা ভাবনা পূর্ণ শক্তিতে প্রচারিত হচ্ছে এবং এসবের প্রচারের জন্য এমন সব মাধ্যমও ব্যবহৃত হচ্ছে যা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে তাবলীগের অনুমতি লাভ হলেও তা কী পরিমান ফলদায়ক হতে পারে ?

হ্যাঁ যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি সামর্থ অর্জিত হয়ে যায় যার মোকাবেলায় কাফেরের শক্তিমত্তা পরাস্ত হয় বা অন্তত তারা ঐ ফিৎনা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে নিরাপদ চুক্তির মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখা জিহাদের বিধানের পরিপন্থি নয়। অনুরূপ যে পর্যন্ত কুফরের প্রতিপত্তি নির্মূল করার মত প্রয়োজনীয় শক্তি মুসলমানদের অর্জিত না হয় ততদিন পর্যন্ত শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিরাপদ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও নিঃসন্দেহে জায়েয। মোটকথা অমুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি দুই অবস্থায় হতে পারে।

ক. যে সব রাষ্ট্রের শক্তি মুসলমানদের শক্তির জন্য বিপজ্জনক নয় তাদের সাথে সন্ধিমূলক ও নিরাপত্তা চুক্তি করা যেতে পারে যাবৎ না তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য হুমকী হয়ে দাড়ায়।

খ. মুসলমানদের কাছে সশস্ত্র জিহাদের সামর্থ না থাকলে সামর্থ অর্জিত হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকা যেতে পারে। [ফিকহী মাক্বালাত, খঃ ৩ পৃঃ ৩৫১]

৫. জিহাদের বিধান কি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে ছিল?

জিহাদের হাক্বীকত, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও এর বিধানাবলী সম্পর্কে যিনিই অবহিত হবেন তিনিই নিঃসংশয় হবেন যে, জিহাদ একটি অতি গুরুত্তপূর্ণ 'আলমী ইসলাহী ("আন্তর্জাতিক সংশোধনমূলক") দায়িত্ব, জিহাদের ফরযিয়্যত এখনও বাকী আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে এবং তা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকটে অতি পছন্দনীয় আমলসমূহের অন্যতম। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। [সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَنْفُسِكُمْ ط ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ
عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ
قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে দাখেল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এবং এই মহা সাফল্য।

এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় ; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

[সুরা সাফফ, আয়াতঃ ১০-১৩]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلُ ـ

আমার পসন্দ যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হব পুনরায় জীবিত হব ও পুনরায় নিহত হব এবং পুনরায় জীবিত হয়ে নিহত হব। [সহীহুল বুখারী, ১/১০, সহীহু মুসলিম ২/১৩৩)

মোট কথা, জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াতে কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ এবং শত শত সহীহ হাদীসে এর ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে দুরত্বের কারণে অথবা না জানি অন্য কি কারণে কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'যেহেতু

তখন ক্বিতাল ছাড়া ক্ষমতার পট পরিবর্তনের অন্য কোন মাধ্যম ছিলনা তাই ইসলাম এই পন্থাটিকেই বহাল রেখেছে কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন' অর্থাৎ এখন রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব। অতএব এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। জিহাদের বিধান মানসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়াই উচিৎ। নাঊযুবিল্লাহ। কেউ তো এই ধারনাও প্রকাশ করেছে যে, "যে সরকার তার নিজেদের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে তাদের সাথে ইক্বদামী বা আক্রমণাত্বক জিহাদ করা উচিৎ নয় বিশেষত বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, যখন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু যখন রাজ্যজয়ের সাধারণ প্রচলন ছিল এবং এ বিষয়টি রাজ রাজড়ার কীর্তি ও গুণাবলীর মধ্যে পরিগণিত হত তখনকার কথা ভিন্ন। যেসব ইক্বদামী জিহাদের ঘটনাবলীতে ইসলামী ইতিহাস পরিপূর্ণ তা সবই ঐ সময়কার।"

এই দুইটি মত যে ভ্রান্ত এবং কিতাব ও সুন্নাহর জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী এবং শরীয়তের ইজমায়ী বিধানাবলীর পরিপন্থি তা তো একেবারেই স্পষ্ট কিন্তু লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, এই দুই মতের মধ্যে অজান্তেই ইসলামী শরীয়তের প্রতি কত বড় অপবাদ আরোপ করা হল যে, একটি সাময়িক বা পারিপার্শিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিধানকে ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য চলমান একটি বিধান বানিয়ে দিয়েছে এবং তার এত এত ফাযাইল বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি এত বেশী উদ্বুদ্ধ করেছে যদ্দরুন তা একটি সাময়িক বিধান নয় বরং চিরন্তন বিধান হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

আর দ্বিতীয় মতটিতো আরো বেশী ভয়াবহ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ) এর ভাষায়, "যদি এই মতটি ঠিক ধরে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে, কোন বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়ার জন্য ইসলামের নিজস্ব কোন মাপকাঠি নেই। যদি কোন যুগে কোন একটি মন্দ বিষয়কেও "ভালো ও কীর্তিমূলক" গণনা করা হয় তবে ইসলাম ও তার অনুসরণ করে এবং যে যুগে মানুষ একে মন্দ মনে করে ইসলামও সেখানে থেমে যায়!

প্রশ্ন হল, ‘ইক্বদামী জিহাদ’ কোন ভালো বিষয় কিনা? যদি ভালো হয় তবে মুসলমান এ থেকে শুধু এজন্য কেন বিরত থাকবে যে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়? আর যদি বিষয়টি আসলেই ভালো না হয় তবে বিগত সময়ে ইসলাম কেন এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে নাই! ইসলাম কি শুধু এজন্যই একে অবলম্বন করেছিল যে, তা রাজা বাদশার কীর্তির মধ্যে পরিগণিত হত ?

আমার মতে ইসলামী ইতিহাসের ইক্বদামী জিহাদসমূহের এই ব্যাখ্যা নিতান্তই ভূল ও বাস্তবতাবিরোধী। বাস্তব কথা হল, কুফরের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য ঐ যুগেও জিহাদ করা হয়েছে যখন তা “রাজ রাজড়ার কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হত” কিন্তু তা এজন্য হয় নাই যে, ঐ যুগে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল বরং এজন্য ছিল যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষেই উপযোগী ও ভালো। অন্যথায় রাজা বাদশার বীরত্ব প্রর্দশনের মধ্যেতো এও পরিগণিত হত যে, তারা জয়ের নেশায় চুর হয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দিত না কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের কারণে এসব বিষয়কে ইসলাম কখনো সমর্থন করে নাই বরং লড়াইয়ের এমন সব বিধি-নিষেধ ও সীমা-রেখা নির্ধারণ করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে দেখিয়েছে যা তখনকার রাজা বাদশার কল্পণারও অতীত ছিল বরং তা ঐসব নিপীড়িত মানবশ্রেণীর জন্যও অকল্পনীয় ছিল যারা শুধু রাজা বাদশার এ জাতীয় জুলুম অত্যাচারে কেবল অভ্যস্তই ছিল না বরং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

যে উদ্দেশ্যে ইক্বদামী জিহাদ অতীতে জায়েয ছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করার কোন অর্থ নেই যে, “এটম বোমা” ও “হাইড্রোজেন বোমা” আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তি প্রিয়(?) ব্যক্তিবর্গ একে নিতান্তই অপছন্দ করেন এবং এতে ঐসব মহান (?) ব্যক্তিবর্গের নাক মুখ কুঁচকে যায় যাঁদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর রক্তেরঞ্জিত।

মূলতঃ এই বিষয়টিও কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিরই অবাঞ্ছিত ফলাফল বলে আমার বিশ্বাস যে, মানুষ ভালো মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে যা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে মানুষের মন মগজে স্থাপন করছে এবং শুধু অমুসলিমই নয় খোদ মুসলমানরাও এই প্রচারণায় কাবু হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওজরখাহীর পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। যদি অন্যায়, অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে চুরমার করা "সাম্রাজ্যবাদের" সংজ্ঞায় আসে তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিৎ। এমন হওয়া উচিৎ নয় যে, আমরা ঐসব অভিযোগকারীদের সামনে হাত জোড় করে দাড়িয়ে যাব এবং বলব, জনাব! যখন আপনি ইক্বদামী জিহাদকে নন্দিত মনে করতেন তখন আমরাও তা ভালো মনে করতাম এবং তা কর্মে রূপ দিতাম এবং যখন আপনি আপনার লিখনীতে এবং শুধুই লিখনীতে একে মন্দ বলছেন এবং শুধুই বলছেন তখন আমরাও একে নিন্দিত মনে করছি এবং নিজেদের জন্য একে হারাম করে নিচ্ছি। এ জাতীয় চিন্তারীতির পথে একমত হওয়া এই অধমের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। [ফিক্বহী মাক্বালাত, খঃ ৩ পৃঃ ৩০২-৩০৫]

পরিশিষ্ট

মোটকথা, জিহাদের উভয় প্রকার, ইক্বদামী ও দিফায়ী ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফিৎনা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্যপালনীয় থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللّٰهُ إِلَى أَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ أُمَّتِيَ الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ عَدْلُ عَادِلٍ وَلَا جَوْرُ جَائِرٍ

'আমার বি'ছতের (প্রেরিত হওয়ার) সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোন জালেমের জুলম একে রহিত করবে না। " [সুনানে আবু দাউদ ১/৩৪৩]"

এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী 'আমল করা অপরিহার্য।

"وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ

'তাদের মুকাবালার জন্য তোমরা যা কিছু শক্তি ও পালিত ঘোড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হও, তা তৈরী রাখ। তা দ্বারা এাস সৃষ্টি হবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদের উপর, যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তোমরা তা পুরাপুরিই লাভ করে, তোমাদের প্রাপ্য বাকি থাকবে না।' [আনফাল, ৬০]

মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্যই নয় বরং ইসলাম ও ইসলামী শা'আইর (নিদর্শনাবলী) সংরক্ষন করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি নির্মূল করাও তাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

প্রত্যেক মুসলিম দেশের সরকার এবং প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রসংঘকে জিহাদের এই সবক পুনরায় ইয়াদ করা অপরিহার্য যদি তারা নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আগ্রহী হন এবং দুনিয়া থেকে জুলুম অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন।

জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংঘসমূহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না কেননা যদি তাদের আহ্বানে সাড়া না দেওয়া হয় এবং জিহাদের সুন্নতকে পুনরায় জীবিত না করা হয় তবে তাদের আরো কিছু দায়িত্ব বাকী থেকে যায়। কী দায়িত্ব বাকী থাকে ? এর উত্তর পাওয়া যাবে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহঃ), শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) এবং সালাফ ও খালাফের এ প্রকৃতির জানবাজ মুজাহিদগণের জীবনীতে।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ، أَللّٰهُمَّ قَوِّنَا عَلَى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ، وصلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
তারিখ ১৭/৭/১৪২৫ হিজরী

‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) ইসলামের ঐসব মহাপুরুষদের অন্যতম ছিলেন যাদের মধ্যে অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণাঢ্য সমাবেশ ঘটেছিল।

অসাধারণ মেধা, অতলান্ত জ্ঞান, সীমাহীন খোদাভীতির পাশাপাশি উন্নতরুচি, শানিত ব্যক্তিত্ব, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ বীরত্ব এই মহা পুরুষকে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছিল।

উমারী বলেন, ইসলামী বিশ্বের খলীফা হওয়ার জন্য তারচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আমি আমার যুগে আর কাউকে দেখিনাই।

এছাড়া তিনি ছিলেন ইলম ও আহলে ইলমের পৃষ্ঠপোষক, গরীব মিসকীনের দরদী বন্ধু, ওলীআল্লাহ, যাহিদ, আবিদগণের চোখের মনি। যেখানে যেতেন সেখানেই জন সমূদ্র হয়ে যেত। জ্ঞান পিপাসু, দর্শনার্থী, ভক্তবৃন্দ দলে দলে এসে ভীড় করতেন। তিনিও তাঁর খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানভান্ডার থেকে সবাইকে পরিতৃপ্ত করতেন। আহলে ইলম, আবিদ, যাহিদগণকে মুক্ত হস্তে দান করতেন। সকল মত ও পথের আলেমগণের নিকটে তিনি ছিলেন সমানভাবে সমাদৃত। জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন।

নির্যাতিত, নিপীড়িত, অসহায় মুসলমানদের জন্য তার ধমনীতে তপ্ত শোনিত ধারা প্রবাহিত হত।

এত সব কিছুর পরও পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অনুসরনীয়। তাঁর আদব ও শিষ্টাচার ছিল অনুকরনীয়। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে দেখেছ? লোকটি বলল, জ্বী না। আওযায়ী (রহঃ) বললেন, যদি তুমি তাঁকে দেখতে তবে তোমার চোখ শীতল হয়ে যেত!!

জন্ম ও শৈশব

ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ১১৮ হিজরী মতান্তরে ১১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তাঁর শৈশবের সহপাঠী ছখর বলেন, 'আমরা মকতবে আসা যাওয়া করতাম। একদিন আমি ও ইবনুল মুবারক একজন বক্তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করলেন। যখন তার বক্তৃতা সমাপ্ত হল আব্দুল্লাহ বলল, তার পুরো বক্তৃতা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি তার কথা শুনতে পেয়ে বললেন, আচ্ছা শোনাও তো দেখি! আব্দুল্লাহ পূর্ণ বক্তব্য হুবহু শুনিয়ে দিল।' তাঁর স্মৃতিশক্তির বেশ কিছু চমকপ্রদ কাহিনী তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত আছে।

তার পিতা ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। সন্তানের মধ্যে বিদ্যান্বেষণের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তিনি তাঁকে আরবী কবিতা মুখস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং একটি কবিতা মুখস্থ করলে এক দিরহাম পুরস্কার দিতেন। এভাবে আরবী সাহিত্য ও কবিতার প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাঁর মূল্যবান বহু কবিতা ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা একত্রিত করা হলে একটি মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হবে।

ইলম অন্বেষণ

তিনি প্রথমত তার নিজ শহর "মারও"[১] এর শাইখগণের নিকট থেকে

টীকা– ১. তৎকালীন খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহরসমূহের অন্যতম। আল্লামা ইয়াকূত হামভী (রহঃ) বলেন, আমি ৬১৬ হিজরীতে "মারও" ছেড়ে আসি। যদি এসব এলাকায় তাতারীদের আক্রমণ না হত তবে আমি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান (অপর পৃ. দ্র.)

ইলম অর্জন করেন। অতঃপর ১৪১ হিজরীতে ইলম অন্বেষণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমন আরম্ভ করেন। এবং এ উদ্দেশ্যে তৎকালীন বিশ্বের ইলমের বড় বড় কেন্দ্র যথা : মক্কা, মদীনা, শাম, মিসর, ইয়ামান, কূফা, বসরা, জাযীরা, প্রভৃতি এলাকা ভ্রমন করেন। তাঁর "শাইখদের" তালিকা অনেক দীর্ঘ। তম্মধ্যে কয়েকজন হলেন, হিশাম ইবনে আনাস খুরাসানী, 'আসিম আহওয়াল, হুমাইদ আততবীল, হিশাম ইবনে উ'রওয়া, ইমাম আ'মাশ, ইমাম আওযায়ী, ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, শু'বা, ইমাম মালিক, লাইস, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ প্রমূখ জগদ্বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ।

'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, আমি চার হাজার শাইখ থেকে ইলম অর্জন করেছি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের যুগে তাঁর চেয়ে অধিক ইলম অন্বেষণকারী আর কেউ ছিল না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার জ্ঞান গরিমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তিতে এই মহা মনীষী তাঁর শাইখদের জন্যও গৌরবের পাত্রে পরিণত হন।

হাদীস শাস্ত্রেঃ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণের অন্যতম ছিলেন। ইলমে হাদীসের প্রাণপুরুষ যে ইমামগণ তাঁরা তার শ্রেষ্টত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। একদিকে যেমন তাঁর জ্ঞানের বিপুল

টীকা– করতাম কেননা সেখানকার অধিবাসীগন অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র এবং সেখানে মৌলিক ও উন্নত রচনাবলীর প্রাচুর্য রয়েছে। আমি যখন সেখান থেকে আসি তখন সেখানে দশটি ওয়াক্‌ফকৃত লাইব্রেরী ছিল যার মত সমৃদ্ধ ও উন্নত লাইব্রেরী আমি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিনাই। আমি আমার এই কিতাব ও অন্যান্য কিতাবের অধিকাংশ তথ্যাবলী এসব লাইব্রেরী থেকে আহরণ করেছি। (মুজামুল বুলদান, ৫/১৩২-১৩৪)

শহরটি বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের অর্ন্তগত। (অত্‌লাসুল কুরআন ওয়াত তারীখিল ইসলামী)

বিস্তৃতি ছিল অপরদিকে স্মরণ-শক্তি, হাদীস গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বর্ণনা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে তাঁর সতর্কতা হাদীসের ইমামগণের নিকটে প্রশংসিত ছিল।

ইমাম 'আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহঃ) (মৃত্যুঃ ১৯৮হিঃ) বলেন, 'ইবনুল মুবারক সুফিয়ানের চেয়েও অধিক জ্ঞানী।' অথচ সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) ছিলেন তাঁর অন্যতম উস্তাদ এবং এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি মুহাদ্দিসগণের নিকটে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস খেতাবে ভূষিত ছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রহঃ) (মৃত্যু ২৩৪হিঃ) বলেন, ইলম দুই ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। একজন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। দ্বিতীয় জন ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) আব্দুর রহমান বিন মাহদী ও ইয়াহইয়া ইবনে আদমের চেয়েও অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।'

আব্দুর রহমান ইবনে আবু জামীল বলেন, আমরা মক্কা শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের চারপাশে সমবেত ছিলাম। আমরা তাঁকে সম্বোধন করে বললাম, হে মাশরিকের (পুর্বের) সর্বশ্রেষ্ট আলিম! আমাদিগকে হাদীস বর্ণনা করুন! সুফিয়ান সাওরী নিকটেই বসাছিলেন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, বরং বল, জগতের শ্রেষ্ট আলিম !

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) (মৃত্যু ১৬১হিঃ) বলতেন, আমার ইচ্ছা হয় আমার পূর্ণ জীবনের পরিবর্তে ইবনুল মুবারকের জীবনের একটি বছর আমি লাভ করি কিন্তু আমার পক্ষে এক বছরের জন্য তারমতো হওয়াতো দূরের কথা, তিনদিনের জন্যও তাঁর মত হওয়া সম্ভব নয়।"

হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে তার সতর্কতা এমন ছিল যে, অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না, কিতাব থেকে বর্ণনা করতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'ইবনুল মুবারক (রহঃ) কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, ফলে তার

বর্ণিত হাদীসে ভূল ত্রুটি খুবই কম। অপর দিকে ওকী' (রহঃ) স্মৃতি থেকে বর্ণনা করতেন ফলে তার বর্ণনায় কিছু ভূল-ত্রুটি হত। মানুষের স্মৃতি শক্তিরওতো একটা সীমা আছে।'

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা'য়ীন (রহঃ) বলেন, 'ইবনে মুবারক (রহঃ) এর কিতাব যা থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন তার সংখ্যা ছিল বিশ হাজার বা একুশ হাজার।'

ইবনুল মুবারক (রহঃ) বহু শাইখ থেকে হাদীস সংগ্রহ করলেও সকলের বর্ণনাকৃত হাদীস বর্ণনা করতেন না। তিনি নিজেই বলেন, আমি চার হাজার "শাইখ" থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি এবং বর্ণনা করেছি একহাজার "শাইখ" থেকে।

মুসাইয়্যাব বিন ওয়াজিহ বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে মুবারক (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করল: যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাদীস অন্বেষণ করে, সে কি হাদীসের সনদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে? ইবনুল মুবারক (রহঃ) উত্তরে বললেন, 'যখন হাদীস অন্বেষণ আল্লাহর জন্য হবে তখন তো সনদের ব্যাপারে কঠোরতা করা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ।'

হাদীসের সাথে ইবনুল মুবারক (রহঃ) এর সম্পর্ক ছিল আত্মার সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক। শাক্বীক বলখী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করল, নামাযের শেষে আপনি আমাদের মজলিসে বসেন না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মজলিসে বসি। তাঁদের কিতাবসমূহ ও হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করি। তোমাদের সঙ্গে বসব কেন? তোমরা তো মানুষের গীবত কর।'

নুয়াইম বিন হাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক (রহঃ) অধিকাংশ সময় ঘরে অবস্থান করতেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, জনাব! আপনার কি একাকীত্ব বোধ হয় না? তিনি উত্তরে বললেন, কেন আমি একাকীত্ব বোধ করব ? আমিতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্য লাভ করছি!

ফিকহ্ শাস্ত্রে ঃ

আব্বাস বিন মুসআ'ব বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) হাদীস, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। ইবরাহীম বিন শাম্মাস বলেন, আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে দেখেছি।

ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আল লাইসী বলেন, আমরা ইমাম মালিকের নিকটে ছিলাম। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের জন্য ভিতরে আসার অনুমতি চাওয়া হল। অনুমতি দেওয়া হলে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ভিতরে আসলেন। আমি ইমাম মালিককে দেখলাম, তিনি ইবনুল মুবারকের জন্য তাঁর স্থান থেকে সরে বসলেন এবং তাঁকে নিজের সাথে বসালেন। আমি ইতিপূর্বে ইমাম মালিককে কারো জন্য সরে বসতে দেখি নাই। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল। যখন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক চলে গেলেন তখন ইমাম মালিক (রহঃ) বললেন, 'ইনি হলেন খুরাসানের ফক্বীহ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক।'

যিনি ইমাম মালিক (রহঃ) এর তেজস্বিতা ও গাম্ভীর্য সর্ম্পকে সামান্যতম ধারণাও রাখেন তিনি তাঁর এই স্বীকৃতির মূল্য অনুধাবন করতে পারবেন।

ইয়াহইয়া বিন আদম বলেন, আমি যখন সুক্ষ মাসআলাহসমূহ তালাশ করি এবং তা ইবনুল মুবারকের রচনাবলীতে না পাই তখন আমি তা অন্য কোথাও পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাই।

এই ছিল ফিক্হ শাস্ত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহঃ) এর স্থান। কিন্তু তাঁর এই পর্যায়ে পৌছা কোন মহান ব্যক্তিত্বের অনুগ্রহের ফসল ছিল তা তাঁর মুখ থেকেই শুনুন। তিনি বলেন,

"تَعَلَّمْتُ الْفِقْهَ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

আমি ফিক্হ ইমাম আবু হানীফা থেকে অর্জন করেছি।

হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেন–

"وَقَدْ تَفَقَّهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِأَبِىْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِى تَلاَمِذَتِهِ -

'ইবনুল মুবারক (রহঃ) ইমাম আবু হানীফার মাধ্যমেই ফক্বীহ হয়েছেন এবং তিনি তাঁর শাগরিদদের অন্যতম।'

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর "রায়"সমূহ বা তাঁর ফিকহী মতামতসমূহের ব্যাপারে এই মহাজ্ঞানী মনীষী স্বাভাবিকভাবেই সম্যকরূপে অবগত ছিলেন কেননা তিনিতো ফিক্হ অর্জনই করেছেন ইমাম আবু হানীফা থেকে। তাঁর ইন্তিকালের পর আবু তামীলা যে শোকগাঁথা পাঠ করেন তম্মধ্যে একটি পংক্তি ছিল এই ঃ

وَبِرَأْىِ النُّعْمَانِ كُنْتَ بَصِيْرًا

حِيْنَ تُبْغٰى مَقَايِسَ النُّعْمَانِ

" যখন নু'মানের কিয়াসসমূহ তালাশ করা হত তখন দেখা যেত তুমিই নু'মানের (ইমাম আবু হানীফার) "রায়" এর ব্যাপারে সম্যক অবগত।"

ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) এর মতামতসমূহ কি কুরআন হাদীসের বিরোধী ছিল না কুরআন হাদীসেরই সারাংশ ছিল তা তাঁর মুখ থেকেই শুনুন। তিনি বলেন–

لاَتَقُوْلُوْا رَأْىَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ، إِنَّمَا هُوَ تَفْسِيْرٌ لِلْحَدِيْثِ -

"তোমরা বলোনা, আবু হানীফার মত। কেননা তাতো হাদীসেরই তাফসীর ও তার ব্যখ্যা।"

দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণ যে মতামত প্রদান করেন তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই আহরিত হয়ে থাকে। তা কখনো

তাদের নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত মতামত নয়। এই বিষয়টিই কুরআন সুন্নাহর মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহঃ) এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْأَثَرِ، وَلَابُدَّ لِلْأثَرِ مِن أَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَيَعْرَفُ بِهِ تَأْوِيْلَ الْحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ

"তোমরা হাদীসকে অবলম্বন করবে। এবং এজন্য আবু হানীফার সাহায্য নিতে হবে কেননা তাঁর মাধ্যমে তোমরা হাদীসের মর্ম অনুধাবন করতে পারবে।"

বলাবাহুল্য হাদীসের অনুসরণের অর্থ এই নয় যে, হাদীসের শব্দাবলী থেকে যে ব্যক্তি যা বুঝল তাই সে করতে থাকবে কেননা তাতো হাদীসের অনুসরণ নয় বরং হাদীসের নামে নিজের ধারণার অনুসরণ। হাদীস অনুসরণের অর্থ হল, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করে তার অনুসরণ করা বলাবাহুল্য এজন্য হাদীস শরীফের মর্ম, এর প্রয়োগস্থল ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং এ জন্য মুজতাহিদ ইমামগণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর এই মহাজ্ঞানী শাগরিদ তাঁর ব্যাপারে কি পরিমাণ দূর্বল ছিলেন তা তাঁর নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ থেকে আন্দাজ করা যায়। তিনি বলেন–

رَأَيْتُ أَبَاحَنِيْفَةَ كُلَّ يَوْمٍ * يَزِيْدُ نَبَاهَةً وَيَزِيْدُ خَيْرًا

وَيَنْطِقُ بِالثَّوَابِ وَيَصْطَفِيْهِ * إِذَامَاقَالَ أَهْلُ الْجَوْرِ جَوْرًا

يَقَايِسُ مَنْ يَقَايِسُهُ بِلُبٍّ * وَمَنْ ذَاتَجْعَلُوْنَ لَهُ نَظِيْرًا

كَفَانَا فَقْدُ حَمَّادٍ وَكَانَتْ * مُصِيْبَتُنَا بِهِ أَمْرًا كَبِيْرًا

[বাকী অংশ]

رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ حِينَ يُؤْتَى * وَيُطْلَبُ عِلْمُهُ بَحْرًا غَزِيرًا

إِذَامَاالْمُشْكِلَاتُ تَدَافَعَتْهَا * رِجَالُ الْعِلْمِ كَانَ بِهَا بَصِيرًا

‘আমি আবু হানীফাকে দেখেছি, তাঁর প্রতিভা ও গুণাবলীর যেন কূল পাওয়া যেতনা। প্রতিদিন যেন তা বেড়েই চলেছে।

যখন বিচ্যুতিকারীগণের বক্তব্যে বিচ্যুতি প্রকাশ পেত তখনও তিনি “সওয়াবের কথা” বলতেন এবং “সওয়াবের কথাই” আহরণ করতেন।

যার সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হতেন পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার সাথে বিতর্ক করতেন, কে এমন আছে যাকে তোমরা তাঁর উপমা হিসেবে পেশ করবে ?

হাম্মাদ যখন চলে গেলেন তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হলেন, কিন্তু তাঁর তিরোধান আমাদের জন্য বিরাট মুসীবত হয়ে দেখা দিল।

আমি আবু হানীফাকে দেখেছি, যখন তাঁর ইলমের পরিধি অনুমান করার ইচ্ছা করা হত তখন তিনি এক অতলান্ত সমুদ্ররূপে প্রকাশিত হতেন।

যখন কঠিনতর বিষয়াবলী আহলে ইলমের মধ্যে আলোচিত হত তখন দেখা যেত আবু হানীফা এসব ব্যাপারেই সম্যক জ্ঞানী।’

ইসমাঈল বিন দাউদ বলেন, ইবনুল মুবারক (রহঃ) ইমাম আবু হানীফার অজস্র গুণাবলী বর্ণনা করতেন এবং তিনি তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বর্ণনা করতেন ও তাঁর প্রশংসা করতেন।

এক ব্যক্তি তাঁর সামনে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ব্যাপারে কটুকথা বললে তিনি তাকে বললেন, চুপ! খোদার কৃসম! তুমি যদি আবু হানিফা (রহঃ) কে দেখতে তবে “আকল” ও “শরাফত” দেখতে!

তিনি বলেন, যদি আল্লাহতায়ালা আমাকে আবু হানীফা ও সুফ্য়ানের মাধ্যমে সাহায্য না করতেন তবে আমি একজন সাধারণ মানুষ থাকতাম।”

ইবনুল মুবারক (রহঃ) থেকে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারে এত অজস্র ও উচ্চাঙ্গের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে যা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থের একটি ছোট খাট পরিচ্ছেদ হতে পারে। আল্লাহ পাক তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন।

ইল্‌ম ও আহলে ইলমের পৃষ্ঠপোষকতা:

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) একবার বিখ্যাত যাহিদ হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন, 'যদি তুমি ও তোমার সঙ্গীগন না হতে তবে আমি ব্যবসাই করতাম না।'

হিব্বান বিন মুসা বলেন, একব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এর সামনে কিছুটা আপত্তি করল যে, আপনি নিজ শহর ছাড়া অন্যান্য শহরে এত দান করেন কেন ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এমন সব মানুষকে জানি যাদের মধ্যে সত্যবাদীতা ও উন্নতগুণাবলী রয়েছে। তারা মানুষের কল্যাণের জন্য হাদীস অন্বেষণ করে, ফলে নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করতে পারেনা। যদি আমরা তাদের সাহায্য না করি তবে তাদের ইলম বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সাহায্য করি তবে তারা নিশ্চিন্ত মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইলম মানুষের মাঝে প্রচার করতে পারবে। নবুওয়াতের পরে ইলম বিতরণের চেয়ে উত্তম কোন বিষয় আমার জানা নেই।

হাসান বিন হাম্মাদ বলেন, আবু উসামাহ আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারকের নিকটে এলেন, আব্দুল্লাহ তাঁর চেহারায় দারিদ্রের ছাপ লক্ষ্য করলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আবূ উসামা চলে যাবার পর তিনি তার নিকটে চার হাযার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন ও একটি প্রশংসাপত্রে নিম্নোক্ত পংক্তিটি লিখে পাঠালেন

وَفَتـى خَلاَ مِنْ مَالِهِ * وَمِنَ الْمُرُوْءَةِ غَيْرُ خَالِ

أَعْطَاكَ قَبْلَ سُؤَالِهِ * وَكَفَاكَ مَكْرُوْهَ السُّؤَالِ

অনেক যুবক এমন রয়েছে যার সম্পদ নেই কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে। (হে যুবক!) এক ব্যক্তি তোমাকে চাওয়া ছাড়াই দান করল এবং চাওয়ার কষ্ট থেকে তোমায় রেহাই দিল।"

মুসাইয়্যাব বিন ওয়াজিহ বলেন, ইবনুল মুবারক (রহঃ) আবু বকর বিন আ'য়্যাশ এর নিকট চার হাজার দিরহাম পাঠালেন এবং বললেন,

سد بها فتنة القوم عنك

এর দ্বারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

মুহাম্মদ বিন ইসা বলেন, "ত্বরাসূস" শহরে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) এর অনেক যাতায়াত ছিল। তিনি "রাক্বক্বাহ" নামক স্থানের একটি সরাই খানায় অবস্থান করতেন। সেখানে এক যুবক তাঁর নিকটে আসা যাওয়া করত, তাঁর কাজ কর্ম করে দিত এবং তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করত। একবার আব্দুল্লাহ রাক্বক্বায় এলেন কিন্তু যুবকটিকে দেখলেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই জিহাদের ময়দানে চলে যাওয়ায় তিনি তার খোঁজ খবরও নিতে পারলেন না। যখন জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে এলেন তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, দশ হাজার দিরহাম দেনার দায়ে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তিনি পাওনাদারকে খুঁজে বের করলেন এবং তাকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে তার নিকট থেকে ক্বসম নিলেন যে, তাঁর জীবিতাবস্থায় সে যেন কাউকে বিষয়টি না জানায়।

অতঃপর ইবনুল মুবারক সেই স্থান ত্যাগ করলেন। "রাক্কা" থেকে অনেক দূর চলে আসার পর একস্থানে যুবকটি এসে তার সাথে সাক্ষাত করলে ইবনুল মুবারক (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে? তোমাকে যে দেখলাম না। যুবকটি তার ঘটনা জানাল। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে মুক্তি পেলে? যুবকটি বলল, একব্যক্তি এসে আমার ঋন পরিশোধ করে দেওয়ায় আমি মুক্তি পেয়েছি কিন্তু লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম না। আব্দুল্লাহ বললেন, আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় কর যিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর যুবকটি জানতে পারল যে, সেই ঋণ পরিশোধকারী অন্য কেউ নন স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ছিলেন।"

ইলম ও আহলে ইলমের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল এই মহামনীষীর মজ্জাগত। তিনি নিজেও যেমন আহলে ইলম ছিলেন অনুরূপ আহলে ইলমের মর্যাদা দিতে জানতেন। তিনি খুরাসান থেকে আসার সময় প্রচুর কাপড় চোপড় নিয়ে আসতেন এবং আলেমগণকে হাদিয়া দিতেন। নুয়াইম বিন হাম্মাদ বলেন, ইবনূল মুবারক (রহঃ) "আয়লা"১ তে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইউনুস বিন ইয়াযীদের নিকটে এলেন তখন তার সাথে একজন যুবক শুধু এজন্যই ছিল যে, সে মুহাদ্দিসগণের জন্য "ফালুযাজ" তৈরী করবে। তখনকার সময়ে "ফালুযাজ" একটি উন্নত খাবার ছিল যা শুধু সুলতান ও আমীর উমারাদের ওখানে তৈরী হত। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উদ্ধর্তন পুরুষ কায়স বিন মারযুবানের জীবনীতে আছে তিনি নওরোজ উপলক্ষে হযরত আলী (রাযিঃ) এর নিকটে "ফালুযাজ" পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহ হারুনুর রশীদের দরবারে "ফালুযাজ" তৈরী হত, একথা তাঁর জীবনীতে উল্লেখ আছে।

আবু ইসহাক ত্বলিকানী বলেন, আমি দেখেছি ইবনুল মুবারক (রহঃ) এর দস্তরখানের জন্য দুই উট বোঝাই ভূনা মুরগী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এছাড়া তিনি কল্যাণের সকল পথে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতেন। প্রতি বছর ফকীর মিসকীনদেরকে একলক্ষ দিরহাম দান করতেন। যে কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে তার নিকটে আসত তিনি তার ঋণ পরিশোধ করে দিতেন। হজ্জে যাবার সময় বহু মানুষকে সঙ্গে নিতেন এবং তাদের পূর্ণ খরচ নিজেই বহন করতেন। তাঁর জীবনীতে এরূপ ঘটনা প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান রয়েছে।

টীকা– ১. লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী একটি শহর- এখানকার প্রসিদ্ধ মুহদ্দিসগণের অন্যতম হলেন ইউনুস বিন য়াযিদ আল আইলী (রহঃ) তিনি ইমাম যুহরী (রহঃ) এর শাগরিদ। ৭৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (মু'জামুল বুলদান ৫/৩৪৭-৩৪৮) বর্তমান জর্দানের অর্ন্তগত একটি শহর। (আতলাসু তারীখিল ইসলাম পৃঃ ৪১৪)]

তাকওয়া ও পরহেযগারী

নুয়াইম বিন হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) যখন " কিতাবুর রিক্বাক্ব "(আখিরাতের স্মরণ, দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ীত্ব ইত্যাদি বিষয়ক হাদীসসমূহ) পড়তেন তখন জার জার হয়ে কাঁদতেন, তখন তার সাথে কথা বলা সম্ভব হত না।' মানুষের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিলিয়ে দেবার পরও অন্যের সম্পদের ব্যাপারে এত সচেতন ছিলেন যে, একবার শামে অবস্থান কালীন সময়ে তিনি কারো কাছ থেকে একটি কলম নিয়েছিলেন কিন্তু তা ফেরত দিতে ভুলে যান। যখন তিনি "মারও" ফিরে এলেন তখন তার স্মরণ হল যে, কলমটি তার কাছেই রয়ে গেছে। তিনি শুধু সেই কলমটি ফেরত দেওয়ার জন্য পুণরায় শামে ফিরে গেলেন।

এক রাতে নামাযের মধ্যে أَلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে) এই বাক্যটি বারবার পড়তে থাকেন এবং ক্রন্দন করতে থাকেন এবং এ অবস্থাতেই ভোর হয়ে যায়।

সন্দেহজনক কোন কিছু কখনোই ভক্ষণ করতেন না। মৃত্যুশয্যায় ছাতু খাবার আগ্রহ প্রকাশ করলে উপস্থিত লোকেরা সেই মুহুর্তে কোথাও ছাতু পেলেন না। উপস্থিত এক ব্যক্তির নিকটে ছাতু ছিল কিন্তু লোকটি বাদশাহর দরবারে আসা-যাওয়া করত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে একথা জানানো হলে তিনি তার নিকট থেকে তা নিতে নিষেধ করেন এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা:

সকল মত ও পথের আলেমগণের নিকটে তিনি ছিলেন সমান সমাদৃত। মানুষের নিকটে তাঁর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা এমন ছিল, যা সমসাময়িক রাজা বাদশাহদেরও ছিলনা।

হারুনুর রশীদ "রাকক্বায়"১ অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) ও সেখানে উপস্থিত হলেন। তার ইস্তিকবালের জন্য মানুষ এমনভাবে ছুটল যে, চারদিক ধূলায় অন্ধকার হয়ে গেল। হারুনুর রশীদের এক বেগম এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ? লোকেরা জানাল, খুরাসানের একজন আলিম এসেছেন। বেগম বললেন, খোদার ক্বসম। বাদশাহীতো এই লোকের। হারুনুর রশীদের বাদশাহী কিসের বাদশাহী যে পুলিশ বাহিনী ছাড়া মানুষকে জড়ো করতে পারেনা!

ইয়াহইয়া বিন মায়ীন (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) মুসলিম উম্মাহর মহান নেতৃবৃন্দের একজন ছিলেন। তার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর " খলীফা" হওয়ার মত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

উমারী বলেন, আমি আমার যুগে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের চেয়ে খিলাফতের অধিক উপযুক্ত আর কোন ব্যক্তি দেখি নাই।

আদব ও শিষ্টাচার

আদব ও শিষ্টাচার এই মহামনীষীর স্বভাবগত গুণ ছিল। তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন এই মহা মনীষী তাঁর পিতা-মাতার সান্নিধ্যে যেতেন তখন তাদের সাথে অত্যন্ত নম্র ও বিনয়পূর্ণ আচরণ করতেন।

তাঁর যুগশ্রেষ্ট শাইখগণের জীবদ্দশাতেই তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরও পূর্ববর্তী ইমামগণের সাথে এবং তাঁর শাইখগণের সাথে তাঁর যে আদবপূর্ণ আচরণ ছিল তা সবার জন্যই অনুসরণীয়। তিনি তার শাইখ হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ (রহঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি তাঁকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন, তিনি উত্তরে বললেন–

টীকা– ১. ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শহর। (মু'জামুল বুলদান ৩য় খণ্ড) শহরটি বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত। (আত্বলাসু তারীখিল ইসলাম পৃঃ ৪১৭)

نُهِيْنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ عِنْدَ أَكَابِرِنَا "আমাদের বড়দের সামনে আমাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।"

তিনি তাঁর শাইখ হাম্মাদ বিন যায়েদের দরবারে উপস্থিত হলে উপস্থিত মুহাদ্দিসগণ হাম্মাদের নিকটে আবেদন করেন যে, আবু আব্দুর রহমানকে [আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) এর কুনিয়্যাত] বলুন তিনি যেন আমাদিগকে হাদীস শোনান! হাম্মাদ তাকে এই প্রস্তাব দিলে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনার উপস্থিতিতে আমি হাদীস বর্ণনা করব? তখন হাম্মাদ তাকে ক্বসম দিয়ে বললেন, অবশ্যই বর্ণনা করবে। তিনি তখন বললেন, ঠিক আছে শুনুন! অতঃপর হাদীস বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং সবকয়টি হাদীস হাম্মাদের সুত্রেই বর্ণনা করলেন।

হাবীব আল জাললাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের সর্বোত্তম গুণ কী? তিনি বললেন, বুদ্ধিমত্তা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি না থাকে? তিনি বললেন, শিষ্টাচার। আমি বললাম, যদি তাও না থাকে? তিনি বললেন, কল্যাণকামী বন্ধু, যার নিকট থেকে সে সৎ পরামর্শ গ্রহণ করবে। আমি বললাম যদি তাও না জোটে? তিনি বললেন, নিশ্চুপ থাকা। আমি বললাম, যদি তাও না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ভালো।

কুরাইশের বনূ হাশেম গোত্রের এক শরীফ ব্যক্তি তাঁর নিকটে হাদীস শুনতে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে অস্বীকার করলেন। যখন লোকটি প্রস্থানোদ্যত হল তখন তিনি এসে তার ঘোড়ার পাদানী ধরলেন এবং বললেন, চড়ুন। লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে অস্বীকার করলেন অথচ এখন আমার ঘোড়ার পাদানী নিজে ধরছেন আব্দুল্লাহ বললেন,

أَذِلُّ لَكَ بَدَنِىْ وَلَاأُذِلُّ لَكَ الْحَدِيْثَ

"আমি আমার দেহকে আপনার অনুগত করছি (কেননা আপনি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোক) কিন্তু হাদীস শরীফকে আপনার অনুগত করতে পারিনা (কেননা তা শুধু উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকেই শোনানো যেতে পারে।)"

তাঁর সঙ্গীদের সাথেও তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল ও বুদ্ধিদীপ্ত। একবার একব্যক্তি তাঁর সামনে হাঁচি দিয়ে চুপ করে থাকল। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, হাঁচি দিলে কি বলতে হয়, লোকটি বলল আলহামদু লিল্লাহ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ।

তাঁর বিখ্যাত শাইখ ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে দেখেছ? লোকটি বলল, জ্বী না। তিনি বললেন, তুমি যদি তাকে দেখতে তবে তোমার চোখ শীতল হয়ে যেত।

জিহাদের ময়দানে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)

এই মহান ব্যক্তির জীবনের একটি উজ্জল দিক হল তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি একজন অসম সাহসী বীরপুরুষও ছিলেন। জীবনের বিপুল সময় তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে কাফিরদের সাথে জিহাদ করে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় তিনি "ত্বারাসূস" নগরীতে বহুবার জিহাদের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। জিহাদের ময়দানে তিনি ছিলেন একজন পরীক্ষিত বীর সেনানী। তাঁর সহযোদ্ধাগণ জিহাদের ময়দানে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের চমকপ্রদ ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

আবদাহ বিন সুলায়মান মারওয়াঝী বলেন, আমরা রোমের ভূখন্ডে ইবনে মুবারকের সাথে এক বাহিনীতে ছিলাম। এক সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হলাম। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হল। এমন সময় শত্রু সৈন্যের এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে আমাদিগকে দ্বৈতযুদ্ধের আহবান করল। তখন আমাদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বের হলেন এবং লোকটিকে

হত্যা করলেন। শত্রু সারি থেকে দ্বিতীয় আরেকজন বের হয়ে আসল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। তৃতীয় জন আসলে তাকেও হত্যা করলেন অতঃপর তিনি তাদেরকে মুকাবেলার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। শত্রু সারি থেকে চতুর্থ একব্যক্তি বের হয়ে আসল । তিনি তার সাথে কিছুক্ষন লড়াই করার পর তাকেও হত্যা করলেন। তখন লোকেরা তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় করতে লাগল কিন্তু তিনি তার পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা তার মুখ ঢেকে রাখছিলেন। আমি তার কাপড়ের প্রান্ত ধরে টান দিলাম ফলে তার মুখ অনাবৃত হয়ে গেল। দেখলাম, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক!' এজাতীয় বীরত্বের ঘটনা আরো আছে। এক ময়দানে তিনি এরূপ দ্বৈতযুদ্ধে একের পর এক ছয়জন রোমান বীরকে হত্যা করেন। একব্যক্তি বলেন, ইবনে মুবারক (রহঃ) ত্বরাসূসের শহর-প্রাচীরের উপর দাড়িয়ে নিম্নোক্ত পংক্তি আবৃতি করছিলেন।

مِنَ الْبَلَاءِ وَلِلْبَلَاءِ عَلَامَةٌ . أَنْ لَا يُرَى لَكَ عَنْ هَوَاكَ نُزُوعٌ
الْعَبْدِ عَبْدَ النَّفْسِ فِي شَهْوَاتِهَا . وَالْحُرَّ يَشْبَعُ مَرَّةً وَيَجُوعُ

'মুসীবতের কথা হল– এবং মুসীবতের আলামত হয়ে থাকে– তোমার মধ্যে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন আলামতই পরিদৃষ্ট হচ্ছেনা।

দাস সে যে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব করে এবং আযাদ সেই, যে কখনো তৃপ্ত হয় এবং কখনো ভূখা থাকে।'

বিখ্যাত আবেদ হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহঃ) যার সাথে ইবনুল মুবারক (রহঃ) এর গভীর হৃদ্যতা ছিল, তাকে লক্ষ্য করে এক চিঠিতে তিনি লিখেন,

يَاعَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا * لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ
مَنْ كَانَ يَخْضَبُ جِيْدُهُ بِدُمُوْعِهِ * فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا يَتَخَضَّبُ
أَوْكَانَ تَتْعَبُ خَيْلُهُ فِيْ بَاطِلٍ * فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ

رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا * رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ

وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا * قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَايَكْذِبُ

لَايَسْتَوِي وَغُبَارُ خَيْلِ اللّٰهِ فِي * أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ

هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا * لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَايَكْذِبُ

“ওহে হারামাইনের ‘আবেদ ব্যক্তি! যদি তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে, তবে বুঝতে যে, তুমি ইবাদতের ব্যাপারে এখনো শৈশবের ক্রীড়া কৌতুকেই নিমজ্জিত আছ।

যদি কারো গলদেশ চোখের পানিতে সিক্ত হয় তবে আমাদের সীনা রক্তে রঞ্জিত হয়।

কেউ যদি কল্পনার রাজ্যে তার ভাবনার ঘোড়াকে ক্লান্ত করে তবে আমাদের ঘোড়াসমূহ যুদ্ধের দিনে পরিশ্রান্ত হয়।

তোমাদের জন্য রয়েছে “ আবীরের ” সুবাস আর আমাদের আবীর হল, ঘোড়ার খুরের আঘাতে উত্থিত সুবাসিত ধূলা।

(খোদার কৃসম) আমাদের নিকটে আমাদের নবীর সত্য ও সঠিক বাণী পৌছেছে যে,

আল্লাহর বাহিনীর পথের ধূলা ও জাহান্নামের লকলকে আগুন কখনো ব্যক্তির নাসারন্দ্রে একত্রিত হবে না।

আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে সত্যকথা বলে, আল্লাহর পথের শহীদ কখনো মৃত নয়।”

নিপীড়িত অসহায় মুসলমান রমনীদের সাহায্যের জন্য তাঁর পৌরুষ যেভাবে টগবগিয়ে উঠত এবং যেই উত্তাপ প্রবাহ তার ধমনীতে প্রবাহিত হত তার পরিচয় তাঁর নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহে পাওয়া যায়।

كَيْفَ الْقَرَارُ وَكَيْفَ يَهْدَأُ مُسْلِمٌ * وَالْمُسْلِمَاتُ مَعَ الْعَدُوِّ الْمُعْتَدِىْ
اَلضَّارِبَاتُ خُدُوْدَهُنَّ بِرَنَّةٍ * اَلدَّاعِيَاتُ نَبِيَّهُنَّ مُحَمَّد
اَلْقَائِلَاتُ إِذَاخَشِيْنَ فَضِيْحَةً * جُهْدَ الْمَقَالَةِ لَيْتَنَالَمْ نُوَلَّدُ
مَاتَسْتَطِيْعُ وَمَالها مِنْ حِيْلَةِ * إِلَّاالتَّسَتُّرُ مِنْ أَخِيْهَا بِالْيَدِ

কিভাবে একজন মুসলিম স্থিরচিত্তে বসে থাকতে পারে যখন মুসলমান রমনীগণ শত্রু পরিবেষ্টিত।

যারা তাদের গাল চাপড়িয়ে কাদে এবং তাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকে।

যখন তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন তারা অস্থির হয়ে বলে, হায়! আমরা যদি ভূমিষ্টই না হতাম!

তারা এতই অসহায় যে, শত্রুর কবল থেকে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকেনা।”

ইন্তেকাল ঃ

এই মহান মুজাহিদ ও মুহাদ্দিসের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে একব্যক্তি তাকে কালিমার তালক্বীন করছিল এবং বলছিল, বলুন “ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ” লোকটি বারবার এরূপ করছিল। তিনি তখন লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এভাবে না। আমার আশংকা হচ্ছে তুমি আমার পরে অন্য কোন মুসলমানকেও কষ্ট দিবে। যখন তুমি আমাকে তালক্বীন করবে এবং আমি একবার لَاإِلٰـهَ إِلَّاالـلّٰـهُ পড়লাম তখন তুমি চুপ হয়ে যাও। তবে যদি আমি এরপর অন্য কোন কথা বলি তবে পুণরায় তালকীন কর যাতে আমার শেষ কথাটি لَاإِلٰـهَ إِلَّاالـلّٰـهُ হয়।

শামের সীমান্তবর্তী শহর “হীত”[১] নগরীতে ১৮১ হিজরীর ১০ই রমাযান

টীকা– ১. ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই শহরের প্রতিষ্ঠাতার নামেই শহরটির নামকরণ করা হয়। (মু‘জামুল বুলদান, ৫/৪৮২-৪৮৩) শহরটি বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত। (আত্বলাসু তারীখিল ইসলাম পৃঃ ৪১২)

শেষরাতে এই মহামনীষী মহান রাব্বুল 'আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান। "হীত" নগরীতেই তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে নূরে নূরান্বিত করুন আমীন।

বিখ্যাত আবিদ হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায (রহঃ) তাকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আপনি সর্বোত্তম পেয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, যে আমলে আমি ব্যস্ত ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম জিহাদ ও সীমান্ত প্রহরা ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে ? তিনি বললেন, প্রভূত মাগফিরাত লাভ হয়েছে।

ছাত্রবৃন্দ ঃ

হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেন, " তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মানুষ হাদীস গ্রহণ করেছেন ও বর্ণনা করেছেন "। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন, ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইমাম আবু দাউদ, হাফেয আব্দুর রাযযাক, ইমাম ইয়াহইয়া বিন সা'য়ীদ আল ক্বাত্তান, ইমাম ইয়াহইয়া বিন মায়ীন, হাফেয আবু বকর ইবনে আবী শাইবাহ প্রমূখ হাদীসের ইমামগণ।

রচনাবলী:

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে:

১- তাফসীরুল কুরআন

২- আস সুনান ফিল ফিক্হ

৩- কিতাবুত তারীখ

৪- কিতাবুয যুহ্দ

৫- কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ

৬- আর রাক্বাইক্ব
৭- কিতাবুল জিহাদ প্রভৃতি।

رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَرَضِيَ عَنْهُ رِضَا الْأَبْرَارِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُنْتَفِعِيْنَ بِعُلُوْمِهِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰي آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ

মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ্

তথ্যসূত্র:

১- আত তারীখুল কাবীর ৫/২১২

২- আল জারহু ওয়াত তা'দীল ৫/১৭৯-১৮১

৩- তারিখু বাগদাদ ১০/১৫২-১৬৯

৪-তাহযীবুল কামাল ১০/৪৬৬-৪৭৮

৫- তাহযীবুত তাহযীব ৫/৩৮২-৩৮৭

৬- তাযকিরাতুল হুফফায ১/২৭৪-২৭৯

৭- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৩৭৮-৪২১

৮- আল ইন্তিক্বা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুক্বাহা। পৃঃ ২০৬-২০৭

৯- মানাক্বিবু আবী হানীফা লিলমুয়াফফাক্ব ২/৫১,৫৩

১০- মুকাদ্দিমাতু কিতাবিল জিহাদ

প্রথম অধ্যায়

জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্ব


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْجِهَادُ

প্রথম অধ্যায়

জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্ব

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল

عَنْ هِلاَلِ بن أَبِي مَيْمُوْنَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلامٍ حَدَّثَهُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا،فَقُلْنَا : أَيُّكُمْ يَأتِي رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَيَّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلٰى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ يَقُوْلَ مِنَّا أَحَدٌ،قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً رَجُلاً حَتّٰى جَمَعْنَا، فَجَعَلَ يُشِيْرُ بَعْضُنَا إِلٰى بَعْضٍ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا "سَبَّحَ لِلّٰه مَا فِي السَّمٰوٰةِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ، يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُو لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ"

হাদীস নং ১- হেলাল ইবনে আবু মায়মুনাহ হইতে বর্ণিত, তিনি আতা বিন ইয়াসার হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করিতেছিলাম, আমাদের মধ্য হইতে কে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

জিজ্ঞাসা করিবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয়? কিন্তু আমাদের কেহ তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস করিলেন না ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রত্যেককে ডাকাইয়া একত্রিত করিলেন । আমরা একে অপরের প্রতি ইঙ্গিত করিতে লাগিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে (নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ) তেলাওয়াত করিলেন।

سَبَّحَ لِلَّه مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ،

১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা করনা তাহা তোমরা কেন বল ?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوْا مالاَ تَفْعَلُوْنَ۔

৩। তোমরা যাহা করনা তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ۔

৪। যাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধ ভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালো বাসেন................ সুরার শেষ পর্যন্ত। বর্ণণাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালামও আমাদের সামনে সূরাটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। হেলাল বলেন আতা ইবনে ইয়াসার (যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম হইতে বর্ণণা করিয়াছেন) আমাদের সামনে সূরাটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন।

সর্বোত্তম আমল

عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالُوا لَوْكُنَّا نَعْلَمُ أَيَّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ،أَوْأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ، فَنَزَلَتْ ـ

হাদীস নং ২- আবু ছালেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা আলোচনা করিলেন, যদি আমরা জানিতাম কোন আমলটি সর্বোত্তম বা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে অধিক পছন্দনীয়! তখন অবতীর্ণ হইল,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

"হে মু'মিনগণ ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব? যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে, উহা এই যে তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে।"

তাহারা ইহাকে কষ্টের ব্যাপার মনে করিলেন। তখন অবতীর্ণ হইল,

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ .كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْامَالَا تَفْعَلُوْنَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা করনা তাহা তোমরা কেন বল ? তোমরা যাহা করনা তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে আবদ্ধ থাকিবো

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ (نَزَلَ) قَوْلُهٗ

(لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَاتَفْعَلُوْنَ) إِلٰى قَوْلِهٖ (صَفًّاكَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ)

فِي نَفَرٍ مِّنَ الأَنْصَارِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ.قَالُوْافِي مَجْلِسٍ :لَوْنَعْلَمُ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ لَعَمِلْنَابِهِ حَتّٰى نَمُوْتَ.فَلَمَّانَزَلَ فِيْهِمْ.فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: لَاأَزَالُ حَبِيْسًافِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى أَمُوْتَ، فَقُتِلَ شَهِيْدًا-

হাদীস নং ৩ - মুজাহিদ বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার বানী–

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ হইতে صَفًّاكَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ পর্যন্ত আনসারদের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন। তাঁহারা এক মজলিসে আলোচনা করিতেছিলেন, আমরা যদি জানিতাম কোন আমলটি আল্লাহ তায়ালার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় তবে আমরা মৃত্যু পর্যন্ত তাহা করিয়া যাইতাম। যখন তাহাদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলিলেন, আমি মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে আবদ্ধ থাকিব। অবশেষে তিনি শহীদ হইলেন ।

আল্লাহ মুমিনের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়াছেন

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ تَلاَ هٰذِهِ الآيَةَ

(إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)

فَقَالَ: ثَامَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَغْلٰى لَهُمْ -

হাদীস নং ৪ - ক্বাতাদাহ হইতে বর্নিত তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন তাহাদের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে।

অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ব্যবসা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে উচ্চমূল্য প্রদান করিয়াছেন।

যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে নেক আমল করা

إِنَّ أَبَاالدَّرْدَاءِ قال:عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الغَزْوِ،فَإِنَّكُمْ إِنَّمَاتُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ -

হাদীস নং ৫- আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে নেক আমল কর, কেননা তোমরা কেবল তোমাদের আমলসমূহের মাধ্যমেই লড়াই করিয়া থাক।

আল্লাহর পথে নিহত হওয়া

قَالَ أَبُوالدَّرْدَاءِ:القَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَغْسِلُ الدَّرَنَ،والقَتْلُ قَتْلَانِ كَفَّارَةٌ وَدَرَجَةٌ -

হাদীস নং ৬- আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলিয়াছেন,আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ময়লাসমূহকে ধুইয়া ফেলে এবং নিহত হওয়া দুই ধরনের, মোচনকারী ও দরজা বুলন্দকারী।

পরিচ্ছন্ন শহীদ

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِي - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : القَتْلىٰ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰي إِذَالَقِى العَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلَ،ذَالِكَ الشَّهِيْدُ المُمْتَحَنُ ،فِي

خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لَايَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلَّابِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ،وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا ، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، حَتّٰى إِذَالَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ، فَتِلْكَ مَضْمَضَةٌ مَحَتْ ذُنُوْبَهُ وَخَطَايَاهُ،إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا ،وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنَّ لَهَاثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ ،وَبَعْضُهَاأَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ،حَتّٰي إِذَالَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ،فَذَالِكَ فِي النَّارِ،إِنَّ السَّيْفَ لَايَمْحُوالنِّفَاقَ-

হাদীস নং ৭-উতবা ইবনে আবদিস সুলামী (রাযিঃ) হইতে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিহত তিন ধরনের । (প্রথমত) মুমিন ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে জান মাল দিয়া জিহাদ করিয়াছে। যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হইয়াছে তখন তাহার সহিত লড়াই করিয়াছে এবং নিহত হইয়াছে। ইনি হইলেন পরিচ্ছন্ন শহীদ। ইনি আরশের নীচে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ তাবুতে অবস্থান করিবেন।

(দ্বিতীয়ত) মুমিন ব্যক্তি যে কিছু পাপ ও বিচ্যুতি আহরণ করিয়াছে অপরদিকে আল্লাহর পথে জান মাল দিয়া জিহাদও করিয়াছে এমনকি যখন শত্রুর মুখোমুখি হইয়াছে তখন লড়াই করিয়া নিহত হইয়াছে । তো সেই তরবারিটি হইল পবিত্রকারী, তাহার পাপরাশি ও বিচ্যুতিসমূহকে মুছিয়া দিয়াছে। নিঃসন্দেহে তরবারী বিচ্যুতিসমূহের জন্য মোচনকারী। এই ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়া প্রবেশ করিত চায় সেই দরজা দিয়াই তাহাকে প্রবেশ করানো হইবে। কেননা জান্নাতের আটটি দরজা রহিয়াছে অপরদিকে জাহান্নামের দরজা সাতটি, একটি অপরটির নীচে অবস্থিত।

(তৃতীয়ত) মুনাফিক ব্যক্তি, যে জান মাল দিয়া আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে যখন সে শত্রুর মুখোমুখি হইয়াছে তখন লড়াই করিয়াছে এবং

নিহত হইয়াছে। এই ব্যক্তি কিন্তু জাহান্নামী হইবে কেননা তরবারী নিফাক মোচনকারী নহে।

মুজাহিদ দুই প্রকার

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: النَّاسُ فِي الغَزْوِجُزْءَانِ،فَجُزْءٌ خَرَجُوايُكْثِرُوْنَ ذِكْرَ اللّٰهِ والتَّذْكِيْرَ بِهِ، وَيَجْتَنِبُوْنَ الفَسَادَ فِي المَسِيْرِ، وَيُوَاسُوْنَ الصَّاحِبَ،وَيُنْفِقُوْنَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِم، فَهُمْ أَشَدُّ اغْتِبَاطًا بِمَاأَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْهُمْ بِمَا اُسْتَفَادُوْا مِن دُنْيَاهُمْ، وَإِذَاكَانُوْا فِي مَوَاطِنِ القَتْلِ اسْتَحْيُوْا اللّٰهَ فِي تِلْكَ المَوَاطِنِ أَنْ يَطَّلِع عَلٰى رِيْبَةٍ فِي قُلُوْبِهِمْ أَوْ خِذْلَانٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَإِذَاقَدَرُواعَلٰى الغُلُوْلَ، طَهَّرُوْا مِنْهُ قُلُوْبَهُمْ، وَأَعْمَالَهُمْ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْتِنَهُمْ، وَلَايُكَلِّمُ قُلُوْبَهُمْ، فَبِهِمْ يُعِزُّ اللّٰهُ دِيْنَهُ، وَيُكْبِتُ عَدُوَّهُ، وَأَمَّا الجُزْءُ الاٰخَرُ، فَخَرَجُوْا، فَلَمْ يُكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ وَلَا التَّذْكِيْرَ بِهِ، وَلَمْ يَجْتَنِبُواالفَسَادَ وَلَمْ يُوَاسُواالصَّاحِبَ وَلَمْ يُنْفِقُواأَمْوَالَهُمْ إِلَّاوَهُمْ كَارِهُوْنَ، وَمَاأَنْفَقُوامِن أَمْوَالِهِمْ رَأَوْهُ مَغْرَمًا، وَحَزَنَهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا كَانُوْا عِنْدَ مَوَاطِنِ القِتَالِ كَانُوْا مَعَ الأَخِرِ الأَخِرِ وَالْخَاذِلِ الْخَاذِلِ،وَاعْتَصَمُوْابِرُؤُوْسِ الجَبَلِ يَنْظُرُوْنَ مَايَصْنَعُ النَّاسُ،فَإِذَافَتَحَ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ . كَانُوْاأَشَدَّهُم تَخَاطُبًا بِالْكَذِبِ، فَإِذَاقَدَرُوْاعَلٰى الغُلُوْلِ،اجْتَرَءُوْا فِيْهِ عَلٰى اللّٰهِ، وَحَدَّثَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّهَا غَنِيْمَةٌ، إِنْ أَصَابَهُمْ رَخَاءٌ بَطِرُوْا،وَإِنْ أَصَابَهُمْ حَبْسٌ،فَتَنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِالعَرَضِ،فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرِ المُؤْمِنِيْنَ شَيْءٌ غَيْرَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ

مَعَ أَجْسَادِهِمْ، وَمَسِيْرُهُمْ مَعَ مَسِيْرِهِمْ، دُنْيَاهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ شَتَّا ،حَتّٰى يَجْمَعَهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ -

হাদীস নং ৮- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, জিহাদের সফরে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক দল যাহারা নিজেরাও অধিক পরিমানে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অন্যকে ও স্মরণ করায়, চলার পথে বিশৃংখলা হইতে বিরত থাকে, সঙ্গীদের প্রতি সহানূভূতিশীল হয় সম্পদের উত্তম অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। এবং সম্পদের থাকিয়া যাওয়া অংশ হইতে ব্যয় কৃত অংশের ব্যাপারেই অধিকতর সন্তুষ্ট থাকে । অতঃপর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন এই ব্যাপারে লজ্জাবোধ করে যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের মনের কোনরূপ সংশয় বা মুসলমানদের সাহায্য পরিত্যাগের ব্যাপারে অবগত হইয়া যাইবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের সম্পদ হইতে আত্মসাতের সুযোগ আসিলে তাহারা উহা হইতে নিজেদের অন্তর ও কর্মকে পরিচ্ছন্ন রাখে। ফলে শয়তান তাহাদিগকে ফিৎনায় নিপতিত করিতে পারেনা এবং তাহাদের মনে কোন কুমন্ত্রনাও দিতে পারে না। ইহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাহার দ্বীনকে সম্মানিত করেন এবং তাহার শত্রুকে লাঞ্ছিত করেন। অপর ভাগ; তাহারাও বাহির হয়। এরা নিজেরাও অধিক পরিমানে আল্লাহকে স্মরণ করেনা এবং অন্যকেও স্মরণ করায়না, বিশৃংখলা হইতে বিরত থাকেনা, সঙ্গীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়না এবং তাহারা শুধূ অনিচ্ছাকৃতভাবেই সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে। ইহারা ব্যয়কৃত সম্পদকে জরিমানা মনে করে এবং শয়তান এই ব্যাপারে তাহাদিগকে দুঃখিত করে। ইহারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন কল্যাণ হইতে পশ্চাদপসরন- কারীদের সহিত অবস্থান করে এবং পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নিয়া নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। যখন আল্লাহতায়ালা মুসলমানগণকে জয়যুক্ত করেন তখন ইহাদের মুখে মিথ্যার খৈ ফুটিতে থাকে। গনীমতের সম্পদ হইতে আত্মসাতের সুযোগ আসিলে ইহারা এই ব্যাপারে আল্লাহর সামনে দুঃসাহস প্রদর্শন করে এবং শয়তান তাহাদিগকে এই মন্ত্রনা দেয় যে, এই সবতো

গনীমতের মাল। তাহারা কোন প্রশস্ততা লাভ করিলে উদ্ধত হইয়া যায় আর কোন সংকীর্নতা আসিলে শয়তান তাহাদিগকে সম্পদের ফিৎনায় ফেলিয়া দেয়।

ইহারা মুমিনের প্রাপ্য বিনিময় হইতে কোন কিছুরই হক্বদার হইবেনা যদিও ইহাদের শরীর মুমিনদের সাথে, ইহাদের ভ্রমন মুমিনদের সাথে কেননা ইহাদের ভূবন, ইহাদের নিয়্যত ও কর্ম সকলই ভিন্নতর। অবশেষে কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা সকলকে একত্রিত করিবেন অতঃপর তাহাদিগকে (স্ব স্ব নিয়্যত, কর্ম অনুসারে) বিভক্ত করিয়া ফেলিবেন।

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে

عَنْ مُرَّةَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْمًا قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلٰى مَاتَذْهَبُوْنَ وَتَرَوْنَ،إِنَّهُ إِذَاالْتَقَى الزَّحْفَانِ نَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ، فَتَكْتُبُ النَّاسَ عَلٰى مَنَازِلِهِمْ، فُلَانٌ يقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، وَفُلَانٌ يقَاتِلُ لِلْمُلْكِ، وَفُلَانٌ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَنَحْوُ هٰذَا، وَفُلَانٌ يُقَاتِلُ يُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، فَمَنْ قُتِلَ يُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، فَذَالِكَ فِي الْجَنَّةِ.

হাদীস নং ৯- মুররাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন,লোকেরা আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) এর নিকটে কিছু লোকের আলোচনা করিল যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, ব্যাপারটি এমন নয় যেমন তোমরা ভাবিতেছ। যখন দুই পক্ষ মুখোমুখি হয় তখন ফেরেশতাগন অবতরণ করেন এবং মানুষকে স্ব স্ব শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ, অমুক দুনিয়া লাভের জন্য লড়াই করিতেছে, অমুক রাজত্ব লাভের জন্য, অমুক সুখ্যাতির জন্য ইত্যাদি এবং অমুক আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করিতেছে। অতএব যে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লড়াই করিতে গিয়া নিহত হইল সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

প্রকৃত শহীদ

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلٰى مَجْلِسٍ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ سَرِيَّةً هَلَكَتْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ هُمْ عُمَّالُ اللّٰهِ، هَلَكُوا فِي سَبِيْلِهِ،فَقَدْ وَجَبَ أَوْوَقَعَ أَجْرُهُمْ عَلَى اللّٰهِ، وَيَقُوْلُ قَائِلٌ: اللّٰهُ أَعْلَمُ بِهِمْ، لَهُمْ مَااحْتَسَبُوا،فَلَمَّا رَاٰهُمْ عُمَرُ،قَالَ لَهُمْ: مَاكُنْتُمْ تَتَحَدَّثُوْنَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي هٰذِهِ السَّرِيَّةِ، فَيَقُوْلُ قَائِلٌ كَذَا،وَيَقُوْلُ قَائِلٌ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّٰهِ إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ ابْتِغَاءَ الدُّنيَا، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ أن دهمَهُم القِتَالُ، وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ إِلَّاإِيَّاهُ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، أُولٰئِكَ الشُّهَدَاءُ، وَكُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يُبْعَثُ عَلَى الَّذِيْ يَمُوْتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا وَاللّٰهِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاهُوَ مَفْعُوْلٌ بِهَا، لَيْسَ هٰذَاالرَّجُلُ الَّذِي قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّه قَدْ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ(١)

হাদীস নং ১০- জুহরী হইতে বর্নিত,তিনি বলেন,উমর (রাযিঃ) মসজিদে নববীর একটি মজলিসে উপস্থিত হইলেন। তাহারা একটি ছোট দলের ব্যাপারে আলোচনা করিতেছিলেন যে দলটি আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে। তাহাদের কেহ বলিলেন, 'ইহারা আল্লাহর কর্মী আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছেন অতএব তাহাদের বিনিময় আল্লাহতায়ালার নিকটে অবধারিত হইয়া গিয়াছে।' অপর জন বলিলেন, 'আল্লাহতায়ালাই তাহাদের ব্যাপারে ভালো জানেন। তাহারা যেই নিয়ত করিয়াছেন তাহাই লাভ করিবেন।' উমর তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলে ? তাহারা বলিলেন, আমরা এই দলটির

ব্যাপারে আলোচনা করিতে ছিলাম। আমাদের একজন এই মন্তব্য করিলেন, অপরজন এই মন্তব্য করিলেন। উমর (রাযিঃ) বলিলেন, খোদার কুসম। কিছু লোক আছে যাহারা দুনিয়া লাভের জন্য লড়াই করে, কিছু লোক এমন আছে যাহারা লোক দেখানোর জন্য এবং সুখ্যাতি লাভের জন্য লড়াই করে, আর কিছু লোক এমন আছে যাহাদের কাজই হইল লড়াই করা, ইহারা এই সব ছাড়া আর কিছুই পাইবেনা। আর কিছু লোক এমন আছে যাহারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করে ইহারাই হইলেন শহীদ এবং তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ঐঅবস্থাতেই উত্থিত হইবে যেই অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। খোদার কসম! কোন আত্মারই জানা নাই তাহার সহিত কি আচরণ করা হইবে। তবে ঐ (মহান) ব্যক্তি ব্যতিত যাহার ব্যপারে আমরা সুস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছি যে, তাহার অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুজাহিদের দৃষ্টান্ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:إِنَّ مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ - كَمَثَلِ القَائِمِ الصَّائِمِ الخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ-

হাদীস নং ১১- আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী—এবং আল্লাহই ভাল জানেন কে তাহার পথে জিহাদ করে- ঐ রোযাদার ব্যক্তির ন্যায় যে বিনয় ও নম্রতার সহিত দন্ডায়মান, রুকুকারী ও সিজদাকারী।

ইবাদাতে কাহাকেও শরীক করিবে না

عَنْ طَاوُسٍ ،قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَنِّي أَقِفُ الْمَوَاقِفَ أُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، وَأُحِبُّ أَن يُرٰى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ - فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا -

হাদীস নং ১২ - ত্বাউস বলেন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বহু যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হই যাহাতে আমার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আমি ইহাও পছন্দ করি যে, লোকে আমার অবস্থান দেখুক ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোন উত্তর দিলেন না অবশেষে এ আয়াত অবতীর্ন হইল।

সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম করে ও তাহার প্রতি পালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে। (কাহফ, ১১০)

মুজাহিদের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ بِآيَاتِ اللّٰهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، مِثْلَ هٰذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ-

হাদীস নং ১৩ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রোযা রাখে এবং দিন রাতের মূহুর্তগুলিতে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়া এই খুটির মত দন্ডায়মান থাকে।

ভোরে যাত্রার ফযীলত

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا فِيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَغَدَا الْجَيْشُ، وَأَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ لِيَشْهَدَ الصَّلٰوةَ مَعَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ يَاابْنَ رَوَاحَة،! أَلَمْ تَكُنْ فِيْ الْجَيْشِ؟ قَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ،وَلٰكِنَّنِي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَ الصَّلَاةَ مَعَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَنْزِلَهُمْ، فَأَرُوْحُ وَأُدْرِكُهُمْ، قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ فِيْ يَدِهِ، لَوْأَنْفَقْتَ مَافِيْ الْاَرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ -

হাদীস নং ১৪ - হাসান (রাযিঃ) হইতে বর্নিত,তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন যাহাতে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও ছিলেন। বাহিনী ভোরে রওয়ানা হইয়া গেল। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে উপস্থিত হইবার জন্য থাকিয়া গেলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সমাপ্ত হইল তখন তিনি (তাহাকে দেখিয়া) বলিলেন হে ইবনে রাওয়াহা তুমি কি ঐ বাহিনীতে ছিলেনা ? তিনি বলিলেন, ছিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল আপনার সাথে এই নামাজে উপস্থিত থাকি। আমি তাহাদের মঞ্জিল জানি। বিকালে রওয়ানা হইয়া যাইব। এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইব। (তখন রাসূলুল্লাহ) বলিলেন। ঐ সত্ত্বার কসম যাহার হাতে আমার প্রান যদি তুমি জমিনের সকল কিছূ আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়া ফেল তবুও তাহাদের ভোরের যাত্রার মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে না।

জিহাদ এই উম্মতের বৈরাগ্য

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ،قَالَ : كَانَ يقَالُ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হাদীস নং ১৫- মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হইত যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে বৈরাগ্য রহিয়াছে এবং এই উম্মতের বৈরাগ্য হইল আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হাদীস নং ১৬- আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক জাতির জন্য বৈরাগ্য রহিয়াছে। এই উম্মতের বৈরাগ্য হইল আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

উচুঁ জায়গায় উঠিতে আল্লাহু আকবার বলা

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ أَنَّ السِّيَاحَةَ ذُكِرَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْدَلَنَا اللّٰهُ بِذَالِكَ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالتَّكْبِيْرَ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ-

হাদীস নং ১৭- উমারা ইবনে গাযিয়্যাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দুনিয়া ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে বিচরনের কথা আলোচিত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইহার পরিবর্তে আমাদেরকে আল্লাহর পথে জিহাদ এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে তাকবীরের বিধান দান করিয়াছেন।'

দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হইতে উত্তম

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، أَوْ مَا عَلَيْهَا -

হাদীস নং ১৮ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনের প্রথমার্ধে বা শেষার্ধে আল্লাহর পথে বাহির হওয়া দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সব কিছু হইতে উত্তম।

عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ -

হাদীস নং ১৯-হাসান (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রক্তরঞ্জিত ভূমি শুকাইবার আগেই

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيْلَهُمَا فِيْ بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْدَاءَ، وَفِيْ يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

হাদীস নং ২০- আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের নিকটে শহীদদের আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন, শহীদের রক্তে রঞ্জিত ভূমি শুকাইবার আগেই তাহার দুইজন (জান্নাতী) স্ত্রী তাহাঁর প্রতি এমন আকুল হইয়া ছুটিয়া আসে যেমন ধুঁ ধুঁ প্রান্তরে হারাইয়া যাওয়া উট শাবকের প্রতি তাহার মা ছুটিয়া আসে। তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতে এক প্রস্থ করিয়া কাপড় থাকে যাহা দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সকল কিছু হইতে উত্তম।

যখন দুই সারি মুখোমুখী হয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: إِذَاالْتَقَى الصَّفَّانِ أَهْبَطَ اللّٰهُ الْحُوْرَ الْعِيْنَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَأَيْنَ الرَّجُلَ يَرْضَيْنَ مُقَدَّمَهُ،

قُلْنَ : أَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ، فَإِنْ نَكَصَ، احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَإِنْ هُوَ قُتِلَ، نَزَلَتَا إِلَيْهِ، فَمَسَحَتَا عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَقُلْنَ : أَللّٰهُمَّ عَفِّرْ مَنْ عَفَّرَهُ، وَتَرِّبْ مَنْ تَرَّبَهُ -

হাদীস নং ২১- আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দুই সারি মুখোমুখি হয় তখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সুনয়না রমনীগণকে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ করেন। যখন তাহারা কোন যোদ্ধার অগ্রগতি দেখেন তখন বলেন, ইয়া আল্লাহ ! ইহাকে দৃঢ়পদ রাখুন। অতঃপর যখন সে পশ্চাদপসরন করে তখন তাহারা সেই দিক হইতে সরিয়া যান। যদি সেই যোদ্ধা নিহত হন তবে দুইজন জান্নাতী রমনী তাহার নিকটে অবতরন করেন এবং তাহার মুখমন্ডল হইতে ধূলা মুছিয়া দেন এবং বলেন ইয়া আল্লাহ ! যে ইহাকে ধূলি মলিন করিয়াছে আপনি তাহাকে ধূলায় ধূসরিত করুন।

তোমার সময় হইয়াছে

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يَزِيْدُ بْنُ شَجَرَةَ مِمَّا يُذَكِّرُنَا فَيَبْكِي، وَيَصْدُقُ بُكَاءَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَقُوْلُ: يٰاأَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ، مٰاأَحْسَنَ أَثَرَ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ تَرَوْنَ مٰاأَرٰى مِنْ بَيْنِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَأَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، وَفِي الرِّحَالِ مٰا فِيْهَا، إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَاأُقِيْمَتْ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَأَبْوَابُ النَّارِ فَإِذَاالْتَقَى الصَّفَّانِ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَأَبْوَابُ النَّارِ وَزُيِّنَ الْحُوْرُ الْعِيْنُ، فَاطَّلَعْنَ، فَإِذَاأَقْبَلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِهِ، قُلْنَ: أَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ، أَللّٰهُمَّ أَعِنْهُ، فَإِذَاأَدْبَرَ، احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَقُلْنَ: أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ - فَانْهَكُوْا وُجُوْهَ الْقَوْمِ، فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي، وَلَاتُخْزُوْاالْحُوْرَ الْعِيْنَ، فَإِذَاقُتِلَ كَانَتْ أَوَّلُ نَفْحَةٍ مِنْ دَمِهِ تَحُطُّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يُحَطُّ الْوَرَقُ مِنْ غُصْنِ

الشَّجَرَةِ، وَتَنْزِلُ إِلَيْهِ اثْنَتَانِ فَتَمْسَحَانِ عَنْ وَجْهِهِ، وَقُلْنَ: قد أنى لك، وَقَالَ لَهُمَا: قَدْ أَنَى لَكُمَا. ثُمَّ كَسَى مِائَةَ حُلَّةٍ، لَوْ جَعَلَهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ لَوَسِعَتْ، لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِيْ آدَمَ، وَلٰكِنْ مِنْ نَبْتِ الْجَنَّةِ -

হাদীস নং ২২- মুজাহিদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে শাজারাহ আমাদের ওয়ায করিতেন এবং ক্রন্দন করিতেন। তাহার কর্ম তাহার ক্রন্দনকে সত্যায়ন করিত। তিনি বলিতেন : হে লোক সকল। তোমরা আল্লাহতায়ালার নিয়ামত রাজির কথা স্মরন কর। তাহার নিয়ামতের ছাপ তোমাদের উপর কতই না সুন্দর দেখাইতেছে যদি তোমরা দেখিতে পাইতে যা আমি দেখি হলুদ, লাল, সাদা ও কালো বর্ণ হইতে এবং কি আছে হাওদার মধ্যে! যখন নামায কায়েম হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ, এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। সুনয়না জান্নাতী রমনীগণকে সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর তাহারা উঁকি দিয়া দেখিতে থাকে। যখন কোন ব্যাক্তি অগ্রগামী হয় তাহারা বলিতে থাকে ইয়া আল্লাহ ! তাহাকে ক্ষমা করুন। অতএব হে গোত্রের বিশিষ্ট লোকেরা! সর্ব শক্তি ব্যয় কর! আমার পিতা মাতা তোমাদের উপর কুরবান হোক। তোমরা হুরে ঈনকে অপমানিত করোনা। যখন সে নিহত হয় তখন রক্তের প্রথম ফোটার সাথে সাথেই তাহার পাপরাশি ঝরিতে থাকে যেমন গাছের ডাল হইতে পাতা ঝরিতে থাকে এবং তাহার নিকটে দুই জন রমনী নামিয়া আসে এবং তাহার মুখমন্ডল হইতে ধূলা ঝাড়িতে থাকে এবং বলে তোমার সময় হইয়াছে। সে ব্যক্তিও তাহাদেরকে বলে তোমাদের ও সময় হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে শত প্রস্থ কাপড় পরানো হয়। যাহা ইচ্ছা করিলে তাহার দুই আঙ্গুলের মধ্যে গুজিয়া রাখা সম্ভব হইবে। ইহা কোন মানব সন্তানের বুননকৃত নয়, ইহা জান্নাতের উৎপাদিত বস্ত্র।

জান্নাতের রমনী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَوْ قَيْدُ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ الْأَرْضَ طِيبًا، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا-

হাদীস নং ২৩ - আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর পথে দিনের প্রথমার্ধে বাহির হওয়া বা শেষার্ধে বাহির হওয়া দুনিয়া ও তাহার মধ্যস্থ সব কিছু হইতে উত্তম। তোমাদের কাহারও একটি ধনুক পরিমান জান্নাতের স্থান দুনিয়া ও তাহার মধ্যস্থ সব কিছু হইতে উত্তম যদি জান্নাতের কোন একজন রমনী দুনিয়ার প্রতি উঁকি দেয় তাহা হইলে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত হইয়া যাইবে এবং পুরো ভূমি সুগন্ধে ভরিয়া যাইবে। (খোদার ক্বসম!) তাহার ওড়না দুনিয়া ও ইহার মধ্যস্থ সবকিছু হইতে উত্তম।

পৃথিবী আলোকিত হইয়া যাইত

عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ : لَوْأَنَّ خَيْرَةً مِنْ خَيْرَاتٍ حِسَانٍ اطَّلَعَتْ مِنَ السَّمَاءِ لَأَضَاءَتْ لَهَا الْأَرْضُ، وَلَقَهَرَ ضَوْءُ وَجْهِهَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَنَصِيفُ تُكْسَاهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَلَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ أَدَعَكِ لَهُنَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُنَّ لَكِ -

হাদীস নং ২৪- হাসসান ইবনে অত্বিয়্যাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন,সাঈদ ইবনে আমের বলিয়াছেন : অপরুপা কল্যানময়ীদের মধ্য হইতে কোন এক কল্যানময়ী যদি আসমান হইতে উঁকি দিত তাহা হইলে

তাহার অলোকে পুরো পৃথিবী আলোকময় হইয়া যাইত এবং তাহার চেহারার ঔজ্জল্য চাঁদ সূর্যকে নিস্প্রভ করিয়া দিত। তাহার পরিধেয় ওড়নাটি দুনিয়া ও তাহার মধ্যস্থ সকল কিছু হইতে উত্তম। তিনি তাহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, খোদার ক্বসম তাঁহাদের জন্য তোমাকে পরিত্যাগ করা যায় কিন্তু তোমার জন্য তাদিগকে পরিত্যাগ করা যায় না।

শহীদের প্রাসাদ

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ، قَالَ: إِنَّ لِلشَّهِيْدِ غُرْفَةً كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْجَابِيَةِ،أَعْلَاهَا الدُّرُّوَالْيَاقُوْتُ، وَجَوْفُهَا الْمِسْكُ وَالْكَافُوْرُ- قَالَ: فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِهَدِيَّةٍ مِنْ رَّبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى،فَمَا تَخْرُجُ حَتّٰى يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ آخَرُوْنَ مِنْ بَابٍ اٰخَرَ بِهَدِيَّةٍ مِنْ رَبِّهِمْ -

হাদীস নং ২৫ - আওযায়ী হইতে বর্ণিত, মুত্তালিব ইবনে হানতাব বলেন,শহীদের জন্য এমন একটি বালাখানা হইবে যাহা ছানআ এবং জাবিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমপরিমান প্রশস্ত হইবে। ইহার উপরের অংশ হইবে মুক্তা ও ইয়াকূত পাথরের এবং ইহার ভিতরটা মেসক ও কাফুরে পরিপুর্ণ থাকিবে। তিনি বলেন, অতঃপর ফেরেশতাগণ তাঁহার পালনকর্তার পক্ষ হইতে হাদিয়া লইয়া তাহার নিকটে আগমন করিবেন এবং ইহারা প্রস্থান করিবার পূর্বেই অন্য দরজা দিয়া অপর একদল ফেরেশতা তাহার পালনকর্তার পক্ষ হইতে হাদিয়া লইয়া আগমন করিবেন।

দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার আকাঙ্খা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ لَهَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِلَّاالشَّهِيْدَ،لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَيَتَمَنّٰى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرٰى -

হাদীস নং ২৬ - আনাস বিন মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকটে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে সে যখন মৃত্যু বরন করে তখন তাহাকে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সকল কিছু প্রদান করিলেও সে দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে আগ্রহী হইবেনা কিন্তু শহীদ শাহাদাতের মর্যাদা অবলোকন করিয়া পুনরায় শহীদ হইবার জন্য দুনিয়ায় আসিবার তামান্না করিবে।

আল্লাহর পথের কোন ক্ষুদ্র বাহিনী হইতেও পিছনে থাকিতাম না

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ: عَلٰى النَّاسِ - لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلٰكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِدُوْنَ مَا يَتَحَمَّلُوْنَ عَلَيْهِ، وَلَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا بَعْدِيْ أَوْ نَحْوَهُ - وَلَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ -

হাদীস নং ২৭ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি এই ব্যাপারটি না হইত যে আমার উম্মতের জন্য (অথবা বলিয়াছেন, মানুষের জন্য) কষ্টের ব্যাপার হইয়া দাড়াইবে, তাহা হইলে আমি আল্লাহর পথে বাহির হওয়া কোন ক্ষুদ্র বাহিনী হইতেও পিছনে থাকিতাম না। কিন্তু আমি সকলের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করিতে পারিনা এবং তাহারাও নিজেদের বাহন যোগাড় করিতে পারেনা। অথচ আমি জিহাদে বাহির হইলে তাহাদের জন্য থাকিয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার হইয়া দাড়ায়। খোদার কৃসম! আমার তো ইহাই পছন্দ যে, আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং নিহত হই, পুনরায় জীবিত হইয়া নিহত হই অতঃপর পুনরায় জীবিত হইয়া নিহত হই।

বারবার দুনিয়ায় ফিরিয়া আসার আগ্রহ্

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَامِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدَ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ -

হাদীস নং ২৮ - আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী কোন ব্যক্তিই ইহা পছন্দ করিবে না যে, সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে এবং দুনিয়ার সকল বস্তু সামগ্রী লাভ করিবে কিন্তু শহীদ, এই কামনা করিবে যে, দশবার দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবে ও (প্রতিবার) নিহত হইবে।

আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির ফযীলত

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ حَتّٰى يَرْجِعَ مَتٰى مَارَجَعَ -

হাদীস নং ২৯ - নুমান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদে রত ব্যক্তি যাবৎ না সে জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করে ঐ লোকের ন্যায় যে দিন ভর রোযা রাখে ও রাত ভর নামায পড়ে।

আল্লাহর পথের ধুলা ও জাহান্নামের আগুন একত্রিত হইবে না

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَايَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مِنْخَرَيْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا -

হাদীস নং ৩০ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলিম বান্দার

নাসারন্দ্রে আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের আগুন কখনো একত্রিত হইবে না।

মুজাহিদের ঘোড়ার ফযীলত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا شَحَبَ وَجْهٌ وَلاَ اغْبَرَّ قَدَمٌ فِيْ عَمَلٍ يَبْتَغِي بِهِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ كَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلاَثَقُلَ مِيْزَانِ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تُنْفَقُ لَهٗ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

হাদীস নং ৩১ - মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ফরয নামাযের পরে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর মত এমন কোন আমলে কোন চেহারা বিবর্ণ হয় নাই ও কোন পা ধূলি ধূসরিত হয় নাই যাহার মাধ্যমে জান্নাতের মর্যাদাসমূহ লাভের প্রত্যাশা করা যায় এবং বান্দার মিযানের পাল্লাকে কোন কিছুই এমন ভারী করেনা যেমন তাহার ঘোড়া, যাহা আল্লাহর পথে মরিয়াছে বা যাহাতে সে আল্লাহর পথে কাহাকেও আরোহন করাইয়াছে।

যাহার পা আল্লাহর পথে ধূলায় ধূসরিত হয়

عَنْ أَبِيْ مُصَبَّحٍ الْحِمْصِيِّ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ فِيْ طَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَثْعَمِيُّ، إِذْ مَرَّ مَالِكٌ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَهُوَ يَمْشِيْ يَقُوْدُ بَغْلاً لَهٗ، فَقَالَ لَهٗ مَالِكٌ : أَيْ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ، ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ اللّٰهُ – قَالَ جَابِرٌ : أُصْلِحُ دَابَّتِيْ، وَأَسْتَغْنِيْ عَنْ قَوْمِيْ، وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ – فَأَعْجَبَ مَالِكًا قَوْلُهٗ، وَسَارَ حَتّٰى إِذَاكَانَ حَيْثُ يُسْمِعُهُ الصَّوْتَ، نَادَاهُ

بِأَعْلَى صَوْتِهِ : أَيْ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ،ارْكَبْ. فَقَدْ حَمَلَكَ اللّٰهُ - فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي أَرَادَ ، فَأَجَابَهُ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ : أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - فَتَوَاثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ - فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْهُ -

হাদীস নং ৩২- আবু মুছাব্বাহ আল হিমসী বলেন, আমরা গ্রীষ্মকালিন যুদ্ধাভিযানে রোমের ভূখন্ডে চলিতেছিলাম। বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মালেক বিন আব্দূল্লাহ আল খাছআমী। তিনি জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) এর পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, তিনি তাহার খচ্চরটি টানিয়া নিয়া চলিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আরোহন করুন,আল্লাহ আপনাকে আরোহন করিবার সামর্থ দিয়াছেন। জাবের (রাযিঃ) উত্তরে বলিলেন, আমি আমার বাহনটিকে বিশ্রাম দিতেছি যাহাতে আমার সহযাত্রীদের মুখাপেক্ষী না হইয়া পড়ি এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয় আল্লাহতায়ালা তাহাকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন। তাহার এই কথা মালেক (রাযিঃ) এর খুব পছন্দ হইল। তিনি গলার আওয়াজ শোনা যায় এত দূর অগ্রগামী হইলেন অতঃপর জাবের (রাযিঃ) কে লক্ষ করিয়া জোরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আরোহন করুন, আল্লাহ আপনাকে বাহন দিয়াছেন। জাবের (রাযিঃ) তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন তখন তিনিও চিৎকার করিয়া বলিলেন, আমি আমার বাহনকে বিশ্রাম দিতেছি যাহাতে আমি সহযাত্রীদের মুখাপেক্ষী না হইয়া পড়ি এবং আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলায় ধূসরিত হয় আল্লাহতায়ালা তাহাকে আগুনের জন্য

হারাম করিয়া দেন। তাহার এই কথা শুনিয়া যোদ্ধাগণ স্ব স্ব বাহন হইতে লাফাইয়া লাফাইয়া নামিতে লাগিলেন (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সেই দিন অপেক্ষা অধিক পদাতিক আর কখনও দিন দেখি নাই।

যে পা জাহান্নামের জন্য হারাম

عَنْ أَبِي مُصَبِّحٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَثْعَمِيِّ أَرْضَ الرُّوْمِ، فَسَبَقَ رَجُلٌ النَّاسَ ثُمَّ نَزَلَ يَمْشِيْ وَيَقُوْدُ دَابَّتَهُ ، فَقَالَ مَالِكٌ : يَاأَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ،أَلَاتَرْكَبُ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ - وَأُصْلِحُ دَابَّتِيْ لِتُغْنِيَنِيْ عَنْ قَوْمِيْ - قَالَ أَبُوْ مُصَبِّحٍ فَنَزَلَ النَّاسُ، فَلَمْ أَرَ نَازِلًا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِئِذٍ -

হাদীস নং ৩৩ - আবু মুছাব্বাহ বলেন, আমরা এক অভিযানে মালেক বিন আব্দুল্লাহ খাছআমীর সাথে রোমের ভূখণ্ডে চলিতে ছিলাম। এক ব্যক্তি সহযাত্রীদের চেয়ে অগ্রগামী হইলেন এবং তাহার বাহনের পিঠ হইতে অবতরণ করিয়া বাহনটিকে টানিয়া নিয়া চলিলেন। মালেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আরোহন করিতেছেন না কেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যাহার পদযুগল দিনের কিছু সময় আল্লাহর পথে ধূলায় ধূসরিত হয় আল্লাহতায়ালা সেই পদযুগলকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন এবং আমি আমার বাহনকে বিশ্রাম দিতেছি যাতে আমি সহ যাত্রীদের মুখাপেক্ষী না হইয়া পড়ি। আবূ মুছাব্বাহ বলেন, ইহা শুনিয়া লোকেরা বাহন হইতে নামিয়া গেল এবং সেই দিন অপেক্ষা অধিক অবতরনকারী আমি আর কোন দিন দেখি নাই।

আল্লাহর পথের ভিন্ন মর্যাদা

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : مَامِنْ حَالٍ أَحْرٰى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ عَافِرًا وَجْهَهٗ سَاجِدًا –

হাদীস নং ৩৪ - মাছরুক হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন,বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবার জন্য সিজদাবনত থাকার চেয়ে অধিক উপযুক্ত অবস্থা আর নাই তবে আল্লাহর পথে থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা।

বান্দার পাপরাশি ঝরিয়া পড়ে

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: إِذَارَجَفَ قَلْبُ الْعَبْدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تحاتت خَطَايَاهُ كَمَا تتحات عِذْقُ النَّخْلَةِ – وَذَكَرَمِنَ الصَّلَاةِ مِثْلَ ذَالِكَ –

হাদীস নং ৩৫ - হযরত সালমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর পথে বান্দার হৃদ কম্পন উপস্থিত হয় তখন তাহার পাপরাশি এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন খেজুরের শুষ্ক কাঁদি ঝরিয়া পড়ে। তিনি নামাযের ব্যাপারেও অনুরুপ বলিয়াছেন।

সদকা হইতে উত্তম

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَجِبَ لَهَا النَّاسُ حَتّٰى ذُكِرَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْجَبَتْكُمْ صَدَقَةُ ابْنِ عَوْفٍ ! قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ قَالَ لَرَوْحَةُ صَعْلُوْكٍ مِنْ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ يَجُرُّ سَوْطَهٗ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ ابْنِ عَوْفٍ –

হাদীস নং ৩৬ - সাঈদ ইবনে আবু হেলাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জানিয়াছি যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) এত পরিমান সদকা করিলেন যে,সবাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল অবশেষে তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচিত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি আব্দুর রহমান বিন আউফের সদকার কারনে আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? তাহারা বলিল্লেন, জ্বি হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একজন নিঃস্ব মুহাজির যে নিজের চাবুকটি মাত্র লইয়া আল্লাহর পথে বাহির হয় তাহার বৈকালিক অভিযান ও ইবনে আউফের সদকা হইতে উত্তম।

আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ الَّذِيْ لَا يَفْتُرُ عَنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ حَتّٰى يَرْجِعَ -

হাদীস নং ৩৭- হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী যাবৎ না সে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ ইবাদতকারী রোযাদারের ন্যায় যে বিরামহীন রোযা রাখে ও ইবাদত করে।

রং রক্তের ঘ্রান মিশকের

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَايُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ - إِلَّا جَاءَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ -

হাদীস নং ৩৮ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ স্বত্তার কছম যাহার হাতে মুহাম্মাদের প্রান! ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যখম হয় এবং আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন কে আল্লাহর পথে জখম হইল- সে ক্বিয়ামতের দিন জখম অবস্থাতেই উত্থিত হইবে। রং রক্তের হইবে কিন্তু ঘ্রান হইবে মিশকের।

যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য বাহির হয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَيَنْهَزُهُ إِلاَّالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ -

হাদীস নং ৩৯ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদ রূপে নিজ ঘর হইতে বাহির হয় যাহাকে আল্লাহর পথে জিহাদ ও আল্লাহর কালিমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই এই কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয়ত তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন অথবা তাহার আরব্ধ সওয়াব বা গনীমত সহ তাহাকে সেই ঘরে ফিরাইয়া দিবেন যেই ঘর হইতে সে বাহির হইয়াছে।

আহত হওয়ার ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْأَتِهَا إِذَاطُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، فَاللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ مِسْكٍ -

হাদীস নং ৪০ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুসলমানের শরীরে যে ক্ষত আল্লাহর পথে সৃষ্টি হয় তাহা ক্বিয়ামতের দিন ঐ রকম হইবে যেমনটি আঘাত প্রাপ্ত হইবার সময় ছিল। তাহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে, রং রক্তের হইবে কিন্তু ঘ্রান হইবে মিশকের ।

দুঃসাহসী ও ভীতু

عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اَلْجَرِيْئُ كُلَّ الْجَرِيْئِ الَّذِيْ إِذَاحَضَرَ الْعَدُوَّ وَلَّى فِرَارًا، وَالْجَبَانُ كُلَّ الْجَبَانِ الَّذِيْ إِذَاحَضَرَ الْعَدُوَّ حَمَلَ فِيْهِمْ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ - فَقِيْلَ : يَاأَبَاهُرَيْرَةَ، كَيْفَ هٰذَا ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِيْ يَفِرُّ اجْتَرَأَ عَلَى اللّٰهِ فَفَرَّ، وَإِنَّ الْجَبَانَ فَرِقَ مِنَ اللّٰهِ -

হাদীস নং ৪১ - সাঈদ মাকবুরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, প্রচন্ড দুঃসাহসী ঐ ব্যক্তি যে দুশমনের মুখোমুখি হইবার পর পলায়ন করে এবং অতিশয় ভীতু ঐ ব্যক্তি যে দুশমনের মুখোমুখী হইবার পর তাহাদের উপর আক্রমন করে, অবশেষে তাহার পরিণাম তাহাই হয় যাহা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা করা হইল হে আবু হুরাইরা! ইহা কেমন কথা ? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি পলায়ন করিল সে আল্লাহর ব্যাপারে দুঃসাহসী হইয়াছে, তাই পলায়ন করিতে পারিয়াছে এবং ভীতু ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিয়াছে।

সম্মান কাহার জন্য?

عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : يَجِيْئُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ، ثُمَّ يُنَادِيْ مُنَادٍ : سَيَعْلَمُ أَهْلُ

اَلْجَمْعِ لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمَ - فَيَقُوْلُ : عَلَيْكُمْ بِأَوْلِيَائِيْ الَّذِيْنَ أَهْرَاقُوْا دِمَائَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ- فَيَتَطَلَّعُوْنَ حَتّٰى يَدْنُوْنَ -

হাদীস নং ৪২ - শাহর ইবনে হাওশাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে , আল্লাহতায়ালা ও ফেরেশতাগণ একটি মেঘের মধ্যে আসিবেন অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে যে, সম্মিলিত জনতা আজ জানিতে পারিবে সম্মান কাহার জন্য। তখন (আল্লাহতায়ালা) বলিবেন, আমার বন্ধুদিগকে নিয়া আস যাহারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আপন শোনিত প্রবাহিত করিয়াছে। তখন তাঁহারা উঠিবেন এবং নিকটবর্তী হইবেন।

আল্লাহর পথে মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মান

عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ،قَالَ:حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: يُنَادِيْ مُنَادٍ ، اَيْنَ الْمُفْجَعُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ فَلَا يَقُوْمُ إِلَّاالْمُجَاهِدُوْنَ -

হাদীস নং ৪৩ - মালেক ইবনে য়ুখামির হইতে বর্ণিত, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলিয়াছেন, একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, আল্লাহর পথে মুসীবতগ্রস্থ ব্যক্তিরা কোথায় ? তখন শুধু মাত্র মুজাহিদগণই দন্ডায়মান হইবেন।

অধিক সওয়াবের অধিকারী

عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاقَاتَلَ الشُّجَاعُ وَالْجَبَانُ، فَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا الْجَبَانُ، وَإِذَا تَصَدَّقَ الْبَخِيْلُ وَالسَّخِيُّ، فَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا الْبَخِيْلُ ـ

হাদীস নং ৪৪ - আবু ইমরান আল জাওনী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,যখন সাহসী ও ভীতু উভয়ে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তখন ভীতু ব্যক্তি অধিক সওয়াবের অধিকারী হয় এবং যখন দানশীল ও কৃপণ উভয়ে দান করে তখন কৃপণ ব্যক্তি অধিক সওয়াবের অধিকারী হয় ।১

গলায় তরবারী ঝুলাইয়া আরশের পাশে অবস্থান

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِيْ قَوْلِهِ (فَصَعِقَ مَنْ فِيْ السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِيْ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ) قَالَ : هُمُ الشُّهَدَاءُ، هُمْ ثَنِيَّةُ اللّٰهِ، حَوْلَ الْعَرْشِ، مُتَقَلِّدِيْنَ السُّيُوْفَ -

হাদীস নং ৪৫ - সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) আল্লাহতায়ালার বাণী- فَصَعِقَ مَنْ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِيْ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে। (যুমার, ৬৮)

এই আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন, ইহারা হইলেন শহীদ। ইহাদিগকেই আল্লাহতায়ালা ব্যতিক্রম করিয়াছেন। ইহারা গলায় তরবারী ঝুলন্ত অবস্থায় আরশের পাশে অবস্থান গ্রহণ করিবে।

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তি

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ النَّارَ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ

টীকা ঃ ১, কারণ ভীতু ব্যক্তির লড়াইয়ে কষ্ট অধিক হয়। তদ্রূপ বখীল ব্যক্তির দান করিতে কষ্ট বেশী হয়। সম্পাদক

الْجَنَّةَ فَالشَّهِيْدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ - وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ النَّارَ: أَمِيْرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُوْثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَايُعْطِيْ حَقَّهُ،وَفَقِيْرٌ فَخُوْرٌ -

হাদীস নং ৪৬ - আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তিকে এবং জাহান্নামে গমনকারী প্রথম তিন ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হইয়াছে। জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তি হইল (প্রথমত) শহীদ, (দ্বিতীয়ত) ঐ কৃতদাস যে উত্তমরূপে নিজ পালনকর্তার ইবাদত করিয়াছে এবং আপন মনিবের জন্য কল্যাণকামী থাকিয়াছে, (তৃতীয়ত) ঐ হারাম পরিত্যাগকারী ব্যক্তি যাহার (বহু) পোষ্য রহিয়াছে ।

জাহান্নামে গমনকারী প্রথম তিন ব্যক্তি হইল জোরপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণকারী, যে সম্পদশালী তাহার সম্পদের প্রদেয় আদায় করেনা এবং অহংকারী ফকীর।

আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন

عَنْ أَبِيْ الْأَحْمَسِ،أُرَاهُ قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ أَبَاذَرٍّ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ ، وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمُ اللّٰهُ - فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَاحَدَّثْتَ بَلَغَنِيْ عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ - قَالَ : مَاهُوَ؟ قُلْتُ:ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَثَلَاثَةٌ يَشْنَؤُهُمُ اللّٰهُ- قَالَ : قُلْتُهُ وَسَمِعْتُهُ -قُلْتُ : فَمَنِ الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ كَانَ فِيْ فِئَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ - فَانْكَشَفَ أَصْحَابُهُ، فَنَصَبَ نَفْسَهُ وَنَحَرَهُ حَتَّى قُتِلَ،أَوْ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ - وَرَجُلٌ كَانَ مَعَ قَوْمٍ فِيْ سَفَرٍ، فَأَطَالُوْاالسُّرٰى حَتّٰى أَعْجَبَهُمْ أَنْ يَمَسُّوْا الْأَرْضَ،

فَنَزَلُوا،فَقَامَ، فَتَنَحَّى حَتَّى أَيْقَظَ أَصْحَابَهُ لِلرَّحِيْلِ - وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سَوْءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْظَعْنٌ قُلْتُ : هٰؤُلَاءِ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ، فَمَنِ الَّذِيْنَ يَشْنَؤُهُمْ ؟ قَالَ : اَلتَّاجِرُ الْحَلَّافُ، أَوِالْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْبَخِيْلُ اَلْمَنَّانُ ،وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ -

হাদীস নং ৪৭ - আবুল আহমাছ বলেন, আমি জানিতে পারিলাম যে আবুযর বলিয়াছেন, 'তিন ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন।' ইহা জানিয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাত করিলাম এবং বলিলাম হে আবুযর! আপনার বর্ণনাটি কী ? আমি জানিয়াছি আপনি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমি উহা আপনার নিকট হইতে শুনিতে চাই। তিনি বলিলেন কোন হাদীসটি ? আমি বলিলাম, 'তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন।' তিনি বলিলেন, (হাঁ) আমি ইহা বর্ণনা করিয়াছি এবং (রাসূল হইতে) শুনিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন ? তিনি বলিলেন, যে সিপাহী কোন বাহিনী বা ক্ষুদ্র সেনা দলে ছিল, তাহার সঙ্গীগণ সকলেই পলায়ন করিল কিন্তু সে বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল অবশেষে নিহত হইল বা বিজয়ী হইল। (দ্বিতীয়ত) যে ব্যক্তি কোন সফরে একটি যাত্রীদলের সহিত ছিল যাহারা রাত্রি বেলায় দীর্ঘক্ষণ যাবৎ পথ চলিল অবশেষে সকলেই বিশ্রামাগ্রহী হইলে সে এক পার্শে (জাগিয়া) রহিল এবং সকলকে (সময়মত) ভ্রমনের জন্য জাগাইয়া দিল। (তৃতীয়ত) ঐ ব্যক্তি যাহার কোন দুর্জন প্রতিবেশী রহিয়াছে এবং মৃত্যু বা স্থান পরিবর্তন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া পর্যন্ত সে তাহার উপদ্রব সহ্য করিয়াছে। আমি বলিলাম, ইহাদিগকে আল্লাহতায়ালা ভালোবাসেন, কাহাদিগকে অপছন্দ করেন? তিনি বলিলেন যে ব্যবসায়ী যে অধিক ক্বসম করে,যে কৃপণ খোটা দেয় এবং যে ফকীর অহংকার করে।

সর্বোত্তম শহীদ

عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَلْقَوْنَ فِيْ الصَّفِّ ، فَلاَ يَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا ، أُولٰئِكَ يَتَلَبَّطُوْنَ فِيْ الْغُرَفِ الْعُلٰى مِن الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ - إِنَّ رَبَّكَ إِذَا ضَحِكَ إِلٰى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ -

হাদীস নং ৪৮ - ইয়াহয়া ইবনে আবী কাছীর হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,আল্লাহতায়ালার নিকটে সর্বোত্তম শহীদ তাহারা যাহারা যুদ্ধের কাতারে শত্রুর মুখোমুখি হয় অতঃপর নিহত হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেনা। ইহারা জান্নাতে সুউচ্চ বালাখানাসমূহে শয়ন করিয়া গড়াগড়ি দিবে। তোমার পালনকর্তা উহাদের প্রতি তাকাইয়া হাসিবেন। নিঃসন্দেহে তোমার পালন কর্তা যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাকাইয়া হাসেন তখন তাহাদের কোন হিসাব হয় না।

যে শহীদ সুউচ্চ প্রাসাদে থাকবে

عَنْ زُهَيْرٍ أَبِيْ الْمُخَارِقِ الْعَبْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : أَلاَأُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ الَّذِيْنَ يَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ فِيْ الصَّفِّ - فَإِذَا وَاجَهُوْا عَدُوَّهُمْ، لَمْ يَلْتَفِتْ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً، وَاضِعًا سَيْفَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ، يَقُوْلُ : أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُجْزِيْكَ نفسِيْ الْيَوْمَ بِمَا أَسْلَفْتُ فِيْ الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ - فَيُقْتَلُ عِنْدَ ذَالِكَ، فَذَالِكَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ يَتَلَبَّطُوْنَ فِيْ الْغُرَفِ الْعُلٰى مِن الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوْا -

হাদীস নং ৪৯ - যুহাইর আবুল মুখারিক আল আবসী হইতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালার নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শহীদের কথা কি তোমাদেরে বলিবনা ? তাঁহারা

হইল ঐ সব ব্যক্তি যাহারা লড়াইয়ের সারিতে শত্রুর সাক্ষাত লাভ করে অতঃপর যখন শত্রুর মুখোমুখি হয় তখন ডান বাম কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করে না এবং তাঁহাদের তরবারী থাকে তাদের কাঁধে, তাহারা বলেন ইয়া আল্লাহ! আমি গত দিনগুলোতে যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আজ আমার প্রাণ বিসর্জন দিতেছি। অতঃপর সে নিহত হয়। ইহারাই ঐসব শহীদ যাহারা জান্নাতে সুউচ্চ বালাখানাসমূহের যেখানে ইচ্ছা শয়ন করিবে।

যে সমূদ্রে নিমজ্জিত হয়

عَنْ هَزَّازِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ لِي كَعْبٌ : أَلَا أُنَبِّئُكَ يَا هَزَّازَ بْنَ مَالِكٍ بِأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلٰى - قَالَ: الْمُحْتَسِبُ بِنَفْسِهِ - ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكَ يَاهَزَّازَ بْنَ مَالِكٍ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ؟ قُلْتُ : بَلٰي - قَالَ : مَنْ غَرِقَ فِيْ بَحْرِهِ - ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكَ يَا هَزَّازَ بْنَ مَالِكٍ بِأَقَلِّ أَهْلِ الْجُمْعَةِ أَجْرًا ؟ قُلْتُ:بَلٰى - قَالَ : مَنْ لَمْ يُدْرِكْ إِلَّا الرَّكْعَةَ الْأَخِيْرَةَ، أَوِالسَّجْدَةَ الْأَخِيْرَةَ - ثُمَّ قَالَ: وَاللّٰهِ مَايَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هٰكَذَا، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ -

হাদীস নং ৫০- হায্যায ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে কা'ব বলিলেন, হে মালেকের পুত্র হায্যায! আমি কি কিয়ামতের দিনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী শহীদের কথা তোমাকে বলিবনা ? আমি বলিলাম অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, যে সমূদ্রে নিমজ্জিত হয়। অতঃপর তিনি বলিলেন হে মালেক পুত্র হায্যায ! আমি কি তোমাকে জুমুআয় আগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব নিম্ন বিনিময়ের অধিকারী ব্যক্তির কথা বলিবনা ? আমি বলিলাম: অবশ্যই বলুন, তিনি বলিলেন: যে ব্যক্তি শুধু মাত্র শেষ রাকাত বা শেষ সেজদাটি পাইল। অতঃপর তিনি বলিলেন খোদার কৃসম ! কিয়ামতের দিন লোকেরা শহীদগণের প্রতি এভাবে দৃষ্টিপাত করিবে, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ।

সর্বোত্তম জিহাদ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيرٍ، قَالَ: قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جوادُهُ، وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ -

হাদীস নং ৫১ - আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ বিন উমায়ের হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন জিহাদ সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন : যাহার রক্ত প্রবাহিত করা হইয়াছে এবং ঘোড়ার হস্তপদ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّهَدَاءُ أُمَنَاءُ اللّٰهِ ، قُتِلُوا أَوْمَاتُوا عَلٰى فِرَشِهِمْ -

হাদীস নং ৫২ - খালিদ বিন মা'দান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শহীদগণ আল্লাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহারা নিহত হোন বা বিছানায় মৃত্যুবরণ করুন।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদের মৃত্যু

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الْوَفَاةُ، قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ، فَلَمْ يَقدِرْ لِي إِلا أَنْ أَمُوْتَ عَلٰى فِرَاشِي، وَمَامِنْ عَمَلٍ شيءٌ أَرْجٰى عِنْدِي بَعْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه مِنْ لَيْلَةٍ بِتُّهَا، وَأَنَامُتَتَرِّسٌ بِفَرَسِي، وَالسَّمَاءُتَهِلُّنِي، مُنْتَظِرُ الصُّبْحَ حَتّٰى نغِيْرَ عَلٰى الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ : إِذاَ أَنَا مِتُّ، فَانْظُرُوا سِلَاحِي وَفَرَسِي، فَاجْعَلُوْهُ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . فَلَمَّا تُوُفِّيَ، خَرَجَ عُمَرُ عَلٰى جَنَازَتِه،

فَذَكَرَقَوْلَهُ: مَاعَلَيْ نِسَاءِ أَبِي الْوَلِيْدِ أَنْ يَسْفَحْنَ عَلَيْ خَالِدٍ مِن دُمُوْعِهِنَّ مَالَمْ يَكُنْ نَقعًا أَوْ لَقْلَقَةً

হাদীস নং ৫৩ - আবু ওয়াইল হইতে বর্ণিত: তিনি বলেন, যখন খালেদ বিন ওয়ালিদের মৃত্যু সমাসন্ন হইল তখন তিনি বলিলেন : আমি মৃত্যুকে উহার সম্ভাব্য স্থানসমূহে সন্ধান করিয়াছি কিন্তু আমার জন্য ইহাই নির্ধারিত ছিল যে, আমি বিছানায় মরিব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (বিশ্বাসের) পর ঐ রাত্রের আমলের চাইতে অধিক আশাপ্রদ আর কোন আমল আমার নাই যেই রাত্রে আকাশ আমার উপর অঝোর ধারায় বর্ষিত হইতেছিল এবং আমি আমার ঘোড়ার সাহায্যে (বৃষ্টি হইতে) আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলাম এবং দুশমনের উপর আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় ভোর হইবার অপেক্ষায় ছিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, যখন আমি মৃত্যুবরণ করিব তখন আমার ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র আল্লাহর রাহে জিহাদের নিমিত্তে দান করিয়া দিবে।

অতঃপর তিনি যখন ইন্তেকাল করিলেন উমর তাঁহার জানাযায় বাহির হইলেন। এস্থানে বর্ণনাকারী উমরের এই বাক্যটি উদ্বৃত করেনঃ আবুল ওয়ালিদের রমনীগণ খালেদের জন্য কিছু অশ্রু বিসর্জন দিতে পারে তবে মস্তকে ধূলা নিক্ষেপ ও চিৎকার করিতে পারিবে না।

হযরত ইকরামার শাহাদাত

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِى أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ تَرَجَّلَ يَوم كَذَا، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيْدِ : لَاتَفعَلْ فَإِنَّ قَتْلَكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ شَدِيْدٌ- قَالَ : خَلِّ عَنِّي يَاخَالِدُ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِقَةٌ، وَإِنِّي وَأَبِي كُنَّا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، فَمَشَى حَتَّى قُتِلَ -

হাদীস নং ৫৪ - সাবেত আল বুনানী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইকরামা ইবনে আবি জাহ্ল এক যুদ্ধের দিন পৌরুষদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তাহাকে বলিলেন, আপনি এরূপ করিবেন না কেননা আপনার প্রাণ বিসর্জন মুসলমানদের জন্য কঠিন ব্যাপার হইবে। তিনি উত্তরে বলিলেন: আমাকে ছাড়িয়া দাও হে খালেদ! কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তোমার (বহু) কীর্তি রহিয়াছে, অথচ আমি ও আমার পিতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কঠিনতম ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত ছিলাম। অতঃপর তিনি অগ্রসর হইলেন ও নিহত হইলেন।

রাসূলুল্লাহর (স.) স্বপ্ন

عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِيْ الْمَنَام كَأَنَّ أَبَاجَهْلٍ أَتَانِيْ فَبَايَعَنِيْ - فَلَمَّا أَسْلَمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قِيْلَ : صَدَّقَ اللّٰهُ رُؤْيَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هٰذَاكَانَ لِإِسْلَامِ خَالِدٍ - قَالَ : لَيَكُوْنَنَّ غَيْرَهُ، حَتّٰى أَسْلَمَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ، فَكَانَ ذَالِكَ تَصْدِيْقُ رُؤْيَاهُ -

হাদীস নং ৫৫- আবু বকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারেস হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আবু জাহ্ল আমার নিকটে আসিল ও আমার হাতে বাইয়াত হইল। (কিছু কাল পর) যখন খালেদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন কেহ বলিল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন, উহা খালেদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে অন্য কেউ হইবে। এক পর্যায়ে আবু জাহ্ল তনয় ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। বস্তুত ইহাই তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপ ছিলো।

ইকরামা ও কুরআন

عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ، فَيَضَعُهُ عَلٰى وَجْهِهِ، وَيَبْكِيْ، وَيَقُوْلُ : كِتَابُ رَبِّيْ - وَكَلَامُ رَبِّيْ -

হাদীস নং ৫৬ - ইবনে আবি মুলাইকা বলিয়াছেন, আবু জাহ্ল তনয় ইকরামা কুরআন লইয়া তাঁহার মুখমন্ডলের উপর রাখিতেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেন, আমার রবের কিতাব! আমার রবের কালাম!

রাসূলুল্লাহর (স.) বদ দু'আ

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ، قَالَ:سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، قِيْلَ لَهُ: فِيْمَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلٰى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ)

হাদীস নং ৫৭ - হানজালা ইবনে আবী সুফিয়ান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালেম বিন আব্দুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল এই আয়াত لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ কি ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি বলিলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফওয়ান বিন উমাইয়্যাহ, সুহাইল বিন আমর ও হারেস বিন হিশামের জন্য বদ দু'আ করিতেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়–

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

[আপনার কোন অধিকার নাই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের তাওবা কবুল করিবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কারণ তারা জালেম। (আলে ইমরান, ১২৮)

অমুকের উপর আল্লাহর অভিশাপ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِيْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : أَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

হাদীস নং ৫৮ - সালেম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের দ্বিতীয় রাকাতের রুকু হইতে মাথা উঠাইতেন তখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ বলিবার পর বলিতেন أَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا ইয়া আল্লাহ অমুক অমুকের উপর আপনার লা'নত হোক। তখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করিলেন–

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ـ

তিনি তাহাদের উপর ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কেননা তাহারা তো যালেম। (আলে ইমরান, ১২৮)

যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে

হাদীস নং ৫৯ - আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করিওনা বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহারা জীবিকা প্রাপ্ত। (আলে ইমরান, ১৬৯)

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُرْزَقُوْنَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، وَيَجِدُوْنَ رِيْحَهَا ،وَلَيْسُوْا فِيْهَا-

এব্যাপারে মুজাহিদ হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ না করিয়াও জান্নাতের ফল ফলাদী লাভ করিবেন এবং উহার সুঘ্রান পাইবেন।

শহীদের খাদ্য ও পানীয়

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:اَلشُّهَدَاءُ فِيْ قُبَابٍ مِنْ رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ،يُبْعَثُ لَهُمْ حُوْتٌ وَثَوْرٌ يَعْتَرِكَانِ،فَيَلْهَوْنَ بِهِمَا ،فَإِذَا اشْتَهَوْا الْغِدَاءَ، عَقَرَأَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَأَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهِ، يَجِدُوْنَ فِيْ لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ طَعَامٍ فِيْ الْجَنَّةِ، وَفِيْ لَحْمِ الْحُوْتِ طَعْمَ كُلِّ شَرَابٍ -

হাদীস নং ৬০ - উবাই বিন কা’ব (রাযিঃ) বলেন, শহীদগণ জান্নাতের সম্মুখস্থ বাগানের গম্বুজসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবেন। তাঁহাদের সামনে একটি ষাঁড় ও একটি মাছ উপস্থিত হইবে যাহারা লড়াইয়ে লিপ্ত থাকিবে

এবং শহীদগণ উহাতে আমোদ বোধ করিবেন। যখন তাঁহাদের সকালের খাবারের চাহিদা হইবে তখন একটি অপরটিকে হত্যা করিয়া ফেলিবে এবং তাঁহারা উহার গোস্‌ত ভক্ষণ করিবেন ষাঁড়টির গোস্তে জান্নাতের সকল খাদ্যের স্বাদ পাইবেন এবং মাছের গোস্তে জান্নাতের সকল পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করিবেন।

সবুজ বর্ণের পাখি

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : جَنَّةُ الْمَأْوٰى فِيْهَا طَيْرٌ خضرٌ تَرْتَعِي فِيْهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ

হাদীস নং ৬১- কা'ব (রাযিঃ) বলেন, জান্নাতুল মা'ওয়াতে কিছু সবুজ বর্ণের পাখী রহিয়াছে, শহীদগনের আত্মা উহাতে প্রবেশ করিয়া তথায় বিচরণ করিবে।

বেহেশতের পাখি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا أُصِيْبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللّٰهُ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ أَجْوَافِ طَيْرٍ خضرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا ، وَتَأْوِيْ إِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ.فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَطْعَمِهِمْ، وَرَأَوْا حُسْنَ مُنْقَلَبِهِمْ، قَالُوْا: يَالَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُوْنَ مَاأَكْرَمَنَا اللّٰهُ بِهِ، وَمَا نَحْنُ فِيْهِ، لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِيْ الْجِهَادِ ، وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ - فَقَالَ اللّٰهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.....)

হাদীস নং ৬২ - ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন উহুদ প্রান্তরে তোমাদের

ভ্রাতৃবৃন্দ নিহত হইল তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদের রুহসমূহকে সবুজ পাখির দেহে প্রবিষ্ট করাইলেন। তাহারা জান্নাতের নহরসমূহে অবতরণ করে, উহার ফল ফলাদি ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত স্বর্ণের ফানুসে (ঝাড়বাতি) অবস্থান করে। যখন তাহারা তাহাদের খাদ্যের সুঘ্রান পাইল, তাহাদের ঘরের সৌন্দর্য অবলোকন করিল তখন তাহারা বলিল, হায়! যদি আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ জানিত আল্লাহ কী দিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন! এবং আমরা কী সব (নেয়ামতরাজীর) মধ্যে অবস্থান করিতেছি!! যাতে তাহারা জিহাদের ব্যাপারে অনাসক্ত না হয় এবং যুদ্ধের সময় ভীরু না হইয়া যায়। তখন আল্লাহতায়ালা বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতেছি অতঃপর মহামহিম আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিলেন –

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْافِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করিওনা .... (আলে ইমরান, ১৬৯)

শহীদের দেহ

عَنْ حَيَّانِ بْنِ أَبِيْ حَبَلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتُشْهِدَ الشَّهِيْدُأَخْرَجَ اللّٰهُ لَهُ جَسَدًا كَأَحْسَنِ جَسَدٍ، ثُمَّ أَمَرَبِرُوْحِهِ، فَأُدْخَلَ فِيْهِ، فَيَنْظُرُ إِلٰى جَسَدِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَيَنْظُرُ إِلٰى مَنْ حَوْلَهُ مِمَّنْ يَتَحَزَّنَ عَلَيْهِ .فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَرَوْنَهُ، فَيَنْطَلِقُ إِلٰى أَزْوَاجِهِ –

হাদীস নং ৬৩ - হায়্যান ইবনে আবী হাবালাহ হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন শহীদ শাহাদাত বরণ করে তখন আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য অতি সুন্দর একটি দেহ বাহির

করেন এবং উহাতে তাহাকে প্রবিষ্ট করেন। তখন সে তাহার পরিত্যক্ত দেহের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহার সাথে কেমন আচরণ করা হইতেছে। এবং উহার চার পাশে সমবেত শোক প্রকাশ কারীদের প্রতি ও তাকাইয়া দেখে, তখন তাহার ধারণা হয় যে তাহারা তাহাকে দেখিতেছে বা শুনিতেছে অতঃপর সে তাহার (জান্নাতী) স্ত্রীগণের নিকটে চলিয়া যায়।

একটি রহিত আয়াত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أُنْزِلَ فِيْ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنٌ قَرَأْنَاهُ حَتّٰى نُسِخَ بَعْدُ، (بَلِّغُوْاقَوْمَنَا أَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا،فَرَضِيَ عَنَّا، وَرَضِيْنَا عَنْهُ -

হাদীস নং ৬৪ - আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা মাউনা কুপের যুদ্ধে শহীদ হন তাঁহাদের ব্যাপারে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল অতঃপর উহা রহিত হইয়া যায়।

بَلِّغُوْا قَوْمَنَاأَنَّالَقِيْنَارَبَّنَافَرَضِيَ عَنَّاوَرَضِيْنَا عَنْهُ

(অর্থ,) আমাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোকদিগকে (এই সংবাদ) পৌঁছাইয়া দাও যে, আমরা আমাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করিয়াছি । তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন আমরাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

যাদের রিযিক জান্নাতে আল্লাহর জিম্মায়

عَنِ الْقَاسِمِ وَالْحَكَمِ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ يُنَاجِيْ جِبْرِيْلَ، فَجَلَسَ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ،أَمَّاأَنَّ هٰذَالَوْسَلَّمَ لَرَدَدْنَا عَلَيْهِ - قَالَ: وَهَلْ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ - هٰذَامِنَ الثَّمَانِيْنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْامَعَكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ،أَرْزَاقُهُمْ وَأَرْزَاقُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى اللّٰهِ فِيْ الْجَنَّةِ -

হাদীস নং ৬৫ : ক্বাসেম ও হাকাম বর্ণনা করেন, হারেছা ইবনে নু'মান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন তখন তিনি জিব্রাঈলের সাথে চুপে চুপে আলাপ করিতেছিলেন। হারেছা সালাম না দিয়াই (চুপ করিয়া) বসিয়া গেলেন। তখন জিব্রাঈল বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এই ব্যক্তি সালাম করিতেন তাহা হইলে আমি তাহার সালামের জওয়াব দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি কি তাহাকে চিনেন ? (জিব্রাঈল) বলিলেন, জ্বি হাঁ। সে ঐ আশি জন ব্যক্তির অন্যতম যাহারা হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনার সহিত ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিল। তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের রিযিক জান্নাতে আল্লাহর জিম্মায় রহিয়াছে।

আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَحْدَمِ الْخَوْلاٰنِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ حَضَرَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فِيْ الْبَحْرِ مَعَ جَنَازَتَيْنِ، أَحَدُهُمَا أُصِيْبَ بِمِنْجَنِيْقٍ، وَالْاٰخَرُ تُوُفِّيَ، فَجَلَسَ فَضَالَةَ عِنْدَ قَبْرِ الْمُتَوَفّٰى، فَقِيْلَ لَهُ : تَرَكْتَ الشَّهِيْدَ، فَلَمْ تَجْلِسْ عِنْدَهُ ! فَقَالَ : مَاأُبَالِيْ مِنْ أَيِّ حُفْرَتَيْهِمَا بُعِثْتُ، إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ (وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْافِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ،ثُمَّ قُتِلُوْاأَوْ مَاتُوْالَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا، إِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ) فَمَا تَبْتَغِيْ أَيُّهَاالْعَبْدُ إِذَادَخَلْتَ مَدْخَلاً تَرْضَاهُ وَرُزِقْتَ رِزْقًا حَسَنًا ! وَاللّٰهِ مَاأُبَالِيْ مِنْ أَيِّ حُفْرَتَيْهِمَا بُعِثْتُ -

হাদীস নং ৬৬ : আব্দুর রহমান ইবনে জাহদাম আল খাওয়ালানী বলেন, তিনি সমুদ্রের সফরে ফাদালাহ ইবনে উবাইদের নিকটে দুইটি মৃতদেহ লইয়া উপস্থিত হইলেন। উহাদের একজন মিনজানীকের আঘাতে

এবং অপর জন সাধারণভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। ফাদালাহ সাধারণভাবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির কবরের পাশে বসিলেন। তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল আপনি শহীদকে পরিত্যাগ করিলেন! তাহার নিকটে বসিলেন না! তখন তিনি উত্তরে বলিলেন। আমি এতদুভয়ের কাহার কবর হইতে উত্থিত হইব তাহার কোন পরোয়া আমার নাই (অর্থাৎ এতদুভয়ের কাহার মত অবস্থা আমার হইবে আল্লাহর পথে শহীদ হইয়া কবরস্থ হইব বা আল্লাহর পথে সাধারণভাবে মৃত্যুবরণ করিয়া কবরস্থ হইব উভয়টাই আমার নিকটে সমান) কেননা আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন–

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যাহারা আল্লাহর পথে হিজরত করে অতঃপর নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে মনোরম রিয্ক দান করিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালাই সর্বোত্তম রিয্কদাতা। অবশ্যই তাহাদিগকে তাহাদের পছন্দনীয় প্রবেশস্থলে প্রবেশ করাইবেন। (সূরা হজ্জ,৫৮,৫৯)

অতএব হে ভৃত্য! যখন তুমি তোমার পছন্দনীয় আবাস পাইলে এবং মনোরম রিয্ক লাভ করিলে তখন তোমার আর কিসের প্রত্যাশা ! খোদার কৃসম এতদুভয়ের কাহার কবর হইতে আমি উত্থিত হইব তাহার কোন পরোয়া আমার নাই!

সেও শহীদ

عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِيْ رِكَابِهِ فَاصِلاً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْوَقَصَتْهُ دَابَّةٌ،أَوْمَاتَ بِأَيِّ حَتْفٍ مَاتَ، فَهُوَ شَهِيْدٌ–

হাদীস নং ৬৭ - ইয়াহয়া ইবনে আবী কাছীর বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহর পথে বাহির হইবার জন্য পাদানিতে পা রাখিল এমতাবস্থায় কোন বিষাক্ত কীট তাহাকে

দংশন করিল বা তাহার সওয়ারী পশু তাহাকে পিঠ হইতে নিক্ষেপ করিয়া ঘাড় ভাংগিয়া দিল বা অন্য কোন ভাবে সে মৃত্যুবরণ করিল, সে শহীদ হইবে।

আল্লাহ নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ أَنَّ عَتِيْكَ بْنَ الْحَارِثِ – وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ أَبُوْ أُمِّهِ – أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَبْنَ عَتِيْكٍ أَخْبَرَهُ فِيْ نُسْخَةٍ لَهُ أَنَّ عَتِيْكٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ،فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : غَلَبْنَا عَلَيْكَ أَبَا الرَّبِيْعِ– فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ – فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ، فَلَاتَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ – قَالُوْا: وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ إِذَامَاتَ – قَالَتْ اِبْنَتُهُ وَاللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُوْأَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا ،فَإِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ – قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدْأَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِهِ – وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ ؟ قَالُوْا : اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلشُّهَدَاءُ سَبْعٌ سِوٰى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَلْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ،وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ،وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ،وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيْدٌ

হাদীস নং ৬৮- আতীক বিন হারেছ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে হারেসকে দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জোরে ডাকিলেন কিন্তু তিনি কোন

উত্তর দিলেন না তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন" পড়িলেন এবং বলিলেন, আমরা তোমাকে হারাইয়াছি হে আবুর রাবী'! ইহা শুনিয়া মহিলাগণ চিৎকার করিতে লাগিল এবং ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। ইবনে আতীক তাহাদিগকে থামাইতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাদিগকে ছাড়, যখন স্থির হইয়া যাইবে তখন যেন কোন ক্রন্দসী ক্রন্দন না করে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্থির হইবার কি অর্থ ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বলিলেন, যখন সে মারা যাইবে।

তাহার কন্যা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, খোদার ক্বসম ! আমার আশা ছিল আপনি শহীদ হইবেন কেননা আপনি অভিযানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালা তাহার নিয়্যত অনুযায়ী তাহাকে প্রতিদান দিবেন। তোমরা শাহাদাৎ বলিতে কি বোঝ? তাহারা বলিলেন, আল্লাহর পথে নিহত হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের শহীদ রহিয়াছে। পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ, নিমজ্জিত ব্যক্তি শহীদ, মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, দেয়াল চাপা পড়িয়া মৃত্যুবরণকারী শহীদ, আগুনে পুড়িয়া মৃত্যুবরণকারী শহীদ এবং যেই মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে ও শহীদ।

তাহারা সকলেই শহীদ

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : ذَكَرُوْا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّهَدَاءَ فَقِيْلَ : إِنَّ فُلَانًا قُتِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا شَهِيْدًا ، وَفُلَانًا قُتِلَ يَوْمَ كَذَاوَكَذَاشَهِيْدًا - فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ شُهَدَاؤُكُمْ إِلَّا مَنْ قُتِلَ، إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًاقَلِيْلٌ - إِنَّ مَنْ

يَتَرَدّٰى مِنَ الْـجِبَالِ، وَيَغْرِقُ فِي الْبُحُورِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

হাদীস নং ৬৯ - তারেক ইবনে শিহাব বলেন, কতিপয় ব্যক্তি আব্দুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) নিকটে শহীদগণের আলোচনা করিলেন। তাহারা বলিতেছিলেন, অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধের দিন শাহাদাৎবরণ করিয়াছেন এবং অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধের দিন। তখন আব্দুল্লাহ বলিলেন, যদি শুধু নিহত ব্যক্তিগণই তোমাদের নিকটে শহীদ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাদের শহীদানের সংখ্যা নিতান্তই অল্প হইবে। যে ব্যক্তি পাহাড় হইতে পড়িয়া গিয়াছে বা সমূদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে বা হিংস্র পশু কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর নিকটে শহীদ হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

আল্লাহর পথে জিহাদকারীর একদিন

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَيَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُوْمَ فَلَا يَفْتُرَ، وَيَصُوْمَ فَلَايُفْطِرَ مَا كَانَ حَيًّا؟ فَقِيْلَ لَهُ : يَاأَبَاهُرَيْرَةَ، وَمَنْ يُطِيْقُ هٰذَا! فَقَالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ يَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْهُ –

হাদীস নং ৭০ - ছফওয়ান বিন সুলাইম হইতে বর্ণিত, আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও কি এই সামর্থ আছে যে যতদিন সে জীবিত থাকে ততদিন নিরলসভাবে নামায পড়িবে (কখন ও শ্রান্ত হইবে না) এবং অবিরাম রোযা রাখিবে (কখনও রোযা বিহিন থাকিবে না)? বলা হইল হে আবু হুরাইরা! কে ইহার সামর্থ রাখে ? তখন তিনি বলিলেন, ঐ সত্ত্বার কৃসম যাহার হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর এক দিন ইহা হইতেও উত্তম।

আল্লাহর পথের একদিন হাজার দিনের সমান

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى بْنِ هِلَالِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ لِقَوْمِهِ لَقَدْ تَبَيَّنَ أَيْ وَاللّٰهِ،لَقَدْشَغَلْتُكُمْ عَنِ الْجِهَادِحَتّٰى حَقَّتْ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِالشَّامِ،فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِالْعِرَاقِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَ بِمِصْرَ فَلْيَفْعَلْ - فَإِنَّ يَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَأَلْفِ يَوْمٍ لِلصَّائِمِ لَايُفْطِرُ وَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ -

হাদীস নং ৭১ - আব্দুল আ'লা ইবনে হেলাল আসসুলামী হইতে বর্ণিত, হযরত উসমান ইবনে আফফান তাহার স্বগোত্রীয় লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হাঁ, খোদার ক্বসম! সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদিগকে জিহাদ হইতে বিরত রাখিয়াছি ফলে আমার ও তোমাদের উপর অবধারিত হইয়া গিয়াছে অতএব যে শামে যাইতে চায় সে যেন তাই করে, যে ইরাকে যাইতে চায় সে যেন তাই করে এবং যে মিসরে যাইতে চায় সে যেন তাই করে; কেননা আল্লাহর পথে মুজাহিদের একদিন ঐব্যক্তির এক হাজার দিনের সমান যে বিরামহীন রোযা রাখে ও অবিরত নামায পড়ে ।

হাজার দিনের চেয়ে উত্তম

عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ كَتَمْتُكُمُوْهُ ضَنًّابِكُمْ وَقَدْ بَدَالِيْ أَنْ أُبْدِيَهُ نَصِيْحَةً لِلّٰهِ وَلَكُمْ،سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ، فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ لِنَفْسِهِ

হাদীস নং ৭২ - হযরত উসমান (রাযিঃ) এর আযাদকৃত দাস আবু ছালেহ বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) মিনার মসজিদে খাইফে বলিয়াছেনঃ হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম, যাহা তোমাদের ব্যাপারে কৃপন হইবার দরুন তোমাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছি, এখন আমি স্থির করিয়াছি যে, আল্লাহর দ্বীন ও তোমাদের কল্যাণার্থে আমি উহা তোমাদের সামনে প্রকাশ করিয়া দিব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহর পথে একদিন উহার বাইরের এক হাজার দিন হইতে উত্তম। অতএব তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া লয়।

তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল

عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ) قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقِتَالِ ، فَكَرِهُوْهَا ، فَلَمَّا بَيَّنَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ثَوَابَ أَهْلِ الْقِتَالِ، وَفَضِيْلَةَ أَهْلِ الْقِتَالِ، وَمَاأَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِ الْقِتَالِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ لَهُمْ، لَمْ يُؤْثِرْ أَهْلُ الْيَقِيْنِ بِذَالِكَ عَلَى الْجِهَادِ شَيْئًا ، فَأَحَبُّوْهُ، وَرَغِبُوْا فِيْهِ، حَتّٰى أَنَّهُمْ يَسْتَحْمِلُوْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَإِذَالَمْ يَجِدْ مَايَحْمِلُهُمْ، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَّايَجِدُوْامَايُنْفِقُوْنَ،وَالْجِهَادُ فَرِيْضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ -

হাদীস নং ৭৩ - যাহ্হাক (রাহঃ) আল্লাহতায়ালার বানী–

- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

[(তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের জন্য ইহা অপ্রিয়)। (বাকারা, আয়াত ঃ ২১৬)]

আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: ক্বিতালের আয়াত অবতীর্ণ হইলে তাহাদের নিকটে তাহা কষ্টের ব্যাপার মনে হইল। অতপর যখন আল্লাহতায়ালা কিতালকারীদের (সশস্ত্র যোদ্ধা) বিনিময়, মর্যাদা এবং তাহাদের জন্য আল্লাহতায়ালা যে জীবন ও রিয্‌ক নির্ধারিত রাখিয়াছেন তাহার বিবরণ দিলেন, তখন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গ অন্য কিছুকেই জিহাদের উপর প্রাধান্য দিলেন না এবং তাহারা ইহাকে পছন্দ করিলেন ও ইহার প্রতি আগ্রহী হইলেন এমনকি তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে দিবার মত বাহন না থাকায় তাহারা দুঃখভারাক্রান্ত মনে ফিরিয়া গেলেন। আল্লাহর রাহে ব্যয় করিবার সামর্থ্য না থাকার দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। জিহাদ আল্লাহতায়ালার ফরয বিধানসমূহের মধ্যে একটি ফরয বিধান।

তোমাদের কি হইল

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "مَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" قَالَ وَفِيْ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ -

হাদীস নং ৭৪ - হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালার বাণী "وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" [তোমাদের কি হইল যে তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহর পথে (নিসা,৭৫)] হিজরতের পরে মক্কায় অবস্থানকারী অসহায় নর নারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন

عَنْ قَتَادَةَ، " وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ، قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ، وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ" قَالَ : أُنْزِلَ فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ "اَمْ

حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا" وَلَمَّا رَاٰى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ "لِقَوْلِهِ" أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ"

হাদীস নং ৭৫- হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্নিত, তিনি আল্লাহতায়ালার বাণী–

وَلَمَّا رَاٰى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ، قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ، وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ"

[" মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল ইহাতো তাহাই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন। (আহযাব, ২২)] উক্ত আয়াতে সুরায়ে বাক্বারার নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ঈঙ্গিত রহিয়াছে,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا ـ

["তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই? অর্থ-সংকট ও দুঃখ ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ছিল এবং তাহারা ভীত কম্পিত হইয়াছিল। (বাক্বারাহ, ২১৪)

জান্নাতের ঘ্রান

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضَرِ،سُمِّيْتُ بِهِ،لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَكَبُرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِبْتُ عَنْهُ، أَمَاوَاللّٰهِ لَئِنْ أَرَانِي اللّٰهُ مَشْهَدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا بَعْدُ، لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُوْلَ غَيْرَهَا - فشهد معَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ : يَا أَبَاعَمْرٍو،وَاهًا لِرِيْحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهَا دُوْنَ أُحُدٍ،فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ، وَوُجِدَفِيْ جَسَدِهٖ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ أَثَرًا،مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ وَطَعْنَةٍ- فَقَالَتْ عَمَّتِيْ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَاعَرَفْتُ أَخِيْ إِلَّابِبَنَانِهٖ - قَالَ: وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْامَاعَاهَدُوْااللّٰهَ عَلَيْهِ،فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَابَدَّلُوْاتَبْدِيْلًا)-

হাদীস নং ৭৬ - হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা হলেন আনাস বিন নযর, তাহার নামেই আমার নাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই ইহা তাহার জন্য অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়াছিল। তাই তিনি বলিতেন, প্রথম যুদ্ধ যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন আমি তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারি নাই। খোদার কসম, যদি আগামীতে আল্লাহতায়ালা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন যুদ্ধ দেখান তাহা হইলে আল্লাহ অবশ্যই দেখিবেন আমি কী করি ? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি অন্য কিছু বলিতে ভয় পাইলেন। পরবর্তী বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন। (যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে) সা'দ ইবনে মুয়াযের সহিত তাহার সাক্ষাত হইলে সা'দ বিন মুয়ায বলিলেনঃ হে আবু আমর! আমি উহুদের দিক হইতে জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। আহ! তা কেমন মনমাতানো!! ইহা শুনিয়া তিনি (আনাস ইবনে নযর) অগ্রসর হইলেন এবং লড়াই করিতে করিতে নিহত হইলেন।

তাহার দেহে আশিটিরও বেশী তীর, তরবারী ও বর্শার আঘাত ছিল। আমার ফুফু রবী বিনতে নযর বলেন, আমি আমার ভাইকে শুধু মাত্র তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি। বর্ননাকারী বলেন, এবং (তাঁহার সম্পর্কে) এই আয়াত অবতীর্ণ হইলঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوامَاعَاهَدُوااللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً۔

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করিয়াছে। উহাদের কেহ কেহ প্রতিক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই (আহযাব, আয়াতঃ ২৩)

জান্নাতের বিস্তৃতি

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ،قَالَ :قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ (وَسَارِعُوْاإِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ،يُقَالُ لَهُ ابْنُ قَسْحَمٍ : بَخْ بَخْ-فَقَالَ أَبُوْبَكْرِبْنِ حَفْصٍ : وَبَخْ عَلٰى وَجْهَيْنِ،عَلَى التَّعَجُّبِ وَعَلَى الْإِنْكَارِ - فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ بَخْ بَخْ ؟ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، عَلِمْتُ أَنِّيْ إِنْ دَخَلْتُهَا كَانَ لِيْ فِيْهَا سَعَةٌ قَالَ : أَجَلْ - ثُمَّ إِنَّ ابْنَ قَسْحَمٍ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، كَمْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَلْقَاهَا وَلَاءَ الْقَوْمِ، فَتُصَدِّقَ اللّٰهَ - قَالَ: فَأَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْ يَدِهٖ ، وَقَالَ : تَخَلَّىْ مِنْ طَعَامِ الدُّنْيَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ -

হাদীস নং ৭৭ - আবু বকর ইবনে হাফ্স বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন এই আয়াত পাঠ করিলেন—

وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاالسَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ

[তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়। (আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৩৩)]

তখন ইবনে কাছহাম নামিয় এক আনসারী বলিয়া উঠিলেন "বাখ" "বাখ"। আবু বকর ইবনে হাফ্স বলেন "বাখ" শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, আশ্চর্য প্রকাশ করিতে ও অস্বীকার করিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি "বাখ" বলিয়া কি বুঝাইতেছ ? তখন সে বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ অন্য কিছু নয়, আমি ইহা জানিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গিয়াছি যে, আমি যদি উহাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করি তাহা হইলে আমার জন্য (এই পরিমান!) প্রশস্ততা হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ এরূপই হইবে। অতঃপর ইবনে কাস্‌হাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ও ইহার মধ্যে কি পরিমান দূরত্ব রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই ক্বওমের বিপরীতে দন্ডায়মান হইবার অব্যবহিত পরেই ইহা লাভ করিবে ও আল্লাহতায়ালার বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তাহার হাতের খেজুর কয়টি ফেলিয়া দিলেন অথবা বলিয়াছেন, দুনিয়ার খাদ্য পরিত্যাগ করিলেন অতঃপর সামনে অগ্রসর হইলেন ও লড়াই করিতে করিতে নিহত হইয়া গেলেন।

জিহাদের জন্য ব্যাকুলতা

عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ عَمْرُوبْنُ الْجَمُوْحِ - شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - أَعْرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى بَدْرٍ، قَالَ لِبَنِيْهِ: أَخْرِجُوْنِيْ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ عَرَجَهُ وَمَالَهُ، فَأَذِنَ لَهُ فِيْ الْمَقَامِ،فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ خَرَجَ النَّاسُ، فَقَالَ لِبَنِيْهِ : أَخْرِجُوْنِيْ، فَقَالُوْا:قَدْرَخَّصَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَأَذِنَ- قَالَ : هَيْهَاتَ، مَنَعْتُمُوْنِيْ الْجَنَّةَ بِبَدْرٍ،

وَتَمْنَعُوْنِيْهَا بِأُحُدٍ! فَخَرَجَ، فَلَمَّاالْتَقَى النَّاسُ، قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ الْيَوْمَ، أَطَأُبِعُرْجَتِيْ هٰذِهِ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَطَأَنَّ بِهَاالْجَنَّةَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ - فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ كَانَ مَعَهُ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ : اِرْجِعْ إِلٰى أَهْلِكَ - قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ إِنْ أُصِبْ الْيَوْمَ خَيْرًا مَعَكَ ؟ قَالَ : فَتَقَدَّمْ إِذًا - قَالَ : فَتَقَدَّمَ الْعَبْدُ، فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ - ثُمَّ تَقَدَمَ وَقَاتَلَ هُوَ حَتّٰى قُتِلَ -

হাদীস নং ৭৮- হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমা হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ আনসারী ব্যক্তি আমর বিন জামূহ খোড়া ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন তখন তিনি তাহার সন্তানদিগকে বলিলেন, আমাকে বাহির কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে তাহার অবস্থা উল্লেখ করা হইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজ গৃহে অবস্থানের অনুমতি দিলেন। যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসিল তখন লোকেরা যুদ্ধে বাহির হইলে তিনিও তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন, আমাকে বাহির কর। তাহারা বলিল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতো আপনাকে গৃহে অবস্থানের অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বলিলেনঃ দূর, তোমরা বদরের দিন আমাকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ এখন উহুদ প্রান্তরেও আমাকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহিতেছ ! অবশেষে তিনি যুদ্ধে বাহির হইলেন। যখন তিনি শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি কি মনে করেন আমি যদি আজ নিহত হই তাহা হইলে আমার এই পঙ্গুত্ব লইয়া জান্নাতে বিচরণ করিতে পারিব ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, ঐ সত্ত্বার শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন আল্লাহ চাহেতো আমি ইহা লইয়া আজই জান্নাতে বিচরণ করিব। অতঃপর তিনি তাঁহার এক দাসকে বলিলেন, তোমার পরিবার পরিজনের নিকটে ফিরিয়া যাও, সে উত্তরে

বলিল আমি যদি আজ আপনার সহিত কোন কল্যান লাভ করিতে পারি ইহাতে আপনার কি কোন ক্ষতি হইবে ? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে অগ্রসর হও । দাসটি অগ্রসর হইল এবং লড়াই করিয়া নিহত হইয়া গেল। অত:পর তিনি অগ্রসর হইলেন এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া গেলেন।

ইহাতো জান্নাত

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبَانٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلٰى بَدْرٍأَرَادَ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ وَأَبُوْهُ أَنْ يَخْرُجَا جَمِيْعًا، فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا. فَاسْتَهَمَا فَخَرَجَ سَهْمُ سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُوْهُ : آثِرْنِيْ بِهَا يَا بُنَيَّ - فَقَالَ : يَاأَبَتِ، إِنَّهَا الْجَنَّةُ ، لَوْكَانَ غَيْرَهَا أٰثَرْتُكَ بِهِ - فَخَرَجَ سَعْدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ قُتِلَ خَيْثَمَةُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يَوْمَ أُحُدٍ -

হাদীস নং ৭৯ - সুলাইমান ইবনে আবান বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর প্রান্তরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন তখন সা'দ বিন খাইছামাহ ও তাহার পিতা খাইছামাহ উভয়ে যাইতে চাহিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ইহা উপস্থাপন করা হইলে তিনি একজনকে যাইতে বলিলেন। তখন উভয়ের নামে লটারী হইলে সা'দের নাম আসিল তখন পিতা বলিলেন, প্রিয় বৎস! ইহা আমার জন্য ছাড়িয়া দাও। পুত্র বলিলেন আব্বাজান! ইহাতো জান্নাত! যদি অন্য কিছু হইত তবে অবশ্যই আমি আপনার জন্য ছাড়িয়া দিতাম। অতঃপর সা'দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাহির হইলেন এবং নিহত হইলেন। পরের বছর উহুদ যুদ্ধে খাইছামা নিহত হইলেন।

আমি সফলতা লাভ করিয়াছি

عَنْ مَعْمَرٍ،قَالَ أَخْبَرَنِيْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مَلْحَانَ - وَكَانَ خَالَهُ - يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ، قَالَ بِالدَّمِ هٰكَذَا ، فَنَضَحَهُ عَلٰى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -

হাদীস নং ৮০ - আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, বিরে মাউনার যুদ্ধের দিন হারাম বিন মালহান -যিনি তার মামা ছিলেন- বর্শার আঘাতে আহত হওয়া মাত্রই এভাবে, রক্ত নিয়ে তাহার মাথায় ও মুখ মন্ডলে মাখিলেন অতঃপর বললেন, কাবার রবের শপথ আমি সফলতা লাভ করিয়াছি।

যাহাকে ফেরেশতাগণ দাফন করিল

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : زَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ قُتِلَ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُوْجَدْ جَسَدُهُ حِيْنَ دَفَنُوْهُ، يَرَوْنَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ دَفَنَتْهُ -

হাদীস নং ৮১ - যুহরী বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলিয়াছেন, আমের বিন ফুহাইরা সেদিন নিহত হন কিন্তু তাহারা যখন তাহাকে দাফন করিতে চাহিলেন তখন তাঁহার দেহ খুঁজিয়া পাইলেন না। তাহাদের ধারনা যে, ফেরেশতাগণ তাঁহাকে দাফন করিয়াছেন।

তিনি আমাদের প্রতি ও আমরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلَاثِيْنَ غَدَاةً، يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَوُااللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: وَأَنْزَلَ فِيْ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتّٰى نُسِخَ بَعْدُ (بَلِّغُوْاقَوْمَنَا أَنَّاقَدْلَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ) -

হাদীস নং ৮২ - আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশদিন পর্যন্ত বিরে মাউনার সাহাবীগনের হত্যাকারীদের উপর বদদু'আ করিয়াছেন। তিনি রি'ল, যাকওয়ান ও উছাইয়া এই কবিলাত্রয়ের উপর, যাহারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যচারণ করিয়াছিল, বদদু'আ করিয়াছেন। তিনি বলেন, অপর দিকে যাহারা বীরে মাউনাতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহা আমরা তেলাওয়াত করিয়াছি অতঃপর তাহা মানসূখ হইয়া গিয়াছে আয়াতটি হইল–

بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

[আমাদের স্বজাতির লোকদিগকে জানাইয়া দাও যে আমরা আমাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করিয়াছি, তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমরাও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।]

জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান লাভ করিয়াছে

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : اِنْطَلَقَ حَارِثَةُ بْنُ عَمَّتِيْ الرَّبِيْعِ نَظَّارًا يَوْمَ بَدْرٍ، مَاانْطَلَقَ لِقِتَالٍ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ.فَجَائَتْ عَمَّتِيْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّ ابْنِيْ حَارِثَةَ إِنْ يَكُنْ فِيْ الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، وإِلَّا فَسَتَرٰى مَا أَصْنَعُ - فَقَالَ يَاأُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيْرَةٌ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِيْ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلٰي -

হাদীস নং ৮৩ - হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ফুফাত ভাই হারেসা বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ দেখিবার জন্য গিয়াছিল, যুদ্ধ করিবার জন্য নহে। হঠাৎ একটি তীর আসিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল এবং সে নিহত হইল। অতঃপর তাঁহার মাতা,আমার ফুফু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ ! যদি আমার পুত্র হারেসা জান্নাতে থাকে তাহা হইলে আমি ধৈর্য্যধারণ করিব ও পূণ্যের আশা করিব অন্যথায় আমি কি কাণ্ড করি আপনি তাহা এখনই দেখিতে পাইবেন ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হারেসার মাতা ! সেখানে বহু বেহেশ্ত রহিয়াছে এবং হারেসা তো সুউচ্চ ফেরদাউস বেহেশতে স্থান লাভ করিয়াছে।

আমার বক্ষ আপনার বক্ষদেশের সম্মুখে থাকিবে

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَاطَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ تَقَعُ نَبْلُهُ، فَيَتَطَاوَلُ أَبُوْطَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِيْ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ : هٰكَذَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ، نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ -

হাদীস নং ৮৪ - হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ত্বালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়াইয়া তীর নিক্ষেপ করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পিছন হইতে মাথা উঁচু করিয়া দেখিতেন তাহার তীর কোথায় পৌছিতেছে, তখন আবু ত্বালহা তাহার বক্ষ দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আড়াল করিয়া দাড়াইতেন এবং বলিতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এভাবেই আল্লাহতায়ালা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, আমার বক্ষ আপনার বক্ষদেশের সম্মুখে থাকিবে।

আল্লাহর জন্য নির্যাতিত হওয়া

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ: أَللّٰهُمَّ أَقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ،إِذَالَقِيْنَاالْعَدُوَّ أَنْ يَقْتُلُوْنِيْ، ثُمَّ يَبْقُرُوْابَطْنِيْ، ثُمَّ يُمَثِّلُوْابِيْ، فَإِذَالَقِيْتُكَ سَأَلْتَنِيْ : فِيْمَ هٰذَا ؟ فَأَقُوْلُ : فِيْكَ - فَلَقِيَ

الْعَدُوَّ، فَقَتَلَ وَفُعِلَ ذَالِكَ بِهِ - قَالَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : فَإِنِّي لَأَرْجُوْأَنْ يَبَرَّ اللّٰهُ آخِرَ قَسَمِهِ كَمَا بَرَّ أَوَّلَهُ -

হাদীস নং ৮৫ - হযরত সাঈদ ইবেনে মুসাইয়্যাব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ উহুদের দিন বলিলেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনাকে ক্বসম দিয়া বলিতেছি যে, আমরা যেন শত্রু সেনার মুখোমুখি হই। যখন তাহাদের মুখোমুখি হইব তখন যেন তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলে অতঃপর তাহারা আমার উদর ফাড়িয়া ফেলে এবং আমার হস্তপদ কর্তন করিয়া ফেলে অতঃপর যখন আমি আপনার সহিত মিলিত হইব তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন কিসে তোমার এই অবস্থা হইয়াছে? আমি বলিব, আপনাতে। অতঃপর তিনি শত্রুর মুখোমুখি হইলেন ও নিহত হইলেন এবং তাহার সহিত উপরোক্ত আচরণই করা হইল।

ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেনঃ আমি আশা করি, আল্লাহতায়ালা যখন তাঁহার ক্বসমের প্রথমাংশ পূর্ণ করিয়াছেন তখন ক্বসমের শেষ অংশও পূর্ণ করিবেন।

শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيْحٍ قَالَ:قَالَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ لِبَنِيْهِ : مَنَعْتُمُوْنِيْ الْجَنَّةَ بِبَدْرٍ، وَاللّٰهِ لَئِنْ بَقِيْتُ ....فَبلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ : أَنْتَ الْقَائِلُ كَذَاوَكَذَا؟ قَالَ نَعَمْ - قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ عُمَرُ : لَمْ يَكُنْ لِيْ هَمٌّ غَيْرَهُ، فَطَلَبْتُهُ، فَإِذَاهُوَ فِيْ الرَّعِيْلِ الْأَوَّلِ -

হাদীস নং ৮৬ - মুসলিম বিন সাবীহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনুল জামূহ তাহার সন্তানদিগকে বলিলেন, তোমরা বদর প্রান্তরে আমাকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছ খোদার ক্বসম আমি যদি জীবিত

থাকি......। তাঁহার এই বক্তব্য উমর (রাযিঃ) জানিতে পারিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিলেন তুমি কি এরূপ বলিয়াছ ? তিনি বলিলেন: জী হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসিল, উমর বলেন, সেই আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আমি তাহাঁকে তালাশ করিলাম, হঠাৎ দেখি তিনি অগ্রগামী বাহিনীর মধ্যেই রহিয়াছেন।

পিতার বীরত্বে পুত্র মর্যাদাবান হইলেন

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا فَرَضَ لِلنَّاسِ، فَرَضَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَأَتَاهُ طَلْحَةُ بِابْنِ أَخٍ لَهُ، فَفَرَضَ لَهُ دُوْنَ ذَالِكَ، فَقَالَ: يَاأَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَضَّلْتَ هٰذَاالْأَنْصَارِيَّ - عَلَى ابْنِ أَخِيْ! قَالَ: نَعَمْ، لِأَنِّيْ رَأَيْتُ أَبَاهُ يَسْتَنُّ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيْفِهِ كَمَا يَسْتَنُّ الْجَمَلَ -

হাদীস নং ৮৭- আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব যখন লোকদের জন্য ভাতা নির্ধারিণ করিতেছিলেন তখন আব্দুল্লাহ বিন হানযালার জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ করিলেন। অতঃপর ত্বালহা তাহার ভাতুষ্পুত্রকে লইয়া তাহার নিকটে আসিলেন। উমর তাহার জন্য উহার চেয়ে কম নির্ধারিণ করিলেন। ত্বালহা বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই আনসারী ব্যক্তিকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর প্রাধান্য দিলেন! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কেননা আমি উহুদের দিন তাহার পিতাকে তরবারী লইয়া এমন উদ্ধতভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি যেমন উট বিচরণ করিয়া থাকে।

সৌভাগ্যবান মুজাহিদ

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَحَمَهُ الْقِتَالُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِيْ يَوْمَ أُحُدٍ - وَخَلَصَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ثَقُلَ، وَظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَئِذٍ وَدَنَا مِنْهُ الْعَدُوُّ، فَذَبَّ عَنْهُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ حَتَّى قُتِلَ، وأَبُوْدُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرْشَةَ حَتَّى كَثُرَتْ فِيْهِ الْجَرَاحَةُ، وَأُصِيْبَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثُلِمَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، وَكُلِمَتْ شَفَتُهُ، وَأُصِيْبَتْ وَجْنَتُهُ، فَقَالَ عِنْدَ ذَالِكَ : مَنْ رَجُلٌ يَبِيْعُ لَنَا نَفْسَهُ ؟ فَوَثَبَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَمْسَةٌ، فِيْهِمْ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ فَقُتِلُوْا حَتَّى كَانَ اٰخِرُهُمْ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ، فَقَاتَلَ حَتَّى أُثْبِتَ. ثُمَّ ثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ،فَقَاتَلُوْاعَنْهُ حَتّٰى أَجْهَضُوْا عَنْهُ الْعَدُوَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُدْنُ مِنِّيْ - وَقَدْأُثْبِتَتْهُ الْجِرَاحَةُ ،فَوَسَّدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَهُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهَا، وَهُوَ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ ـ

হাদীস নং ৮৮ - ইয়াযীদ ইবনে সাকান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন সেদিন-উহুদের দিন- যখন লড়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়া গেল, তিনি সেদিন দুইটি বর্ম পরিধান করিয়াছিলেন এবং যখন শত্রু তাহার নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন মুসআব বিন উমাইর এবং আবু দাজানাহ সিমাক বিন খারাশাহ (রাযিঃ) শত্রুর আক্রমন প্রতিহত করিতেছিলেন। শেষ পর্যায়ে মুসআব নিহত হইলেন ও আবু দাজানাহ প্রচুর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমন্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হইল, দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, ঠোঁট কাটিয়া গেল এবং কপালে আঘাত লাগিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন পুরুষ আমাদের জন্য নিজ সত্ত্বাকে বিক্রি করিয়া দিবে ? তৎক্ষনাৎ আনসারদের পাঁচজন যুবক লাফাইয়া আসিল তাঁহাদের মধ্যে যিয়াদ বিন সাকান ছিলেন। তাঁহারা সকলেই নিহত হইলেন। তাঁহাদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ ইবনে সাকান। তিনি নিশ্চল হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করিয়াছিলেন অতঃপর মুসলমানদের

আরেকটি দল আগাইয়া আসিল এবং লড়াই করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শত্রু সেনাদের হটাইয়া দিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিয়াদ বিন সাকানকে) বলিলেন, আমার নিকটে আস, তিনি তখন আঘাতে আঘাতে নিশ্চল হইয়া গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কদম বিছাইয়া দিলেন এবং তিনি তাহার উপরই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি হইলেন যিয়াদ বিন সাকান।

আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ لَنَا : أُصِيْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ نَحْوَ مِنْ ثَلَاثِيْنَ ، كُلُّهُمْ يَجِيْءُ حَتّٰى يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ،أَوْ قَالَ : يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : وَجْهِيْ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ، وَنَفْسِيْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ،وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ -

হাদীস নং ৮৯ - হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রায় ত্রিশ জন ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হন, প্রত্যেকে আসিয়া তাঁহার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) বলিয়াছেন তাহার সামনে আসিতেন এবং বলিতেন :

وَجْهِيْ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ
وَنَفْسِيْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ
وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ

আমার মুখমন্ডল আপনার মুখমণ্ডলের জন্য আবরন এবং আমার সত্ত্বা আপনার সত্ত্বার জন্য উৎসর্গিত৷ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আপনি দীর্ঘজীবি হউন।

দ্বীনের পক্ষে লড়াই কর

عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُوَيَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهِ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ أَشَعَرْتَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قَدْقُتِلَ، فَقَدْ بَلَّغَ، فَقَاتِلُوْا عَنْ دِيْنِكُمْ -

হাদীস নং ৯০-ইবনে আবী নাজীহ্ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এক আনসারী ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তিনি তখন রক্তেরঞ্জিত ছিলেন। লোকটি বলিলেন ওহে তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হইয়াছেন? আনসারী বলিলেন, মুহাম্মাদ যদি নিহতও হইয়া থাকেন তিনি তো (দ্বীনের সবকিছু) পৌঁছাইয়া দিয়াছেন৷অতএব তোমরা তোমাদের দ্বীনের পক্ষে লড়াই কর।

সঙ্গীর প্রতি মনোযোগ দাও

عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَبِيْ، قَالَ : كُنْتُ فِيْ أَوَّلِ مَنْ فَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ دُوْنَهُ - أُرَاهُ قَالَ: وَيَحْمِيْهِ - قُلْتُ : كُنْ طَلْحَةُ - حَيْثُ فَاتَنِيْ مَا فَاتَنِيْ، وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَجُلٌ أَنَا أَقْرَبُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ،وَهُوَ يَخْطَفُ السَّعْيَ تَخَطُّفًا، لَاأَخْفَظُهُ، حَتّٰى دَفَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَلْقَتَانِ مِنَ الْمِغْفَرِ قَدْنَشِبَتَا فِيْ وَجْهِهِ، وَإِذَاهُوَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ - يُرِيْدُ طَلْحَةَ وَقَدْ نُزِفَ - فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ - وَأَقْبَلْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَنِيْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ،عَلٰى أَنْ أَتْرُكَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِيْ حَتّٰى تَرَكْتُهُ، فَأَكَبَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ،فَأَخَذَحَلْقَةً قَدْ نَشِبَتْ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ أَنْ يُزَعْزِعَهَا ، فَيَشْتَكِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَزَمَ عَلَيْهَا { بِثَنِيَّتِهِ } ثُمَّ نَهَضَ عَلَيْهَا ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ وَنَزَعَهَا ، فَقُلْتُ : دَعْنِيْ - فَأَتَى فَطَلَبَ إِلَيَّ، فَأَكَبَّ عَلَى الْأُخْرَى، فَصَنَعَ بِهَا مِثْلَ ذَالِكَ، فَنَزَعَهَا ، وَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَكَانَ أَبُوْعُبَيْدَةَ أَهْتَمَ الثَّنَايَا -

হাদীস নং ৯১ - হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সর্ব প্রথম প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি যাহা হারাইবার তাহা হারানোর পর দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একজন ব্যক্তি রহিয়াছেন যিনি তাঁহার সামনে লড়িতেছেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার ধারণা তিনি বলিয়াছেন "এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন" আমি মনে মনে বলিলাম, তিনি ছিলেন তালহা। আমার ও মুশরিকদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন। আমি রাসূলের অধিক নিকটবর্তী ছিলাম আর তিনি খুব দ্রুতগতিতে দৌড়াইয়া আসিতেছিলেন। আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না তিনি কে ? অবশেষে আমি খুব দ্রুত রাসূলের নিকট পৌঁছিলাম। দেখিলাম, শিরস্ত্রানের দুইটি আংটা তাঁহার মুখমণ্ডলে গাঁথিয়া গিয়াছে। এদিকে লোকটিকে চিনিতে পারিলাম তিনি হইলেন আবু উবাইদা। রাসূলুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই সঙ্গীর প্রতি মনোযোগ দাও। অর্থাৎ ত্বালহার প্রতি। তাহার প্রচুর রক্তক্ষরণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেন না। আমরা উভয়ে রাসূলের প্রতি মনোযোগী হইলাম। আবু উবাইদা চাহিতেছিলেন আমি যেন তাহাকে সুযোগ দেই। তিনি নাছোড় বান্দা হইয়া রহিলেন অবশেষে আমি তাহাকে সুযোগ দিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঝুঁকিলেন এবং একটি আংটা (কামড়াইয়া) ধরিলেন যাহা রাসূলের চেহারায় গাঁথিয়া গিয়াছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পাইবেন এই ভয়ে আংটাটি হেলাইলেন না বরং শক্ত করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া সোজা হইয়া গেলেন ফলে তাঁহার সামনের একটি দাঁত পড়িয়া গেল এবং আংটাটি বাহির হইয়া আসিল। তখন আমি বলিলাম এবার আমাকে সুযোগ দিন কিন্তু তিনি পুনরায় আসিয়া আমার নিকটে আবেদন করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় আংটাটির উপর ঝুঁকিলেন এবং ইহাকেও প্রথমটার মত বাহির করিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় আরেকটি দাঁত ও পড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে আবু উবাইদার সামনের দুইটি দাঁত ছিলনা।

পচাত্তরটি আঘাত

عَنْ مُوْسى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ طَلْحَةَ رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ أَوْ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، رُبِعَ فِيْهَا جَبِيْنُهُ، وَقُطِعَ فِيْهَا عِرْقُ نِسَائِهِ، وَشُلَّتْ إِصْبَعُهُ هٰذِهِ الَّتِي تَلِيْ الْإِبْهَامَ -

হাদীস নং ৯২ - মুসা ইবনে ত্বালহা বলিয়াছেন, যখন ত্বালহা ফিরিলেন তখন তাহার দেহে তীর বর্শা ও তরবারীর পঁয়ত্রিশটি অথবা পঁচাত্তরটি আঘাত ছিল। তাহার কপালের পার্শ্বসমূহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, একটি ধমনী কাটিয়া গিয়াছিল এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের এই আঙ্গুলটি অবশ হইয়া গিয়াছিল।

অবধারিত করিয়া ফেলিয়াছে

عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَئِذٍ أَوْجَبَ طَلْحَةُ

হাদীস নং ৯৩- যুবাইর বলেন, আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, ত্বালহা অবধারিত করিয়া ফেলিয়াছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْظُرُ لِيْ مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ – قَالَ : فَخَرَجَ يَطُوْفُ فِيْ الْقَتْلٰى حَتّٰى وَجَدَ سَعْدًا جَرِيْحًا قَدْ أَثْبَتَ بِآخِرِرَمَقٍ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَنْظُرَ لَهُ أَمِنَ الْأَحْيَاءِ أَنْتَ، أَمْ فِيْ الْأَمْوَاتِ ؟ قَالَ : فَإِنِّيْ فِيْ الْأَمْوَاتِ، أَبْلِغْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّيْ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ أَنَّ سَعْدًا يَقُوْلُ لَكَ : جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزٰى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّيْ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُمْ أَنَّ سَعْدًا يَقُوْلُ لَكُمْ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ إِن خَلَصَ إِلٰى نَبِيِّكُمْ، وَفِيْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ –

হাদীস নং ৯৪ - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী সা'সাআহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছ যে সা'দ বিন রাবীর অবস্থা জানিয়া আমাকে তাহা জানাইবে ? তখন আনসারগণের মধ্যে একব্যক্তি বলিলেন, আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর তিনি মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে খুজিতে লাগিলেন অবশেষে সা'দ কে আহত ও মুমুর্ষ অবস্থায় পাইলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, হে সা'দ ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে বলিয়াছেন, তুমি কি জীবিতদের মধ্যে আছ নাকি মৃতদের মধ্যে ? তিনি বলিলেন, আমি মৃতদের মধ্যে। আমার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাইবে এবং বলিবে সা'দ আপনাকে বলিয়াছেঃ আল্লাহতায়ালা আপনাকে আমাদের পক্ষ হইতে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন যা একজন নবীকে তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে দান করিবেন। এবং আমার স্বজাতিকে আমার পক্ষ হইতে সালাম দিবে এবং তাহাদিগকে বলিবে সা'দ তোমাদিগকে বলিয়াছে, তোমাদের মধ্যে চোখের পলক ফেলিবার শক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি (দুশমনের পক্ষে) তোমাদের

নবী পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হয় তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার নিকটে তোমাদের কোন ওযরই চলিবে না।

রাসূলের পতাকাবাহী

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ،قَالَ : وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مُنْجَعِفٌ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدٌ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوْااللّٰهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ، وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا) ،ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ ائْتُوْهُمْ وَزُوْرُوْهُمْ وَسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ، لَايُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّارَدُّوْا عَلَيْهِ السَّلَامَ -

হাদীস নং ৯৫ - উবাইদ বিন উমাইর হইতে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব বিন উমাইরের সামনে কিছুক্ষণ থামিলেন । তিনি উহুদের দিন শহীদ হইবার পর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পতাকাবাহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْامَاعَاهَدُوْااللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গিকারকে পূর্ণ করিয়াছে। উহাদের কেহ কেহ শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদের অঙ্গিকারে কোন পরিবর্তন করে নাই। (আহযাব, আয়াতঃ২৩)

অতঃপর আল্লাহর রাসূল তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালার নিকটে শহীদ হিসেবে বিবেচিত হইবে। অতঃপর মানুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল তোমরা তাহাদের নিকটে আসিবে এবং তাহাদের যিয়ারত করিবে এবং তাহাদিগকে সালাম দিবে। ঐ সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রান! কিয়ামত পর্যন্ত যে-ই তাহাদিগকে সালাম করিবে তাহারা উহার জওয়াব দিবে।

নিঃস্ব শহীদ

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ، فَكُفِنَ فِيْ بُرْدَةٍ ،أَنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ : وَقُتِلَ حَمْزَةُ، وَهُوَخَيْرٌ مِنَّا، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ : { أُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا } مَا أُعْطِيْنَا، وَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ -

হাদীস নং ৯৬ - সা'দ ইবনে ইবরাহীম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ দিনভর রোযা রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সামনে খাবার উপস্থিত করা হইলে তিনি বলিলেন, মুস'আব ইবনে উমাইর আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন অথচ তাঁহাকে এমন একটি চাদর দ্বারা কাফন দেওয়া হইল যে তাঁহার মাথা ঢাকিলে পদদ্বয় বাহির হইয়া পড়িত এবং পদদ্বয় ঢাকিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। বর্ণনাকারী বলেন আমার যতদুর মনে পড়ে তিনি বলিয়াছেন, এবং হামযা নিহত হইলেন তিনি ও আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।

অতঃপর আমাদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত হইয়া গেল অথবা তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগকে দুনিয়া প্রদান করা হইল। আমার আশংকা

হইতেছে আমাদের পূণ্য কর্মের বিনিময় আমাদিগকে সময়ের পূর্বেই প্রদান করা হইতেছে। অতঃপর তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং খাবার পরিত্যাগ করিলেন।

তাহারাই ছিলেন রাসূলের সঙ্গী

عَنْ أُمَيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ:قَالَ أَبُوْ الْعُبَيْدَيْنِ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، لاَ تَخْتَلِفُوْا، فَتَشُقُّوْا عَلَيْنَا - ثُمَّ قَالَ : رَحِمَكَ اللّٰهُ أَبَا الْعَبِيْدَيْنِ، إِنَّمَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ دُفِنُوْا مَعَهُ فِيْ الْبُرُوْدِ -

হাদীস নং ৯৭ - উমাই আল মুরাদী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল উবাইদাইন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীবৃন্দ ! তোমরা পরস্পর মতানৈক্য করিয়া আমাদিগকে কষ্টের সম্মুখীন করিওনা। আব্দুল্লাহ বলিলেন, হে আবুল উবাইদাইন! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীতো তাহারাই ছিলেন যাহারা তাঁহার সহিত নিজ (পরিধেয়) চাদরসমূহের মধ্যেই সমাহিত হইয়াছেন।

জীবন্ত শহীদ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكَظَامَةَ، قَالَ : قِيْلَ مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيْلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيْلَهُ - يَعْنِيْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ - قَالَ : فَأَخْرَجْنَا هُمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ، قَالَ : فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ إِصْبَعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَانْفَطَرَتْ دَمًا - قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : وَلاَيُنْكِرُ بَعْدَ هٰذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا

হাদীস নং ৯৮ - জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুয়াবিয়া "কানাত" খনন করিতে চাইলেন তখন ঘোষণা করা হইল, (এখানে) যাহার কোন মৃত (আত্মীয়ের লাশ) রহিয়াছে সে যেন তাহার নিকটে উপস্থিত হয় অর্থাৎ উহুদের মৃতগণ। বর্ণনাকারী বলেন অতঃপর আমরা তাহাদিগকে একদম তরুতাজা বাহির করিলাম। তিনি বলেনঃ তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির আঙ্গুলে কোদালের আঘাত লাগিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে গল গল করিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবু সাইদ খুদরী বলেন, ইহার পর কোন অস্বীকারকারী কখনো অস্বীকার করিবে না।

শহীদের আবাসস্থল

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا اسْتُشْهِدَ الشُّهَدَاءُ بِأُحُدٍ - وَنَزَلُوْا مَنَازِلَهُمْ، رَأَوْا مَنَازِلَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ لَمْ يُسْتَشْهَدُوْا، وَهُمْ مُسْتَشْهَدُوْنَ - فَقَالُوْا : فَكَيْفَ بِأَنْ يَعْلَمَ أَصْحَابُنَا مَا أَصَبْنَا مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَ اللّٰهِ، فَأُنْزِلَ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) إِلٰى اٰخِرِهَا -

হাদীস নং ৯৯ - ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, যখন উহুদ প্রান্তরে শহীদগণ শাহাদাত বরণ করিলেন এবং স্ব স্ব আবাসস্থলে উপনীত হইলেন তখন তাহারা তাহাদের এমন কিছু বন্ধুবর্গের আবাসস্থল ও দেখিলেন যাহারা এখনও শহীদ হন নাই, ভবিষ্যতে শহীদ হইবেন। তখন তাহারা বলিয়া উঠিলেন, আমরা আল্লাহর নিকটে যেই কল্যাণ লাভ করিয়াছি আমাদের সঙ্গীগণ উহা কিভাবে অবগত হইতে পারেন ? তখন

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

[যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছেন তাহাদিগকে মৃত মনে

করিওনা বরং তাহারা জীবিত তাহাদের পালনকর্তার নিকটে রিয্ক লাভ করিতেছে।]

এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হইল।

বদরী সাহাবীগণের মর্যাদা

عَنِ الْحَسَنِ يَقُوْلُ : لَمَّا حَضَرَالنَّاسُ بَابَ عُمَرَ وَفِيْهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُوْسُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَتِلْكَ الشُّيُوْخُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَخَرَجَ أُذِنُهُ، فَجَعَلَ يَأْذَنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ، لِصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ وَأَهْلِ بَدْرٍ، وَكَانَ وَاللّٰهِ بَدْرِيًّا وَكَانَ يُحِبُّهُمْ، وَكَانَ قَدْ أَوْصٰى بِهِمْ، فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ يُؤْذَنُ لِهٰذِهِ الْعَبِيْدِ، وَنَحْنُ جُلُوْسٌ لاَيَلْتَفِتُ إِلَيْنَا !فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو : وَيَالَهُ مِنْ رَجُلٍ، مَاكَانَ أَعْقَلَهُ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ أَرٰى الَّذِيْ فِيْ وُجُوْهِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ غِضَابًا ، فَاغْضِبُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ، دُعِيَ الْقَوْمُ وَدُعِيْتُمْ، فَأَسْرَعُوْا وَأَبْطَأْتُمْ، أَمَا وَاللّٰهِ لَمَاسَبَقُوْكُمْ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ فِيْمَا لاَ تَرَوْنَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ فَوْتًا مِنْ بَابِكُمْ هٰذَاالَّذِيْ تَنَافَسُوْنَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا الْقَوْمُ، إِنَّ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ سَبَقُوْكُمْ بِمَاتَرَوْنَ فَلاَسَبِيْلَ لَكُمْ وَاللّٰهِ إِلٰى مَا سَبَقُوْكُمْ إِلَيْهِ، وَانْظُرُوْاهٰذَاالْجِهَادَ فَالْزَمُوْهُ عَسٰى اللّٰهُ أَنْ يَرْزُقَكُمْ شَهَادَةً - ثُمَّ نَفَضَ ثَوْبَهُ، فَلَحِقَ بِالشَّامِ - فَقَالَ الْحَسَنُ : صَدَقَ وَاللّٰهِ، لاَيَجْعَلُ اللّٰهُ عَبْدًا أَسْرَعَ إِلَيْهِ كَعَبْدٍ أَبْطَأَ عَنْهُ-

হাদীস নং ১০০ - হাসান বলিয়াছেন, যখন লোকেরা উমরের দরজায় উপস্থিত হইল যাহাদের মধ্যে সুহাইল বিন আমর, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং কুরাইশের ঐসব বৃদ্ধগণ ও ছিলেন। তখন অনুমতিদানকারী বাহিরে আসিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীগণকে অনুমতি দিতে লাগিলেন, সুহাইব, বিলাল এবং অন্যান্য বদরীগণকে। খোদার কসম তিনি

(উমর) নিজেও বদরী ছিলেন এবং বদরী সাহাবীগণকে ভালোবাসিতেন এবং তিনি উহাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে আদিষ্ট ছিলেন। তখন আবু সুফিয়ান বলিলেন, অদ্যকার মততো আর কখনও দেখি নাই এই সব দাসদিগকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে অথচ, আমরা বসিয়া আছি। সুহাইল বিন আমর উত্তরে বলিলেন, তাহার মত পুরুষই হয়না! তাহার মত সুবিবেচকও আর নাই। হে জনমণ্ডলী ! খোদার কসম আমি তোমাদের মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট অপ্রসন্নতা অবলোকন করিতেছি। যদি তোমাদের মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে তাহা হইলে নিজেদের উপরই ক্রোধান্বিত হও। তাহাদিগকেও আহবান করা হইয়াছিল তোমাদিগকেও আহবান করা হইয়াছিল। তাহারা দ্রুত আহবানে সাড়া দিয়াছে এবং তোমরা বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছ। খোদার কসম অদৃশ্য জগতের যেই মর্যাদায় তাহারা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে তাহা হারাইবার বেদনা তোমাদের জন্য এই দরজা (দৃশ্যমান মর্যাদা) হইতেও অধিক মর্মান্তিক হইবে যাহার ব্যাপারে তোমরা তাহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছ। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে জন মন্ডলী! ইহারা তোমাদের চেয়ে ঐ বিষয়ে অগ্রগামী হইয়াগিয়াছে যাহা তোমরা দেখিতেছ। অতএব এই ব্যাপারে তোমাদের কিছুই করিবার নাই। এখন এই জিহাদের প্রতি মনোনিবেশ কর এবং উহাতে অংশগ্রহন কর হয়তবা আল্লাহ তোমাদিগকে শাহাদাত নসীব করিবেন অতঃপর তিনি তাহার কাপড় ঝাড়িলেন এবং শামে চলিয়া গেলেন। হাসান বলেন, খোদার কসম। তিনি সত্যই বলিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতি দ্রুত ধাবিত বান্দাকে কখনো বিলম্বকারী বান্দার সমপর্যায়ভূক্ত করেন না।

জিহাদের সময়ের ফযীলত

عَنْ أَبِيْ نَوْفَلِ بْنِ أَبِيْ عَقْرَبٍ، قَالَ : خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ مِنْ مَكَّةَ، فَجَزِعَ أَهْلُ مَكَّةَ جَزَعًا شَدِيْدًا، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَطْعَمُ إِلَّا خَرَجَ يُشَيِّعُهُ، حَتّٰى

إِذَاكَانَ بِأَعْلَى الْبَطْحَاءِ أَوْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ ذَالِكَ ، وَقَفَ وَوَقَفَ النَّاسُ حَوْلَهُ يَبْكُوْنَ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَ النَّاسِ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا خَرَجْتُ رَغْبَةً بِنَفْسِيْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا اخْتِيَارُ بَلَدٍ عَنْ بَلَدِكُمْ، وَلٰكِنْ كَانَ هٰذَا الْأَمْرُ، فَخَرَجَتْ فِيْهِ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاللّٰهِ مَا كَانُوْا مِنْ ذَوِيْ أَنْسَابِهَا، وَلَا فِيْ بُيُوْتَاتِهَا - فَأَصْبَحْنَا وَاللّٰهِ لَوْ أَنَّ جِبَالَ مَكَّةَ ذَهَبٌ فَأَنْفَقْنَا هَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، مَا أَدْرَكْنَا يَوْمًا مِنْ أَيَّامِهِمْ، وَأَيْمُ اللّٰهِ ، لَئِنْ فَاتُوْنَا بِهِ فِيْ الدُّنْيَا، لَنَلْتَمِسَنَّ أَنْ نُشَارِكَهُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ، فَاتَّقَى اللّٰهَ إِمْرُؤٌ خَرَجَ غَازِيًا. فَتَوَجَّهَ غَازِيًا إِلَى الشَّامِ، وَاتَّبَعَهُ ثَقَلُهُ فَأُصِيْبَ شَهِيْدًا -

হাদীস নং ১০১ - আবু নওফল ইবনে আবি আকরাব বলেনঃ হারেস ইবনে হিশাম মক্কা হইতে বাহির হইলেন ফলে মক্কাবাসীগণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। খাদ্য গ্রহণ করে এমন প্রতিটি মানুষ তাহাকে বিদায় জানাইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যখন বাতহার উঁচু স্থানে বা উহার যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা পৌঁছিলেন, থামিলেন এবং লোকেরাও ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁহার চারিপাশে থামিল। তিনি তখন মানুষের অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন হে লোক সকল! খোদার কৃসম আমি এই জন্য বাহির হই নাই যে, আমি তোমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থানে আগ্রহী বা তোমাদের জনপদ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন জনপদ গ্রহণ করিব। (বরং ব্যাপার হইল, যেই কাজে আমি বাহির হইতেছি) উহা বহু পূর্বেই আসিয়া ছিল এবং কুরাইশের কিছু লোক ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। খোদার কসম তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বংশের এবং অভিজাত অংশের কখনোই ছিলনা (কিন্তু আমরা তখন পিছাইয়া রহিয়াছি) অতঃপর আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, যদি মক্কার সকল পাহাড় সোনায় পরিণত হইয়া যায় এবং আমরা উহা খোদার রাহে বিলাইয়া দেই তাহা হইলেও তাহাদের সেই দিনগুলির একদিনের মর্যাদাও লাভ করিতে পারিব

না। খোদার কসম! যদি তাহারা দুনিয়াতে সেই ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হইয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা অন্তত আখেরাতে তাহাদের সহিত শরীক হইবার সুযোগ সন্ধান করিব। অতএব যেই ব্যাক্তি জিহাদের সফরে বাহির হইয়া গেল সে আল্লাহকে ভয় করিল। অতঃপর তিনি শাম অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার সফর সঙ্গীগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এবং তিনি সেই স্থানে গিয়া শহীদ হইলেন।

আমাকে অনুমতি দিন

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : لَمَّا كَانَ خِلَافَةُ أَبِيْ بَكْرٍ، تَجَهَّزَ بِلَالٌ لِلْخُرُوْجِ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَا كُنْتُ أَرَاكَ يَا بِلَالُ تَدَعُنَا عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ، لَوْ أَقَمْتَ مَعَنَا فَأَعَنْتَنَا - فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقْتَنِيْ لِلّٰهِ،فَدَعْنِيْ أَذْهَبُ إِلَى اللّٰهِ، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِيْ لِنَفْسِكَ، فَأَحْبِسْنِيْ عِنْدَكَ فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتَ بِهَا -

হাদীস নং ১০২ - হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) খলীফা হইলেন তখন বেলাল শামে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, ওহে বেলাল! তোমার ব্যাপারেতো আমার এই ধারনা ছিলনা যে, তুমি আমাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া যাইবে। তুমি যদি আমাদের সহিত অবস্থান করিতে এবং আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করিতে ! বিলাল বলিলেনঃ আপনি যদি আমাকে আল্লাহর জন্য আযাদ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আল্লাহর নিকটে চলিয়া যাই আর যদি আপনার জন্য আযাদ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে আপনার নিকটেই আবদ্ধ রাখুন। ইহা শুনিয়া আবু বকর তাহাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি শামে চলিয়া গেলেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করিলেন।

অভিযানে বাহির হইয়া পড়

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : جَلَسْنَا إِلٰى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بِدِمَشْقَ، وَهُوَ يُحَدِّثُنَا، وَهُوَ عَلٰى تَابُوْتٍ، مَا بِهِ عَنْهُ فَضْلٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَوْقَعَدْتَ الْعَامَ عَنِ الْغَزْوِ- قَالَ : أَبَتِ الْبُحُوْثُ - يَعْنِىْ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ،قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى (إِنْفِرُوْاخِفَافًاوَثِقَالًا) قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ: بَحَثَتِ الْمُنَافِقِيْنَ -

হাদীস নং ১০৩ - আব্দুর রহমান বিন যুবাইর বিন নুফাইর তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, আমরা দামেস্কে মিকদাদ বিন আসওয়াদের নিকটে বসিলাম। তিনি আমাদিগকে একটি কাঠের সিন্দুকের উপর বসিয়া হাদীস শুনাইতেন। তিনি বসিলে উহাতে কোন বাড়তি স্থান থাকিত না । এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আপনি যদি এই বছর যুদ্ধাভিযান হইতে বিরত থাকিতেন! তিনি বলিলেন, "বুহুছ"অর্থাৎ সুরায়ে তাওবা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا অভিযানে বাহির হইয়া পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়।

(তাওবা,আয়াতঃ ৪১)

আবু উসমান বলেন, সূরাটিকে সূরায়ে বুহুছ এই জন্য বলা হয় যে ইহাতে মুনাফিক সম্পর্কে বহুছ বা আলোচনা রহিয়াছে।

সর্বাবস্থায় জিহাদ কর

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَاطَلْحَةَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (إِنْفِرُوْ خِفَافًاوَثِقَالًا) فَقَالَ : أَمَرَنَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، وَاسْتَنْفَرَنَا شُيُوْخًا وَشَبَابًا، جَهِّزُوْنِي فَقَالَ بَنُوْهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، قَدْغَزَوْتَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَنَحْنُ نَغْزُوْ عَنْكَ الْاٰنَ - فَغَزَاالْبَحْرَ، فَمَاتَ، فَطَلَبُوْاجَزِيْرَةً يَدْفِنُوْنَهُ، فَلَمْ يَقْدِرُوْاعَلَيْهَا إِلَّابَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَمَاتَغَيَّرَ -

হাদীস নং ১০৪ - আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আবু তালহা, এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন إِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا অভিযানে বাহির হইয়া পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়। (তাওবা,আয়াত ৪১) অতঃপর বলিলেন, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন এবং যৌবন ও বার্ধক্য উভয় অবস্থাতেই বাহির হইতে বলিয়াছেন। তোমরা আমার যুদ্ধযাত্রার সরঞ্জামাদী প্রস্তুত করিয়া দাও। তাহার পুত্রগণ বলিলেন ঃ আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবুবকর ও উমর এর সময়ে যুদ্ধে গিয়াছেন। এখন আমরা আপনার পক্ষ হইতে যুদ্ধে যাইব। (এরপরও) তিনি সমূদ্রের এক অভিযানে বাহির হইলেন এবং মৃত্যুবরণ করিলেন। তাহাকে দাফন করিবার জন্য লোকেরা একটি দ্বীপের সন্ধান করিতেছিলেন কিন্তু সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তাহারা উহার সন্ধান পাইলেন না। অথচ এতদিন পর্যন্ত তাহার মৃতদেহে কোনই পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

আমাকে তরবারী দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন

عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِيْ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَجَعَلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصِّغَارَعَلٰى مَنْ خَالَفَنِيْ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمْ -

হাদীস নং ১০৫ - তাউস ইয়ামানী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আমাকে তরবারী দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার রিয্ক আমার বর্শার ছায়াতলে রাখিয়াছেন। আমার পথ পরিত্যাগকারীদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান রাখিয়াছেন এবং যে যেই জাতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবে সে তাহাদেরই অর্ন্তভূক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কোন দিনটি বেশী আনন্দের

عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ:قَالَ خَالِدُبْنُ الْوَلِيْدِ: مَاأَدْرِيْ مِنْ أَيِّ يَوْمَيْنِ أَفر، يَوْمُ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُهْدِيَ لِيْ فِيْهِ شَهَادَةً، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَأَنْ يُهْدِيَ لِيْ فِيْهِ كَرَامَةً -

হাদীস নং ১০৬ - আইযার বিন হুরাইস হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খালেদ বিন ওলীদ বলিয়াছেন, আমি জানিনা কোন দিনটি লাভ করিলে আমি অধিক আনন্দিত হইব, যেই দিন আল্লাহতায়ালা আমাকে শাহাদাত দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন বা যেই দিন আমাকে মর্যাদায় (শাহাদাতের বিনিময়ে) ভূষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

আমি দুশমনের উপর আক্রমণ করিব

عَنْ مَوْلٰى لِاٰلِ خَالِدِبْنِ الْوَلِيْدِ، قَالَ:قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: مَا مِنْ لَيْلَةٍ يُهْدٰى إِلَيَّ فِيْهَا عَرُوْسٌ أَنَا لَهَا مُحِبٌّ، أَوْ أُبْشَرُ فِيْهَا بِغُلَامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ كَثِيْرَةِ الْجَلِيْدِ فِيْ سَرِيَّةٍ أُصَبِّحُ فِيْهَا الْعَدُوَّ -

হাদীস নং ১০৭ খালেদ বিন ওলীদ (রাযিঃ) এর পরিবারবর্গের আযাদকৃত একজন দাস হইতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, খালেদ বিন ওলীদ বলিয়াছেন, যেই রাত্রে আমার প্রেয়সী নববধুরূপে আমার নিকট প্রেরিত হইবে বা যেই রাত্রে আমি একটি পুত্র সন্তানের জনক হইবার সু সংবাদ প্রাপ্ত হইব উহাও আমার নিকটে তুষারঝরা কনকনে শীতের ঐ রাত্রি হইতে অধিক পছন্দনীয় নয় যাহার ভোরে আমি দুশমনের উপর আক্রমন করিব।

আমার পছন্দের বিষয়

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ الْفَاتِكِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ : مَاأُحِبُّ أَنَّ امْرَأَتِيْ أَصْبَحَتْ نَفْسَا بِغُلَامٍ، وَلَا أَنَّ فَرَسِيْ أَصْبَحَتْ بعَطِفَةٍ عَلٰى مُهْرَةٍ،وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ لَايَأْتِيْ عَلَيَّ

يَوْمٌ إِلاَّ عَدَاعَلَيَّ فِيهِ قِرْنِي مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَيْهِ لأُمَّتِهِ، إِنْ قَتَلَنِي قَتَلَنِي، وَإِنْ قَتَلْتُهُ عَدَاعَلَيَّ مِثْلُهُ مَا بَقِيتُ -

হাদীস নং ১০৮ - সামুরাহ্ ইবনে ফাতেক হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ইহা পছন্দ নয় যে আমার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিবে বা ইহাও পছন্দ নয় যে, আমার ঘোড়া তাহার (সদ্য প্রসূত) শাবকের প্রতি মমতাময়ী হইবে। (খোদার কসম) আমার পছন্দের বিষয় হইল, আমার প্রতিটি দিবস এমন হইবে যে, আমার সমবয়স্ক, লৌহবর্ম পরিহিত কোন মুশরিক আমার উপর আক্রমণ করিবে। যদি সে আমাকে হত্যা করিতে পারেতো হত্যা করিবে আর যদি আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলি তবে তাহার মত আরেকজন আসিয়া আমার মৃত্যু পর্যন্ত আক্রমন শানাইবে ।

উত্তম যুবক

عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْفَتٰى سَمُرَةُ، لَوْأَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِن مِئْزَرِهِ - فَفَعَلَ ذَالِكَ،أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِئْزَرَهُ -

হাদীস নং ১০৯ - সামুরাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উত্তম যুবক সামুরা যদি সে তাহার চুল খাটো করিত এবং লুঙ্গি গুটাইত! তখন তিনি এরূপই করিলেন, চুল খাটো করিলেন এবং লুঙ্গি গুটাইয়া লইলেন।

অন্ধ মুজাহিদ

عن عَطِيَّةَ بْنِ أَبِي عَطِيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَاٰى إِبْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ الْكُوْفَةِ، عَلَيْهِ دِرْعٌ سَابِغَةٌ يَجُرُّهَا فِيْ الصَّفِّ -

হাদীস নং ১১০ - আতিয়্যাহ বিন আবী আতিয়্যাহ হইতে বর্ণিত, তিনি ইবনে উম্মে মাকতূম (একজন অন্ধ সাহাবী) কে কুফার যুদ্ধসংকুল

দিনসমূহের একদিনে দেখিয়াছেন যে, তিনি পূর্ণ বর্ম পরিহিত অবস্থায় কাতারের মধ্যে হাটিতেছেন।

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি

عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَرُّ مَا فِيْ الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

হাদীস নং ১১১ - হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হইল অস্থিরকারী লালসা এবং হৃদপিন্ড উৎপাটনকারী ভীরুতা।

ভীরুদের চোখে নিদ্রা তিরোহিত হোক

عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْجُنْدِ، وَكَانَ شُجَاعًا فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ : كَمْ مِنْ مَشْهَدٍ شَهِدْتُهُ، وَكَمْ مِنْ مَجْمَعٍ حَضَرْتُهُ، وَلَمْ أُرْزَقِ الشَّهَادَةَ ، لاَنَامَتْ عُيُوْنُ الْجُبَنَاءِ -

হাদীস নং ১১২ - হাইছাম ইবনে মালিক হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেনা বাহিনীর একজন বৃদ্ধ যিনি অত্যন্ত বাহাদুর ছিলেন, যখন তাহার মৃত্যুর সময় সন্নিকটে আসিল তিনি বলিলেন, কত ময়দানে উপস্থিত হইলাম, কত সেনাদলের সঙ্গী হইলাম অথচ শাহাদাত নছীব হইল না। ভীরু কাপুরুষদের চোখের নিদ্রা তিরোহিত হোক।

সাহায্য শুধু আল্লাহর নিকট হইতেই আসে

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: أَقْبَلَتِ الرُّوْمُ يَوْمَ .... فِيْ جَمْعٍ كَثِيْرٍ مِنَ الرُّوْمِ وَنَصَارٰى الْعَرَبِ، عَلَيْهِمْ يَنَاقُ الْبِطْرِيْقِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ إِنَّهُ

قَدْ حَضَرَكُمْ جَمْعٌ عَظِيْمٌ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوْا إِلَى نَوَاظِيْرِ الشَّامِ بِيْرِيْنَ وَقُدَيْسٍ وَتَكْتُبُوْا إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَيُمِدَّكُمْ - فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ : إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، فَقَاتِلُوْا الْقَوْمَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ نَصْرًا مِنْ عِنْدِ أَبِيْ بَكْرٍ، رَكِبْتُ رَاحِلَتِيْ حَتَّى اَلْحَقَ بِهِ ! فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَاتَرَكَ لَكُمْ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ مَقَالًا - فَقَاتَلُوْا قِتَالًا شَدِيْدًا، فَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَقُتِلَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ، وَهَزَمَ اللّٰهُ الرُّوْمَ، وَقُتِلَ يَنَاقُ الْبِطْرِيْقُ - فَمَرَّرَجُلٌ بِهِشَامِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ قَتِيْلٌ، فَقَالَ : رَحِمَكَ اللّٰهُ، هٰذَاالَّذِيْ كُنْتَ تَبْتَغِيْ -

হাদীস নং ১১৩ - আলী ইবনে রাবাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমক বাহিনী (আজনাদাইন এর যুদ্ধে) রোমক সৈন্য ও আরব নাসারাদের বিরাট বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইল। ইয়ানাক নামিয় এক রোমী জেনারেল তাহাদের সেনাপতি ছিল। তখন (মুসলমানদের মধ্য হইত) কেহ বলিলেন, তোমাদের সামনে বিরাট বাহিনী উপস্থিত হইয়াছে, সমীচীন মনে করিলে তোমরা শামের বীরীন ও কুদাইস পর্যন্ত পশ্চাদপসরন করিয়া আবু বকর (রাযিঃ) কে পত্র লিখিতে পার তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য পাঠাইবেন। তখন হিশাম ইবনুল আস বলিলেন, যদি তোমরা বিশ্বাস কর যে, সাহায্য শুধুমাত্র মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান (আল্লাহর) নিকট হইতেই আসিয়া থাকে তাহা হইলে এই বাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হও। আর যদি তোমরা আবু বকরের পক্ষ হইতে সাহায্য আসিবার প্রতিক্ষায় থাক তাহা হইলে এই আমি আমার উটে চড়িলাম, এক্ষুনি তাঁহার নিকটে পৌছিব। তখন কেহ বলিলেনঃ হিশাম ইবনুল আস তোমাদের জন্য (দ্বিতীয়) কোন কথার সুযোগ রাখেন নাই। অতঃপর (মুসলমানগণ) প্রচণ্ড লড়াই করিলেন। মুসলমানদের বহু সৈনিক নিহত হইল । হিশাম ইবনুল আসও নিহত হইলেন এবং আল্লাহতায়ালা রোমক বাহিনীকে পরাজিত

করিলেন। (তাহাদের সেনাপতি) ইয়ানাক নিহত হইল। এক ব্যক্তি হিশাম ইবনুল আসের মৃত দেহের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন! তুমি তো ইহাই চাহিয়াছিলে।

কে উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ : مَرَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَرَأَ حَلْقَةً مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوْسًا فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالُوْا: أَهِشَامٌ كَانَ أَفْضَلَ فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ عَمْرُوْبْنُ الْعَاصِ ؟ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، جَاءَ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ :إِنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمْ شَيْئًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِيْ، فَمَا قُلْتُمْ ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَاكَ وَهِشَامًا، فَقُلْنَاأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَالِكَ - إِنَّاشَهِدْنَا الْيَرْمُوْكَ، فَبَاتَ وَبِتُّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَسْأَلُهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّاأَصْبَحْنَا رُزِقَهَا وَحُرِمْتُهَا،فَفِيْ ذَالِكَ تَبَيَّنَ لَكُمْ فَضْلُهُ عَلَيَّ -

হাদীস নং ১১৪ - আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস আসিয়া কাবা শরীফে তাওয়াফ করিলেন এবং সেখানে কুরাইশের একটি দলকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাহারা যখন আমরকে দেখিল তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল যে, হিশাম ও আমর ইবনুল আসের মধ্যে কে উত্তম ? তিনি তওয়াফ শেষ করিয়া তাহাদের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি জানি তোমরা আমাকে দেখিয়া কিছু বলিয়াছ, তোমরা কী বলিয়াছ ? তাহারা বলিল, আমরা আপনার ও হিশামের কথা আলোচনা করিতেছিলাম, উভয়ের মধ্যে কে উত্তম? তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই বিষয়ে বলিতেছি, আমরা উভয়ে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি এবং উভয়ে আল্লাহর পথে রাত্রি যাপন করিয়াছি, আমি তাঁহার (আল্লাহর) নিকটে উহা (শাহাদাত) প্রার্থনা করিয়াছি কিন্তু যখন ভোর হইল তিনি

তাহা লাভ করিলেন আর আমি বঞ্চিত রহিলাম । ইহা হইতেই তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছ যে, আমার চেয়ে তিনি উত্তম ছিলেন।

তিনি আমার চেয়ে উত্তম

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِبْنِ خَلَفِ بْنِ بَيَاضَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : إِنَّالَجُلُوْسٌ فِيْ الْحِجْرِ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْقِيْلَ: قَدِمَ اللَّيْلَةَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ مِصْرَفَمَا أَكْبَرَ بِأَنْ دَخَلَ فَابْتَدَرْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا فَلَمَّا طَافَ دَخَلَ الْحِجْرَوَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : كَأَنَّكُمْ قَدْقَرَضْتُمُوْنِي بِهَنْتٍ فَقَالَ الْقَوْمُ : لَمْ نَذْكُرْ إِلَّاخَيْرًا ،ذَكَرْنَاكَ وَهِشَامًا ، فَقَالَ بَعْضُنَا : هٰذَاأَفْضَلُ، وَقَالَ بَعْضُنَا: هٰذَا أَفْضَلُ، فَقَالَ عَمْرُو: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَالِكَ، إِنَّاأَسْلَمْنَا ،فَأَحْبَبْنَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاصَحْنَاهُ، فَذَكَرَيَوْمَ الْيَرْمُوْكِ،فَقَالَ : أُخِذَ بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ حَتّٰى اغْتَسَلَ وَتَحَنَّطَ وَتَكَفَّنَ، ثُمَّ أُخِذَ بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ حَتّٰى اغْتَسَلْتُ وَتَحَنَّطْتُ وَتَكَفَّنْتُ، ثُمَّ اعْتَرَضْنَا عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، فَقَبِلَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ- قَبِلَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ- قَبِلَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ - قَالَ أَبُوْعُمَرَ، قَالَ عَمْرُوبْنُ شُعَيْبٍ : عَلَّقَ عَمْرٌو يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ سَبْعِيْنَ سَيْفًا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطِهِ، قُتِلُوْا مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ -

হাদীস নং ১১৫ - মুহাম্মাদ ইবনুল আসওয়াদ ইবনে খালাফ ইবনে বায়াদাহ আল খুজায়ী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ও কুরাইশের কিছু লোক কাবাঘরের হাতীমে বসা ছিলাম, কেহ বলিল, গত রাত্রে আমর ইবনুল আস মিসর হইত আগমন করিয়াছেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই তিনি উপস্থিত হইলেন এবং আমরা সবাই তাঁহার প্রতি তাকাইলাম। যখন তাহার তাওয়াফ শেষ হইল, তিনি হাতীমে আসিলেন এবং দুই রাকাত

নামায পড়িলেন অতঃপর বলিলেন, মনে হইতেছে তোমরা আমার নিন্দা করিতেছিলে ? লোকেরা বলিলঃ আমরা শুধু ভালো কথাই বলিয়াছি। আমরা আপনার ও হিশামের আলোচনা করিতেছিলাম, আমাদের কেহ বলিল, এ উত্তম, কেহ বলিল, ও উত্তম। আমর বলিলেন, আমি এব্যাপারে তোমাদিগকে বলিতেছি ঃ আমরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসিলাম ও তাঁহার জন্য কল্যাণকামী হইলাম। অতঃপর ইয়ারমূকের যুদ্ধের কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, খিমার খুটি ধরা হইল, তিনি গোসল করিলেন, সুগন্ধি লাগাইলেন এবং কাফনের কাপড় পরিধান করিলেন। অতঃপর খিমার খুটি ধরা হইল এবং আমি গোসল করিলাম, সুগন্ধি লাগাইলাম এবং কাফনের কাপড় পরিধান করিলাম অতঃপর উভয়ে আল্লাহতায়ালার সামনে পেশ হইলাম। (আল্লাহতায়ালা) তাহাকে গ্রহণ করিলেন। অতএব তিনি আমার চেয়ে উত্তম ।

আবু উমর বলেন, আমর ইবনে শুয়াইব বলিয়াছেন : আমর ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন তাহার তাবুর খুটির সাথে সত্তরটি তরবারী ঝুলাইয়াছিলেন ।উহারা সকলেই বনু সাহমের নিহত লোক ছিল।

সোনালী মানুষ

عَنْ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ الْعَدَوِيِّ،قَالَ: انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمِّيْ، وَمَعِيْ شَنَّةٌ مِنْ مَاءٍ وَإِنَاءٌ، فَقُلْتُ : إِنْ كَانَ بِهِ رَمَاقٌ سَقَيْتُهُ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهَهُ، فَإِذا أَنَابِه يَنْشَغُ فَقُلْتُ : أَسْقِيْكَ ؟ فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ - فَإِذَارَجُلٌ يَقُوْلُ : آهْ ! فَأَشَارَ إِبْنُ عَمِّيْ إِنْ أَنْطَلِقَ إِلَيْهِ، فَإِذَاهُوَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ أَخُوْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ : أَسْقِيْكَ ؟ فَسَمِعَ أٰخَرَ يَقُوْلُ آهْ ! فَأَشَارَ هِشَامٌ أَنْ أَنْطَلِقَ بِهِ إِلَيْهِ، فَجِئْتُهُ، فَإِذَاهُوَ قَدْمَاتَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلٰى هِشَامٍ ، فَإِذَاهُوَ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَمِّيْ، فَإِذَاهُوَ قَدْ مَاتَ -

হাদীস নং ১১৬ - আবুল জাহম বিন হুযাইফা আল আদওয়ী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন আমার চাচাতো ভাইয়ের সন্ধানে বাহির হইলাম। আমার নিকটে এক মশক পানি ও একটি পেয়ালা ছিল। ইচ্ছা ছিল, যদি তাহার কিছুমাত্র প্রাণ বাকী থাকে তাহা হইলে তাহাকে পানি পান করাইব এবং তাহার মুখমণ্ডল মুছিয়া দিব। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি আমার নিকটেই ভূমি শয্যায় শায়িত, অন্তিম মুহূর্তের কিছুটা হুশ তাহার মধ্যে বিদ্যমান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম , পানি দিব ? তিনি ইঙ্গিত করিলেন, হাঁ। ইত্যবসরে আরেক ব্যক্তি বলিলেনঃ আহ! চাচাত ভাই ইঙ্গিতে বলিলেন, উহার নিকটে যাও। দেখিলাম, তিনি হিশাম ইবনুল আস। আমি তাহার নিকটে আসিলাম এবং বলিলামঃ পানি দিব? এমতাবস্থায় অপর আরেক ব্যক্তির আহ ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইল। তখন হিশামও তাহার নিকটে পানি নিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। আমি তাহার নিকটে আসিয়া দেখিলাম তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অতঃপর হিশামের নিকটে আসিয়া দেখি তিনিও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ভাইয়ের নিকটে আসিয়া দেখি তিনিও আর ইহ জগতে নাই।

রোযাদার শহীদ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : تَرَافَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَسَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِيْ حُذَيْفَةَ عَامَ الْيَمَامَةِ، فَكَانَ الرَّعْيُ عَلَىٰ كُلِّ امْرِئٍ مِنَّا يَوْمًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ تَوَاقَعُوْا ،كَانَ الرَّعْيُ عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ، فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَخْرَمَةَ صَرِيْعًا، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ فَقُلْتُ: لَا- قَالَ: فَاجْعَلْ لِيْ فِيْ هٰذَاالْمِجَنِّ مَالَعَلِّيْ أُفْطِرُ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ قُضِيَ -

হাদীস নং ১১৭ - হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা ও আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেম ইয়ামামার যুদ্ধে একসাথে বাহির হইলাম। আমাদের

প্রত্যেকের উপর একদিন করিয়া দেখাশোনা ও পাহারাদারীর দায়িত্ব নির্ধারিত ছিল। যেই দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইল সেই দিনের দায়িত্ব ছিল আমার ভাগে। আমি অগ্রসর হইয়া দেখিলাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাখরামাহ ভূপাতিত হইয়া আছেন। আমি তাহার উপর ঝুকিলাম, তিনি বলিলেন, রোযাদার ব্যাক্তির জন্য কি ইফতারের সময় হইয়াছে? আমি বলিলাম জ্বি না। তিনি বলিলেনঃ আমার জন্য এই ঢালের মধ্যে কিছু রাখ যাহাতে আমি ইফতার করিতে পারি। আমি ইহাই করিলাম অতঃপর তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দেখি তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

দ্বীনের পতাকাবাহী

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ سَالِمًا مَوْلٰى أَبِيْ حُذَيْفَةَ قِيْلَ لَهُ يَوْمَئِذٍ فِي اللِّوٰى، أَيْ تَحَفَّظْ بِهِ، فَقَالَ غَيْرُهُ : تَخْشٰى مِنْ نَفْسِكَ شَيْئًا، فَتَوَلِّي اللِّوٰى غَيْرُكَ؟ فَقَالَ: بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْاٰنِ أَنَا إِذًا - فَقُطِعَتْ يَمِيْنُهُ فَأَخَذَ اللِّوٰى بِيَسَارِهِ، فَقُطِعَتْ يَسَارُهُ، فَاعْتَنَقَ اللِّوٰى وَهُوَ يَقُوْلُ " وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ " "وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ"(فَلَمَّا صُرِعَ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَافَعَلَ أَبُوْحُذَيْفَةَ ؟ قِيْلَ قُتِلَ - قَالَ : فَمَا فَعَلَ فُلَانٌ، لِرَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ؟ قِيْلَ قُتِلَ - قَالَ فَاَضْجِعُوْنِيْ بَيْنَهُمَا -

হাদীস নং ১১৮ - ইবরাহীম ইবনে হানযালাহ তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেমকে সেইদিন পতাকার ব্যাপারে বলা হইল অর্থাৎ আপনি ইহা বহন করিবেন। অপর একজন বলিলেন, আপনি কি নিজের ব্যাপারে ভয় করিতেছেন তাহা হইলে অন্য কেহ পতাকার দায়িত্ব গ্রহণ করুক? তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে তো আমি একজন নিকৃষ্ট কোরআন বহনকারী হইব। (তিনি পতাকা বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন) তাহার ডান হাত কাটিয়া ফেলা হইল তিনি বাম

হাতে পতাকা সামলাইলেন। বাম হাত কাটিয়া ফেলা হইল তিনি পতাকাটিকে বুকের সাথে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন। তিনি তখন বলিতেছিলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - وَكَأَيِّ مِّنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ

মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র, (পূর্ণ আয়াতের অনুবাদ -তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছেন। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করিবেনা বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। (আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৪৪-)

এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের সাথে বহু আল্লাহ ওয়ালা ছিল। পূর্ণ আয়াতের অনুবাদঃ আল্লাহর পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দূর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের ভালোবাসেন (আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৪৬)

যখন তিনি ভূপাতিত হইয়া গেলেন তখন তাহার সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আবু হুযাইফার কি অবস্থা ? বলা হইল, তিনি নিহত হইয়াছেন। অতঃপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কি অবস্থা ? বলা হইল তিনিও নিহত হইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে আমাকে ঐ দুইজনের মধ্যখানে শোয়াইয়া দাও।

যাহারা ধৈর্যধারন করিয়াছেন

عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ (وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ) قَالَ جَعْفَرٌ: عُلَمَاءُ صُبُرٌ - وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَتْقِيَاءُ صُبُرٌ -

১১৯ -হাসান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ

কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল এই আয়াতের ব্যাপারে জাফর বলিয়াছেন ঃ আলেমগণ, যাহারা সবর করিয়াছেন। এবং ইবনুল মুবারক বলিয়াছেনঃ খোদাভীরুগণ, যাহারা ধৈর্য্য ধারন করিয়াছেন।

অপূর্ব তিলাওয়াত

عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَائِشَةَ احْتَبَسَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا حَبَسَكِ ؟ فَقَالَتْ : سَمِعْتُ قَارِئًا (يَقْرَأُ)، ذَكَرْتُ مِنْ حُسْنِ قِرَائَتِهِ، فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَخَرَجَ، فَإِذَا هُوَ سَالِمٌ مَوْلٰى أَبِيْ حُذَيْفَةَ . فَقَالَ : أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ أُمَّتِيْ مِثْلَكَ .

হাদীস নং ১২০ - ইবনে সাবেত হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আয়েশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিতে দেরী করিলেন। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দেরী হইল কেন ? তিনি বলিলেন, আমি একজন তিলাওয়াতকারীকে তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি, অতঃপর তাহার তিলাওয়াতের মাধুর্যের কথা বলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চাদর পরিধান করিলেন ও বাহির হইলেন। গিয়া দেখিলেন তিনি হইলেন আবু হুযাইফার (আযাদকৃত) গোলাম সালেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার যিনি আমার উম্মতের মধ্যে তোমার মত ব্যক্তি রাখিয়াছেন।

লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইলেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : مَرَرْتُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ. فَقُلْتُ : يَا عَمُّ أَلَا تَرِيْ مَا يَلْقٰي

الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنْتَ هٰهُنَا! قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : اَلْاٰنَ يَاابْنَ أَخٍ ـ فَلَبِسَ سِلَاحَهُ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ حَتّٰى أَتَى الصَّفَّ، فَقَالَ : أُفٍّ لِهٰؤُلَاءِ وَمَا يَصْنَعُوْنَ ـ وَقَالَ لِلْعَدُوِّ : أُفٍّ لِهٰؤُلَاءِ وَمَا يَعْبُدُوْنَ خَلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ـ يَعْنِيْ فَرَسَهُ ـ حَتّٰى أَصْلِى بِحَرِّهَا ـ فَحَمَلَ، فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا ـ

হাদীস নং ১২১ - হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন সাবেত বিন ক্বায়স বিন সাম্মাছ এর নিকট দিয়া গমন করিলাম। তিনি তখন সুগন্ধি মাখিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম চাচাজান! মুসলমানদের অবস্থা কি আপনি দেখিতেছেন না অথচ আপনি এখানে ? হযরত আনাস বলেনঃ তিনি ইহা শুনিয়া মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন এইবার ভাতিজা! অতঃপর তাহার হাতিয়ার পরিধান করিলেন এবং ঘোড়ায় চড়িয়া কাতারে আসিয়া থামিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উফ্ ইহারা কি করিতেছে! দুশমনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উফ্ ইহারা কিসের ইবাদত করে! ইহার (অর্থাৎ ঘোড়ার) পথ ছাড় যাহাতে আমি উহার (যুদ্ধের) উত্তাপে ঝলসিয়া যাইতে পারি। ইহা বলিয়াই আক্রমণ শানাইলেন এবং লড়াই করিতে করিতে নিহত হইয়া গেলেন।

আল্লাহতায়ালা নবী মুহাম্মাদ এবং তাহার পরিবার বর্গের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষন করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদ সম্পর্কিত সত্য ঘটনাবলী

نصر من اللہ وفتح قریب



দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদ সম্পর্কিত সত্য ঘটনাবলী

তাহার উপরই ভরসা করি এবং তাঁহার নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

জান্নাতের সুসংবাদ

عَنْ مُوْسٰى بْنِ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأٰيَةُ (يٰا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا..................عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ) قَالَ فَقَعَدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِيْ بَيْتِهِ، وَقَالَ : لَا أَرَانِيْ إِلَّا كُنْتُ أَرْفَعُ الصَّوْتَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِن شِئْتَ عَلِمْتُ لَكَ عِلْمَهُ يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَأَتَاهُ، فَوَجَدَهُ مُنْكَسِرَ الْوَجْهِ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَكَ وَسَأَلَ عَنْكَ، فَقَالَ : إِنِّيْ كُنْتُ أَرْفَعُ الصَّوْتَ عَلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰي نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ، وَاِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ. فَأَتٰى رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ قَالَ مُوْسٰي بْنُ اَنَسٍ : فَأَتَاهُ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلٰكِنَّكَ مِن أَهْلِ الْجَنَّةِ.

হাদীস নং ১২২ - হযতর মুসা ইবনে হযরত আনাস হইতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণহইল

يٰا أَيُّهَا الَّذِيْنَ لَاتَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

وَأَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ. إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ .... اَلْآيَةُ

[হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিওনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না। কারন ইহাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। যাহারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে। (আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার)] (হুজুরাত,আয়াতঃ ২,৩)

তখন সাবেত বিন ক্বায়েস তাহার ঘরে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেনঃ আমার ধারনা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আমার স্বরকে উচ্চকিত করিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে না পাইয়া তাহার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন, আপনি চাইলে আমি তাহার ব্যাপারে জানিয়া আসিতে পারি । অতঃপর লোকটি তাহার নিকটে আসিলেন এবং তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ চেহারায় পাইলেন, লোকটি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে তালাশ করিয়াছেন এবং আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আমার স্বরকে উচ্চকিত করিতাম অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামী হইয়া গিয়াছে। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাহার বক্তব্য জানাইলেন। মুসা বিন আনাস বলেনঃ লোকটি দ্বিতীয়বার বিরাট একটি সুসংবাদ লইয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, আপনি জাহান্নামী নন, আপনি জান্নাতের অধিবাসী।

তুমি শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করিবে

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الْقَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ هَلَكْتُ - قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : نَهَانَا اللّٰهُ أَنْ نَتَحَمَّدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا عَنِ الْخُيَلَاءِ، وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْجَمَالَ، وَنَهَانَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَاامْرُؤٌ جَهِيْرُ الصَّوْتِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ثَابِتٍ - أَلَاتَرْضٰى أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا ، وَتُقْتَلَ شَهِيْدًا ، وَيُدْخِلَكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ : فَعَاشَ حَمِيْدًا ، وَقُتِلَ شَهِيْدًا يَوْمَ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ -

হাদীস নং ১২৩ - হযরত ইসমাইল বিন সাবেত হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবিত বিন ক্বায়েস আল আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার আশংকা হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইতেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কেন ? তিনি বলিলেন, আমরা যাহা করি নাই সেই ব্যাপারে কীর্তিমান হইতে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন অথচ আমার নিকটে প্রশংসা ভালো লাগে, এবং তিনি আমাদিগকে অহংকার হইতে নিষেধ করিয়াছেন অথচ আমার নিকটে সৌন্দর্য ভালো লাগে এবং আল্লাহতায়ালা আপনার স্বরের চেয়ে আমাদের স্বরকে উচ্চকিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন অথচ আমি একজন উচ্চস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন হে আবু সাবেত ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হইবে না যে তুমি প্রশংসিত অবস্থায় জীবন যাপন করিবে, শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করিবে এবং আল্লাহতায়ালা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন ? তিনি বলিলেন ঃ অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর তিনি প্রশংসিত জীবন যাপন করিয়াছেন এবং মুসাইলামাতুল কাযযাবের সহিত যুদ্ধের দিবসে শহীদ হইয়াছেন।

সর্বোচ্চ পূণ্যের কাজ

عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَعِيَ رَجُلٌ إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِي : مَرْحَبًا بِأَبِي إِسْحٰقَ، فَلَمَّا جَلَسَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : كَعْبُ الْأَحْبَارِ - فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا رَحِمَكَ اللّٰهُ - فَقَالَ : يَنْتَهِي الْإِثْمُ إِلَى أَنْ يُشْرِكَ الْعَبْدُ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَيَنْكِحَ أُمَّهُ، وَيَنْتَهِي الْبِرُّ إِلَى أَنْ يُهْرَاقَ دَمُ الْعَبْدِ فِي اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالشُّهَدَاءُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُحِبُّ الشَّهَادَةَ ،وَيُحِبُّ الرَّجْعَةَ فَيُهْدِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ سَهْمَ غَرْبٍ، فَذَالِكَ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يَغْفِرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ خَطَئَهَا ، وَيَرْفَعُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ دَرَجَةً، حَتّٰى تَنْفِيَ أُخِرُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ - وَرَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُحِبُّ الشَّهَادَةَ، وَيُحِبُّ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ بَاشَرَ الْقِتَالَ ، فَذَاكَ تَمَسُّ رُكْبَتُهُ رُكْبَةَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّفِيْعِ - وَرَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُحِبُّ الشَّهَادَةَ ، وَلَايُحِبُّ الرَّجْعَةَ ، فَبَاشَرَ الْقِتَالَ ، فَذَاكَ كَمَلِكٍ شَاهِرٍ سَيْفَهُ فِي الْجَنَّةِ ، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، مَاسَأَلَ أُعْطِيَ، وَلِمَنْ شَفَّعَ شُفِّعَ -

হাদীস নং ১২৪- হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর আযাদকৃত গোলাম মিকসাম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে বসা ছিলাম, আমার সাথে একজন লোক ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন তাহাকে দেখিয়া আমার সঙ্গী বলিয়া উঠিলেন, আবু ইসহাককে মারহাবা! তিনি যখন বসিলেন, আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে ? সে বলিল ঃ ইনি কা'ব আল আহবার। তখন আমি তাহাকে বলিলাম ঃ আপনি আমাদিগকে কিছু বর্ণনা করিয়া শোনান, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। তিনি বলিলেনঃ নিকৃষ্টতম পাপ হইল আল্লাহতায়ালার সহিত শির্ক করা এবং আপন

মাতার সহিত ব্যভিচার করা এবং সর্বোচ্চ পূণ্যের কাজ হইল আল্লাহর জন্য বান্দার রক্ত প্রবাহিত হওয়া। শহীদ তিন ধরনের (প্রথমত) ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় ঘর হইতে বাহির হইল শাহাদাত বরণ বা স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন উভয়টাই তাহার পছন্দের, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাহার প্রতি একটি অজানা তীর উপঢৌকন দিলেন। এই ব্যক্তির রক্তের প্রথম ফোটা বাহির হইবার সাথে সাথে আল্লাহতায়ালা তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং পরবর্তী প্রতি ফোটার বিনিময়ে তাহার একটি করিয়া মর্যাদা বুলন্দ করিতে থাকেন এইরূপে তাহার রক্তের শেষ ফোটাটি বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে স্বীয় ঘর হইতে বাহির হইয়াছে, শাহাদাত বরণ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন উভয়টাই তাহার প্রিয় অতঃপর সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করিল। এই ব্যক্তি সুউচ্চ মাকামে, ইবরাহীম (আঃ) এর হাটুর সহিত হাটু লাগাইয়া বসিবে।

তৃতীয় ব্যক্তি, যে স্বীয় ঘর হইতে বাহির হইয়াছে, শাহাদাতই তাহার কাম্য, গৃহে প্রত্যাবর্তন তাহার পছন্দ নহে অতঃপর সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছে, এই ব্যক্তি ঐ বাদশাহের ন্যায় যে বেহেশতে গিয়া তাহার কোষমুক্ত তরবারী সুউচ্চ করিয়াছে। সে বেহেশতের যেইখানে চাইবে সেই খানেই তাহার আবাস স্থল বানাইবে, যাহা চাইবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে এবং যাহার ব্যাপারেই সুপারিশ করিবে মঞ্জুর হইবে।

রক্তের প্রথম ফোটার সাথে সব পাপ মাফ হয়ে যায়

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَكَعْبٌ حَتّٰى دَخَلَا عَلٰى حَبْرٍ مِنَ الْأَحْبَارِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : مَا كُنْتَ مُفْشِيًا مِنْ حَدِيْثِك. فَأَفْشِهِ إِلٰى هٰذَا – فَقَامَ إِلٰى كِسْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَأَخْرَجَ كُرَّاسَةً فِيهَا ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ، إِذَاأَوَّلُ سَطْرٍ رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَا يُقْتَلَ ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ، وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَاتٌ فِي الْجَنَّةِ

وَإِذَاالسَّطْرُ الثَّانِي رَجُلٌ غَزَايُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَايُقْتَلَ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ، وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَاتٌ فِيْ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُزَاحِمَ بِرُكْبَتِهِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِذَاالسَّطْرُ الثَّالِثُ رَجُلٌ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ وَيُرِيْدُ أَنْ يُقْتَلَ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبَهُ، وَلَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَاتٌ فِيْ الْجَنَّةِ، وَيَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ يُشَفَّعُ -

হাদীস নং ১২৫ - জুয়াইরিয়া ইবনে কুদামাহ হইতে বর্ণিত, তিনি এবং কা'ব একজন হিবরের (ইহুদী আলেম) নিকটে উপস্থিত হইলেন। কা'ব তাহাকে বলিলেন, আপনার কোন কথা প্রকাশ করিবার থাকিলে ইহার নিকটে প্রকাশ করুন। হিবর ঘরের পর্দার দিকে উঠিয়া গেলেন এবং একটি খাতা বাহির করিয়া আনিলেন যাহাতে তিনটি লাইন লিপিবদ্ধ ছিল।

প্রথম লাইনটি হইল যে; ব্যক্তি আল্লাহর পথের অভিযাত্রী হইল কিন্তু হত্যা করা বা নিহত হওয়া কোনটাই তাহার কাম্য নয় এমতাবস্থায় একটি তীর আসিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল, তাহার রক্তের প্রথম ফোটা বাহির হইবার সাথে সাথে তাহার কৃত সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং পরবর্তী প্রত্যেক ফোটার পরিবর্তে জান্নাতে তাহার বহু মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয় লাইনটি হইলঃ যে ব্যক্তি হত্যা করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বাহির হইল কিন্তু নিহত হওয়া তাহার কাম্য নয় এমতাবস্থায় একটি তীর আসিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। তাহার রক্তের প্রথম ফোটা তাহার সকল পাপের কাফফারা হইয়া যাইবে এবং (পরবর্তী) প্রত্যেক ফোটার বিনিময়ে জান্নাতে তাহার বহু মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এমনকি সে ইবরাহীম (আঃ) এর সাথে হাটু মিলাইয়া বসিবে।

তৃতীয় লাইনটি হইলঃ যে ব্যক্তি অভিযানে বাহির হইল তাহার উদ্দেশ্য হইল সে হত্যা করিবে এবং নিজেও নিহত হইবে। অতঃপর একটি তীর অসিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। তাহার রক্তের প্রথম ফোটা সকল পাপের কাফফারা হইয়া যাইবে। এবং সে প্রতি ফোটার বিনিময়ে জান্নাতে বহু মর্যাদার অধিকারী হইবে এবং অন্যের জন্য কিয়ামতের দিন কোষমুক্ত তরবারী সুউচ্চে উত্তোলন করিয়া উপস্থিত হইবে এবং সুপারিশ করিবে।

চার প্রকার শহীদ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ : مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ،وَصَدَّقَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى قُتِلَ، فَذَالِكَ الَّذِي يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيُنَهُمْ هٰكَذَا، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، حَتّٰى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ قَالَ : فَمَاأَدْرِي قَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَأَمْ قَلَنْسُوَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ إِذَالَقِيَ الْعَدُوَّ، فَكَأَنَّمَا يُضْرَبُ جِلْدُهُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُوَ فِيْ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ، فَذَالِكَ فِيْ الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ، فَذَالِكَ فِيْ الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ -

হাদীস নং ১২৬ - উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শহীদ চার ধরনের। প্রথমতঃ উত্তম ঈমান বিশিষ্ট মুমিন যে দুশমনের মুখোমুখি হইল এবং আল্লাহর সামনে তাহার সত্যবাদিতা প্রমান করিল, অবশেষে নিহত হইল। এই ব্যক্তির প্রতি লোকেরা ক্বিয়ামত দিবসে এইভাবে চোখ তুলিয়া দেখিবে (ইহা বলিয়া) তিনি মাথা তুলিয়া দেখাইলেন এমনকি তাহার মাথার টুপি

পড়িয়া গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানিনা আমার পূর্ববর্তী বর্ননাকারী কি উমরের টুপি উদ্দেশ্য করিয়াছেন নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টুপি (উদ্দেশ্য করিয়াছেন)।

দ্বিতীয়ত ঃ উত্তম ঈমান বিশিষ্ট ব্যক্তি, যখন সে দুশমনের মুখোমুখি হয় তখন আতংকে তাহার এই অবস্থা হয় যেন তাহার গাত্রচর্ম ত্বলহ বৃক্ষের কাঁটা দ্বারা ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে। একটি অজানা তীর আসিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল এবং সে নিহত হইল এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ের।

তৃতীয়তঃ মুমিন ব্যক্তি যে ভালো কাজের সহিত মন্দ কর্মও মিশ্রিত করিয়াছে, সে দুশমনের মুখোমুখি হইয়া আল্লাহতায়ালার সামনে তাহার সত্যবাদীতা প্রমান করিয়াছে অবশেষে নিহত হইয়াছে। এই ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ের।

চতুর্থতঃ মুমিন ব্যক্তি যে নিজের সত্ত্বার উপর অত্যাচার করিয়াছে অতঃপর দুশমনের মুখোমুখি হইয়া আল্লাহর সম্মুখে নিজের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে, অবশেষে নিহত হইয়াছে। এই ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ের।

সর্ব প্রথম আল্লাহর পথে নির্গমনকারী

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، قَالَ : بَلَغَنَا فِي هٰذِهِ الْآيَةِ (وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ) قَالَ: أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَوَّلُهُمْ خُرُوْجًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

হাদীস নং ১২৭ - উসমান বিন আবী সাওদা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ "আর অগ্রবর্তীগণইতো অগ্রবর্তী উহারাই নৈকট্য প্রাপ্ত।" (ওয়াক্বি'য়া ১০-১১) এই আয়াতের ব্যাপারে আমরা জানিয়াছি যে তাহারা হইলেন , সর্বপ্রথম মসজিদে আগমনকারী এবং আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম নির্গমনকারী।

সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য

عَنْ أَبِيْ عِنَبَةَ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا فِيْ مَجْلِسِ خَوْلاَنٍ فِيْ الْمَسْجِدِ جَالِسًا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَارِبًا مِنَ الطَّاعُوْنِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا : خَرَجَ يَتَزَحْزَحُ هَارِبًا مِنَ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ : إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، مَاكُنْتُ أَرٰى أَنْ أَبْقٰى حَتّٰى أَسْمَعَ مِثْلَ هٰذا، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ خِلَالٍ كَانَ عَلَيْهَا إِخْوَانُكُمْ ؟ أَوَّلُهَا : لِقَاءُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْدِ، وَالثَّانِيَةُ : لَمْ يَكُوْنُوْا يَخَافُوْنَ عَدُوًّا ،قَلُّوْا أَوْكَثُرُوْا ،وَالثَّالِثَةُ: لَمْ يَكُوْنُوْايَخَافُوْنَ عَوْزًا مِنَ الدُّنْيَا - كَانُوْا وَاثِقِيْنَ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُمْ - وَالرَّابِعَةُ : إِنْ نَزَلَ بِهِمْ الطَّاعُوْنُ لَمْ يَبْرَحُوْا حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْهِمْ مَاقَضٰى -

হাদীস নং ১২৮ - আবু ই'নাবাহ আল খাওয়ালানী হইতে বর্ণিত, তিনি একদা খাওলানের এক মসজিদে বসা ছিলেন এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালেক মহামারির ভয়ে জনপদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তাহার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইলঃ সে মহামারির কারণে (এই জনপদ ছাড়িয়া) চলিয়া যাইতেছে। তখন তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমার ধারনা ছিলনা যে, এই জাতীয় কথা শ্রুতিগোচর হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিব! আমি কি তোমাদের নিকটে তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ননা করিব না ? তাহাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ঃ আল্লাহতায়ালার সাক্ষাত লাভ তাহাদের নিকটে মধুর অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় ছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইলঃ তাহারা কোন দুশমনকে ভয় করিতেন না, তারা সংখ্যায় কম হোক বা বেশী হোক। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইলঃ তাহারা দুনিয়ার অনটনকে ভয় করিতেন না। আল্লাহতায়ালার ব্যাপারে তাহাদের এই আস্থা ছিল যে, তিনি তাহাদিগকে রিয্ক প্রদান করিবেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইলঃ তাহাদের জনপদে মহামারি

দেখা দিলে তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিতেন না। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের ব্যাপারে যা ফয়সালা করিবার করিতেন।

শহীদকে মুবারকবাদ

عَنْ مَسْرُوْقٍ، قَالَ:قُلْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَنِيْئًا لِمَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الشَّهَادَةَ - فَقَالَ : وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ ؟ قَالُوْا اَلْغَزْوُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - قَالَ : إِن ذَالِكَ لَكَثِيْرٌ - قَالُوْا: فَمَنِ الشَّهِيْدُ ؟ قَالَ الَّذِيْ يَحْتَسِبُ نَفْسَهُ -

হাদীস নং ১২৯ - মাসরুক হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকটে বলিলাম, যাহাকে আল্লাহতায়ালা শাহাদাত নসীব করিয়াছেন তাহাকে মুবারকবাদ ! উমর বলিলেনঃ তোমরা শাহাদাত বলিতে কি বুঝ ? তাহারা বলিলেন ঃ আল্লাহর পথে অভিযানে বাহির হওয়া। তিনি বলিলেনঃ ইহাতো অনেক! তাহারা বলিলেনঃ তাহা হইলে শহীদ কে ? তিনি বলিলেনঃ যে আপন আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে পূণ্যের আশা রাখে।

যদি উভয়ে একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করিতাম

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ يَقُوْلَ : إِنَّا لَمُتَوَجِّهُوْنَ إِلٰى مِهْرَانَ وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ أَبُوْ أَثَابَةَ - فَجَعَلَ يَبْكِيْ، فَقُلْنَا: أَجَزِعَ هٰذَا! قَالَ : لاَ، وَلٰكِنْ تَرَكْتَ أَثَابَةَ يَعْنِيْ أَبِيْهِ - فِيْ الرَّحْلِ، فَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ مَعِيْ فَدَخَلْنَا الْجَنَّةَ -

আবু যুহাইফা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা মিহরান নদীর দিকে এক অভিযানে যাইতেছিলাম। আমাদের সহিত আবু আসাবা নামীয় আযদ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। সে কাঁদিতে লাগিল। আমরা বলিলাম লোকটি

কি অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ? সে বলিল, না, ব্যাপার হইল আমি আসাবাকে (অর্থাৎ তাহার পুত্র) হাওদায় রাখিয়া আসিয়াছি। এখন আমার ইচ্ছা জাগিয়াছে যদি সে আমার সহিত থাকিত এবং উভয়ে একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করিতাম !

আমি আল্লাহর পথে আরেকটু অগ্রসর হইবো

عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدِ انْتَثَرَ قُصْبُهُ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ الَّتِيَ مِنْهُ، لَعَلِّيْ أَدْنُوفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ - قَالَ : فَمَرَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ دَنَا قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ-

হাদীস নং ১৩১ - হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাদেসিয়্যাহর যুদ্ধের দিন তিনি এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিলেন, তাহার নাড়িভুড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল: তিনি তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকারী এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আমার ইহা একটু সামলাইয়া দাও আমি হয়ত আল্লাহর পথে এক বর্শা বা দুই বর্শা পরিমান আরো অগ্রসর হইব। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, তিনি তখন এক বর্শা বা দুই বর্শা পরিমান অগ্রসর হইয়াছেন।

হে আল্লাহ! আমাকে হুরে ঈনের সাথে বিবাহ দিন

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، قَالَ:قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : أَللّٰهُمَّ إِنَّ حُدْبَةَ سَوْدَاءُ بَذِيْئَةٌ - يَعْنِيْ إِمْرَأَتَهُ - فَزَوِّجْنِيْ الْيَوْمَ مَكَانَهَا مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، فَمَرُّوْا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقٌ فَارِسًا يُذْكَرُ مِنْ عِظْمِهِ، وَهُوَ يَتْلُوْ هٰذِهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ) حَتّٰى خَتَمَ الْآيَةَ، فَمَاتَا جَمِيْعًا -

হাদীস নং ১৩২ - নুয়াইম বিন আবী হিন্দ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাদেসিয়্যাহর যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি দু'আ করিল ইয়া আল্লাহ! হুদবাহ একজন কৃষ্ণকায় কটুভাষী রমনী অর্থাৎ তাহার স্ত্রী- আজ তাহার পরিবর্তে আমাকে হুরে ঈনের সহিত বিবাহ করাইয়া দাও ! (যুদ্ধের মধ্যে) কিছু লোক তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে দেখিল সে একজন বিশালকায় পারসীক যোদ্ধার সহিত কুস্তি করিতেছে এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছে–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

[মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহতায়ালার সহিত কৃত অঙ্গিকার কে পূর্ণ করিয়াছে (আহযাব, আয়াতঃ২৩)]

সে আয়াতটি শেষ করিল। অতঃপর উভয়েই মারা গেল।

আমি একজন আনসারী

عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ مَرَّ يَوْمَ الْجِسْرِ، يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ بِرَجُلٍ قَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَهُوَ يَقُوْلُ (مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ أُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا) فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا امْرُؤٌ مِنَ الْأَنْصَارِ -

হাদীস নং ১৩৩ - সা'দ হইতে বর্ণিত, তিনি পুলের দিবসে অর্থাৎ আবু উবাইদ (এবং তাহার সঙ্গীগণ ফোরাত নদী পার হইয়া গেলে পুল কাটিয়া দেওয়া হয় এবং তিনি তাহার সঙ্গী-সাথীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়া যান) এর দিনে এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন লোকটির সকল হস্ত পদ কর্তিত ছিল। বলিতেছিলেন

مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ أُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا

[ঐসব ব্যক্তিবর্গের সহিত যাহাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্ম পরায়ন ব্যক্তিগণ। এবং উহারা উত্তম সঙ্গী। (নিসা, আয়াত ঃ ৬৯)]

তখন তাহার নিকট গিয়া অতিক্রমকারী কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করিলেন ঃ আপনি কে ? তিনি উত্তরে বলিলেনঃ আমি একজন আনসারী ব্যক্তি।

বিদায় মদীনা ! বিদায়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ حَتّٰى إِذَاهَبَطَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ أَنْتَجَتْ لَهُ نَاقَةٌ فَرَكِبَهَا. فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ قَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا مَدِيْنَا. شَأْنَكَ تَأْوِيْنَا -

হাদীস নং ১৩৪- আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবীয়াহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সায়ীদ বিন যায়েদ বিন নুফাইলের সাথে বাহির হইলাম। যখন তিনি সানিয়্যাতুল বিদা’ হইতে অবতরণ করিলেন তখন তাহার সামনে উট বসানো হইল, তিনি উহাতে আরোহন করিলেন। উট উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি (মদীনা কে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেনঃ ও আমাদের মদীনা! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এবার তুমি তোমার মত থাক.......... (এর পরের শব্দটি অস্পষ্ট)

আমি শহীদ হইবো

عَنْ ابْنِ أَبِي عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَخْتَلِفُ إِلٰى نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ، إِذْأَتَاهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ : يَاأَبَايَزِيْدَ، رَأَيْتُ لَكَ رُؤْيَا - فَقَالَ : أَقْصُصْهَا - فَقَالَ رَأَيْتُ أَنَّكَ تَسُوْقُ جَيْشًا وَمَعَكَ رُمْحٌ طَوِيْلٌ، فِيْ سِنَانِهِ شَمْعَةٌ تُضِيْءُ لِلنَّاسِ - فَقَالَ نَوْفٌ : لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ لَأُسْتَشْهَدَنَّ - فَلَمْ يَكُنْ إِلَّاأَنْ خَرَجَتِ

الْبُعُوثُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَلَى الصَّائِفَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجُهُ، ذَهَبْتُ أُوَدِّعُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَرْمِلِ الْمَرْأَةَ، وَأَيْتِمِ الْوَلَدَ،وَأَكْرِمْ نَوْفًا بِالشَّهَادَةِ - قَالَ : فَغَزَوْا ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا بِقُبَاقِبَ، خَرَجَ الْعَدُوُّ عَلَى السَّرْجِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَكِبَ، فَلَمَّا رَاٰهُمْ شَدَّ عَلَيْهِمْ، فَقَتَلَ رَجُلٌ ثُمَّ رَجُلٌ ثُمَّ قُتِلَ - فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَقَدِ اخْتَلَطَ دَمُهُ بِدَمِ فَرَسِهِ قَتِيلَيْنِ -

হাদীস নং ১৩৫ - ইবনে আবী উতবাহ্ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'নাওফ আল বিকালী'-এর নিকটে যাইতাম । (একদিন) আমি তাহার নিকটে বসা অবস্থায় এক ব্যক্তি আসিল এবং বলিলঃ হে আবু যায়েদ ! আমি আপনার ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি । তিনি বলিলেনঃ বর্ণনা করুন। লোকটি বলিলঃ আমি দেখিলাম আপনি একটি বাহিনীকে পিছন হইতে হাঁকিতেছেন, আপনার সহিত একটি দীর্ঘ বর্শা রহিয়াছে যাহার ফলাতে একটি মোম বাতি মানুষকে আলো বিতরণ করিতেছে। ইহা শুনিয়া নাওফ বলিলেনঃ যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয় তাহা হইলে আমি শহীদ হইবো। ইতিমধ্যে একটি দল মুহাম্মাদ বিন মারওয়ানের সহিত গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধাভিযানে বাহির হইল। যখন তাঁহার বাহির হইবার সময় হইল আমি তাহাকে বিদায় জানাইতে গেলাম । তিনি পাদানীতে পা রাখিয়া বলিলেন ইয়া আল্লাহ! স্ত্রীকে বিধবা করুন, সন্তানকে ইয়াতিম করুন এবং নাওফকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করুন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর তাহারা অভিযানে বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিবার পথে যখন সীমান্তের নিকটবর্তী (ফোরাতের শাখা নদী) কুবাকিবে পৌঁছিলেন তখন অশ্বারূঢ় শত্রু সেনা বাহির হইল, তখন তিনি সর্ব প্রথম ঘোড়ায় আরোহন করিলেন এবং তাঁহদিগকে দেখামাত্র বিপুল বিক্রমে আক্রমন করিলেন। একজন দুশমনকে হত্যা করিলেন অতঃপর দ্বিতীয়জনকে হত্যা করিলেন অতঃপর নিজে নিহত হইয়া গেলেন। তাহার সহযোদ্ধাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়াছেন,

আমরা তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলাম তিনি তাহার ঘোড়াসহ নিহত হইয়াছেন এবং একে অপরের রক্তে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে।

চার হাজার দিরহাম অপেক্ষা প্রিয়

خَرَجَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فِيْ غَزْوَةٍ، وَاشْتَرٰى فَرَسًا بِأَرْبَعَةِ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ فَصَفَّوْهُ يَسْتَغْلُوْنَهُ، فَقَالَ : مَا مِنْ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا، يَتَقَدَّمُهَا إِلٰى عَدُوٍّ لِيْ إِلاَّهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةِ اٰلاَفٍ –

হাদীস নং ১৩৬ - আমর ইবনে উতবাহ ইবনে ফারক্বাদ এক অভিযানে বাহির হইলেন। তিনি চার হাজার দিরহাম দিয়া একটি ঘোড়া ক্রয় করিয়াছিলেন। লোকেরা ইহাকে অত্যন্ত চড়ামূল্য বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছিল। তিনি বলিলেনঃ দুশমনের প্রতি ইহার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার নিকটে চার হাজার দিরহামের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

রক্ত অপেক্ষা সুন্দর পোষাক আর নাই

خَرَجَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فِيْ غَزْوَةٍ، كَانَ فِيْهَا أَبُوْهُ، فَلَبِسَ جُبَّةً مِنْ قَهْزٍ وَهِيَ ثِيَابٌ بِيَاضٌ، فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيَّ هٰذَا أَحْسَنُ؟ قَالَ مُطَرِّفٌ خَزٌّ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ عَلَيْهَا أَحْسَنُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ دَمٍ –

হাদীস নং ১৩৭ - আমর বিন উতবাহ বিন ফারক্বাদ এক অভিযানে বাহির হইলেন, যাহাতে তাঁহার পিতাও ছিলেন। আমর কিহজের জুব্বা পরিধান করিলেন, কিহজ হইল (এক জাতীয়) সাদা কাপড়। অতপর বলিলেন এই শরীরে ইহার চেয়ে অধিক সুন্দর পোষাক আর কী হইতে পারে ? মুতাররিফ বলিলেন, অমুক ধরনের রেশম মিশ্রিত কাপড়। তিনি

বলিলেন, আমার মতে ইহার জন্য রক্ত অপেক্ষা অধিক সুন্দর পোষাক আর কিছুই নাই।

আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিষ চাহিয়াছি

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ : سَأَلْتُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِيْ اثْنَتَيْنِ، وَأَنَاأَنْتَظِرُ الثَّالِثَةَ- سَأَلْتُهُ أَنْ يُزْهِدَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا، فَمَاأُبَالِيْ مَاأُقْبِلُ مِنْهَا وَمَا أُدْبِرُ،وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُقَوِيَنِيْ عَلَى الصَّلٰوةِ، فَرَزَقَنِيْ مِنْهَا، وَسَأَلْتُهُ الشَّهَادَةَ، فَأَنَا أَرْجُوْهَا -

হাদীস নং ১৩৮ - আমর ইবনে উতবাহ্ ইবনে ফারক্বাদ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহতায়ালার নিকটে তিনটি জিনিস চাহিয়াছি তম্মধ্যে তিনি (আমাকে) দুইটি দান করিয়াছেন এবং আমি তৃতীয়টির প্রতিক্ষায় রহিয়াছি। আমি তাহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি যেন আমাকে দুনিয়া হইতে অনাসক্ত করিয়া দেন (তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন) অতঃপর দুনিয়ার কী আসিল কী চলিয়া গেল ইহাতে আমার কোনই মাথা ব্যাথা নাই। আমি প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি যেন আমাকে নামাযের শক্তি প্রদান করেন, তিনি আমাকে উহা দান করিয়াছেন, এবং আমি তাহার নিকটে শাহাদাত কামনা করিয়াছি। আমি উহার আশাপোষন করি ।

হে খোদার সেনা দল আরোহন কর

عَنِ السَّدِّيِّ، قَالَ:حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَمٍّ لِعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ - قَالَ : نَزَلْنَا فِيْ مَرَجٍ حَسَنٍ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ : مَا أَحْسَنَ هٰذَاالْمَرَجُ، وَمَاأَحْسَنَ هٰذَاالْاٰنَ لَوْ (أَنَّ) مُنَادِيًا نَادٰى : يَاخَيْلَ اللّٰهِ! أَرْكَبِيْ فَخَرَجَ رَجُلٌ فَكَانَ فِيْ أَوَّلِ مَنْ لَقِيَ، فَأُصِيْبَ ثُمَّ نُحِّيَ، وَدُفِنَ فِيْ هٰذَاالْمَرَجِ - قَالَ : فَمَا كَانَ بِأَسْرَعَ (مِنْ) أَنْ

نَادَى الْمُنَادِيْ ..يَاخَيْلَ اللّٰهِ أرْكَبِيْ، كَفَرَتِ الْمَدِيْنَةُ - لِمَدِيْنَةٍ كَانُوْاصَالَحُوْهَا وَخَرَجَ عَمْرُوْ، وَسَرْعَانَ النَّاسَ فِيْ أَوَّلِ مَنْ خَرَجَ أُتِيَ عُتْبَةَ فَأَخْبَرَ بِذَالِكَ أَبُوْهُ، فَقَالَ : عَلَيَّ عَمْرُوْ فَأَرْسَلَ فِيْ طَلَبِهِ، فَمَا أَدْرَكَ حَتّٰى أُصِيْبَ - قَالَ : فَمَاأَرَاهُ دُفِنَ إِلَّافِيْ مَرْكَزِ رُمْحِهِ، وَعُتْبَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّاسِ - وَقَالَ غَيْرُ السُّدِّيِّ : أَصَابَهُ جَرْحٌ ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ إِنَّكَ لَصَغِيْرٌ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُبَارِكُ فِيْ الصَّغِيْرِ دَعُوْنِيْ فِيْ مَكَانِيْ هٰذَا حَتّٰى أُمْسِيَ، فَإِنْ أَنَا عِشْتُ فَارْفَعُوْنِيْ، فَمَاتَ فِيْ مَكَانِهِ ذَالِكَ -

হাদীস নং ১৩৯ - সুদ্দী বলেন, আমর বিন উতবার চাচাতো ভাই আমাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা একটি মনোরম চারণভূমিতে অবতরণ করিলাম। তখন আমর বিন উতবাহ বলিলেনঃ এই চারণভূমিটি কতো মনোরম ! এবং এই মুহূর্তটি কত উত্তম যদি কোন মুনাদী এই হাঁক দিত, হে খোদার সেনাদল! আরোহন কর। অতঃপর এক ব্যক্তি অগ্রগামী বাহিনীর সহিত বাহির হইয়া পড়িত এবং যখমী হইত অতঃপর তাহাকে সরাইয়া আনিয়া এই চারণভূমিতে দাফন করা হইত! বর্ণনাকারী বলেন মুহূর্তের মধ্যেই একজন মুনাদী আহবান করিল, হে আল্লাহর বাহিনী! আরোহন কর। একটি শহরের ব্যাপারে বলিল যাহারা ইতিপূর্বে সন্ধি করিয়াছিল শহরবাসী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমর ও দ্রুতগামী লোকেরা ছুটিলেন। তাহার পিতাকে এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলিলেনঃ আমরকে ফিরাইয়া আন এবং তাহার খোঁজে লোক পাঠাইলেন। তাহার নিকটে পৌছিবার পূর্বেই তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। বর্ণনাকারী বলেন আমার ধারনা তাহাকে তাহার বর্শা পুতিবার স্থানেই দাফন করা হইয়াছে। সেদিন উতবাহ সেনাপতি ছিলেন। সুদ্দী ব্যতিত অন্য বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, তিনি আহত হইলেন এবং বলিলেন খোদার কসম তুমি বয়সে নবীন এবং আল্লাহতায়ালা নবীনগণকে বরকত দান করিয়া

থাকেন। তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকিতে দাও যদি এর পর ও আমি বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে উঠাইয়া নিয়া যাইও। অনন্তর তিনি তাহার সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করিলেন।

সাদার উপরে রক্তের লালিমার মত সুন্দর

عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيٰى، قَالَ : كَانُوا فِيْ غَزْوَةٍ عَلَيْهِمْ يَحْيٰى، فَقَالَ عَمْرٌو : مَاأَحْسَنَ حُمْرَةَ الدَّمِ عَلَى الْبَيَاضِ، فَسَمِعَ أَبُوْهُ ذَالِكَ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَنْزِلَنَّ - قَالَ : فَنَزَلَ ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنِ الصَّفِّ، فَقَامَ يُصَلِّيْ، فَجَعَلَ يَدْعُوْ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ عُتْبَةُ ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ : هٰذَا عَمْرٌو يَسْتَشْفِعُ عَلَيَّ بِرَبِّهِ، إِرْكَبْ يَابُنَيَّ إِنْ شِئْتَ ، فَرَكِبَ، فَاسْتُشْهِدَ - قَالَ : فَجِيْءَ بِقَاتِلِهِ، فَقَالَ عُتْبَةُ لِرَجُلٍ - قَالَ السَّرِيُّ : أُرَاهُ مَسْرُوْقٌ - قُمْ فَاقْتُلْ قَاتِلَ أَخِيْكَ - فَقَتَلَهُ -

হাদীস নং ১৪০ - সারী বিন ইয়াহয়া হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ তাহারা একটি অভিযানে ছিলেন, যার সেনাপতি ছিলেন ইয়াহয়া। আমর বলিলেন; সাদার উপরে রক্তের লালিমা কত সুন্দর দেখাইবে! তাহার পিতা ইহা শুনিতে পাইয়া বলিলেনঃ আমি তোমাকে ক্বসম দিয়া বলিতেছি তুমি ঘোড়া হইতে নাম। বর্ণনাকারী বলেন সে অবতরণ করিল এবং কাতার হইতে পৃথক হইয়া নামাযে দাঁড়াইল অতঃপর দু'আ করিতে লাগিল। তখন উতবাহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন, এই যে আমর তাহার পালনকর্তার নিকটে আমার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। ঠিক আছে বেটা ইচ্ছা হইলে আরোহন কর। অতঃপর সে আরোহন করিল এবং শহীদ হইল। তখন উতবাহ এক ব্যক্তিকে বলিলেন, সারী বলেন আমার ধারনা তিনি মাসরুক ছিলেন, –যাও তোমার ভ্রাতৃ হন্তাকে হত্যা কর। তিনি (অগ্রসর হইয়া) তাহাকে হত্যা করিলেন।

হামহামাহ শহীদ

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حَمْحَمَةُ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلٰى إِصْبَهَانَ غَازِيًا فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ : وَفُتِحَتْ إِصْبَهَانُ فِيْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - فَقَالَ : أَللّٰهُمَّ إِنَّ حَمْحَمَةَ يَزْعَمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَإِنْ كَانَ حَمْحَمَةُ صَادِقًا، فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ بِصِدْقِهِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْزِمْ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ - أَللّٰهُمَّ لاَ تَرُدَّ حَمْحَمَةَ مِنْ سَفَرِهِ هٰذَا - قَالَ : فَأَخَذَتْهُ بَطْنُهُ، فَمَاتَ بِإِصْبَهَانَ - قَالَ : فَقَامَ أَبُوْ مُوْسٰى، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّا وَاللّٰهِ (مَا سَمِعْنَا) فِيْمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلاَّ أَنَّ حَمْحَمَةَ شَهِيْدٌ -

হাদীস নং ১৪১ - হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যাহার নাম ছিল হামহামাহ। তিনি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খেলাফতকালে ইস্পাহানের অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন “ ইস্পাহান উমর (রাযিঃ) এর যুগে বিজিত হয়। তিনি দু'আ করিলেনঃ ইয়া আল্লাহ হামহামাহ দাবি করিতেছে যে, সে আপনার সাক্ষাতকামী। যদি হামহামাহ সত্যবাদী হয় তবে ইহা তাহার জন্য অবধারিত করিয়া দিন আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে ইহা তাহার উপর আরোপ করুন। ইয়া আল্লাহ! হামহামাকে এই সফর হইতে ফিরাইয়া আনিবেন না। বর্ণনাকারী বলেনঃ তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং ইস্পাহানেই মৃত্যুবরণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আবু মুসা (রাযিঃ) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেনঃ হে লোক সকল! খোদার কুসম! আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি এবং যাহা জানিয়াছি তম্মধ্যে ইহাই শুনিয়াছি যে হামহামাহ শহীদ।

ঘোড়ার শরীরে ষাটটি আঘাত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ خَرَجْتُ فِيْ غُزَاةٍ لَنَا ، فَدُعِيَ النَّاسُ إِلىٰ مَصَافِّهِمْ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الرِّيْحِ ، وَالنَّاسُ يَثُوْبُوْنَ إِلىٰ مَصَافِّهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلىٰ فَرَسٍ لَهُ، وَرَأْسُ فَرَسِيْ عِنْدَ عَجْزِ فَرَسِهِ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ لَا يَشْعُرُنِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ : يٰا نَفْسُ، أَلَمْ أَشْهَدْ مَشْهَدَ كَذَاوَكَذَا، فَقُلْتَ لِيْ : وَلَدَكَ وَأَهْلَكَ، فَأَطَعْتُكِ وَرَجَعْتُ،أَلَمْ أَشْهَدْ مَشْهَدَ كَذَاوَكَذَا، فَقُلْتَ لِيْ: وَلَدَكَ وَأَهْلَكَ، فَأَطَعْتُكِ وَرَجَعْتُ - أَمَا وَاللّٰهِ لَأُعْرِضَنَّكِ الْيَوْمَ عَلىٰ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، أَخَذَكِ أَوْ تَرَكَكِ - قَالَ : قُلْتُ لَأَرْمُقَنَّ هٰذَا، فَرَمَقْتُهُ، فَصَفَّ النَّاسُ، ثُمَّ حَمَلُوْا عَلىٰ عَدُوِّهِمْ، فَكَانَ فِيْ أَوَائِلِهِمْ - ثُمَّ إِنَّ الْعَدُوَّ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ، فَانْكَشَفُوْا، فَكَانَ فِيْ حُمَاتِهِمْ - ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ حَمَلُوْا، فَكَانَ فِيْ أَوَائِلِهِمْ - ثُمَّ إِنَّ الْعَدُوَّ حَمَلَ، فَانْكَشَفَ النَّاسُ، فَكَانَ فِيْ حُمَاتِهِمْ - قَالَ : فَوَاللّٰهِ مَازَالَ دَأْبُهُ حَتّٰى مَرَرْتُ بِهِ ، فَعَدَدْتُ بِهِ وَبِدَابَّتِهِ سِتِّيْنَ طَعْنَةً أَوْ قَالَ : أَكْثَرَ مِنْ سِتِّيْنَ طَعْنَةً -

হাদীস নং ১৪২ - আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়স হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি দেখিলাম যে, একটি অভিযানে বাহির হইয়াছি। এক প্রচন্ড ঝড়ো দিনে আমাদিগকে সারিবদ্ধ হইবার আদেশ করা হইল। লোকেরা দ্রুত সারিবদ্ধ হইতে লাগিল, এক ব্যক্তিকে দেখিলাম তিনি তাহার ঘোড়ার পিঠে রহিয়াছেন, আমার ঘোড়ার মাথা তাহার ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশের নিকটে ছিল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি বলিতেছিলেন, হে আমার আত্মা! আমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে উপস্থিত হইনাই, অতঃপর তুমি আমাকে বলিলে, তোমার স্ত্রী সন্তানের কথা ভুলিয়া যাইওনা। আমি তোমার আনুগত্য করিলাম এবং ফিরিয়া আসিলাম। আমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে

উপস্থিত হইনাই অতঃপর তুমি আমাকে বলিল তোমার স্ত্রী পুত্র পরিজনের নিকটে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার আনুগত্য করিলাম এবং ফিরিয়া আসিলাম। খোদার কৃসম! আজ আমি তোমাকে মহান আল্লাহর সামনে পেশ করিব, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন বা প্রত্যাখ্যান করিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, আমি এই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিব। আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রখিলাম। লোকেরা সারিবদ্ধ হইল এবং দুশমনের উপর আক্রমন করিল, তিনি তাহাদের প্রথম সারির লোকদের মধ্যে ছিলেন। কিছুকাল পর দুশমনরা পাল্টা আক্রমন করিল ফলে লোকেরা ছত্রভংগ হইয়া গেল তখন তিনি দুশমনদিগকে ব্যস্ত রাখিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম তিনি এভাবেই যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, অবশেষে আমি তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহার ও তাহার ঘোড়ার শরীরে ষাটটি বর্শার আঘাত গননা করিলাম অথবা বলিয়াছেন ষাটটিরও অধিক বর্শার আঘাত।

আমাদের দিকে তাকানো হালাল

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَنَحْنُ نَسِيْرُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ : أَخْبِرْ أَبَا حَازِمٍ شَأْنَ صَاحِبِنَا الَّذِيْ رَأٰى فِيْ الْعِنَبِ مَا رَأٰى، قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبِرْهُ أَنْتَ فَقَدْ سَمِعْتَ مِنْهُ الَّذِيْ سَمِعْتَ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ : فَمَرَرْنَا بِكَرْمٍ، فَقُلْنَا لَهُ : خُذْ هٰذِهِ السُّفْرَةَ، فَامْلَأْ هَا مِنْ هٰذَاالْعِنَبِ، ثُمَّ أَدْرِكْنَا بِهِ فِيْ الْمَنْزِلِ - قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ الْكَرْمَ نَظَرَ إِلىٰ امْرَأَةٍ عَلٰى سَرِيْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ، فَغَضَّ عَنْهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ نَظَرَ فِيْ نَاحِيَةِ الْكَرَمِ فَإِذَاهُوَ بِأُخْرٰى مِثْلَهَا ، فَغَضَّ عَنْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ اُنْظُرْ فَقَدْ حَلَّ لَكَ النَّظْرُ فَإِنِّيْ وَالَّذِيْ رَأَيْتَ زَوْجَتَاكَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَأَنْتَ أَتَيْنَا مِنْ يَوْمِكَ هٰذَا - فَرَجَعَ إِلَيْ أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يَأْتِهِمْ بِشَيْءٍ فَقُلْنَا لَهُ : مَالَكَ ، أَجُنِنْتَ

! وَرَأَيْنَا بِهِ حَالاً غَيْرَ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْنَا عَلَيْهَا مِن نُوْرِ وَجْهِهِ وَحُسْنِ حَالِهِ، فَسَأَلْنَاهُ مَامَنَعَكَ مِن ذَالِكَ، فَاعْتَجَمَ عَلَيْنَا حَتَّى أَقْسَمْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ : إِنِّيْ لَمَّا دَخَلْتُ الْكَرَمَ .. فَقَصَّ الْقِصَّةَ فَمَا اَدْرِيَ أَكَانَ ذَالِكَ أَسْرَعَ أَنْ سَتُنْفِرَ النَّاسَ لِلْغَزْوِ، فَأَمَرْنَا بِهِ إِنْسَانًا يُمْسِكُ دَابَّتَهُ عَلَيْنَا حَتَّى أَسْرَجْنَا جَمِيْعًا ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا رَجَاءَ أَنْ يُصِيْبَ الشَّهَادَةَ، فَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ النَّاسِ أُسْتُشْهِدَ يَوْمَئِذٍ -

হাদীস নং ১৪৩ - আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রোমের ভূমিতে চলিতেছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলিলঃ আবু হাযেম! আমাদের সঙ্গীর ঘটনাটি শোনাওতো যিনি আঙ্গুর বাগানে একটি দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। লোকটি আব্দুর রহমানকে বলিল, আপনি ঘটনাটি বর্ণনা করুন; কেননা আপনিই তাহার নিকট হইতে যাহা শুনিবার শুনিয়াছেন। তখন আব্দুর রহমান বলিলেন, ঘটনাটি এই যে, আমরা একটি আঙ্গুর বাগানের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম, আমরা তাহাকে বলিলাম, এই চামড়ার পাত্রটি ভরিয়া আঙুর নিবেন অতঃপর আমাদের পরবর্তি মঞ্জিলে যাত্রাবিরতির স্থানে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।

যখন তিনি আঙ্গুর বাগানে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন, জান্নাতের সুনয়না (হুরে ঈন) রমনীগণের মধ্য হইতে একজন স্বর্নের সিংহাসনে বসিয়া আছে। তিনি ইহা দেখিয়াই তাহার দৃষ্টি নত করিলেন অতঃপর আঙ্গুর কুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন সেইদিকে অপর আরেকজন রমনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি পুনরায় তাহার দৃষ্টি নত করিলেন। তখন রমনীটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চোখ তুলুন, আপনার জন্য আমাদের দিকে তাকানো হালাল। আমরা উভয়ে হুরে ঈনের মধ্য হইতে আপনার স্ত্রী। আপনি আজই আমাদের নিকটে আগমন করিবেন। অতঃপর তিনি খালি হাতেই তাহার সঙ্গীদের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা

তাহাকে বলিলাম, আপনার কী হইয়াছে? আপনি কি পাগল হইয়া গিয়াছেন ? আমরা তাহাকে ভিন্নতর অবস্থায় আবিস্কার করিলাম, তাহার চেহারা ঝলমল করিতেছে, তাহার অবস্থা সুন্দর হইয়াছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন আপনি খালি হাতে আসিলেন ? তিনি নিশ্চুপ রহিলেন। অবশেষে তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিলেন। ইতিমধ্যেই অভিযানের ডাক আসিল, আমরা এক ব্যক্তিকে তাহার বাহন ধরিয়া রাখিতে বলিলাম এবং সকলে মিলিয়া তাহার বাহনটিতে গদী ইত্যাদি লাগাইয়া আরোহনের উপযোগী করিলাম অতঃপর তিনি শাহাদাতের আশা লইয়া আরোহন করিলেন, আমরাও আরোহন করিলাম। তিনি আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হইয়া গেলেন। (বলাবাহুল্য) সেই দিনের সর্ব প্রথম শহীদ তিনিই ছিলেন।

অভিযানের ডাকে বাহির হইয়া গেলেন

عَنْ أَبِي الْأَحْدَلِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى قَوْمٍ مَسْجِدُهُمْ بِسَاحِلٍ مِنَ السَّوَاحِلِ.فَلَمَّا رَأَوْهُ اسْتَشْرَفُوا، فَقَالُوا لَهُ : مَاأَشْبَهَ هٰذَابِفُلَانٍ - فَقُلْتُ : إِنْ شَبَّهْتُمُوْنِيْ ، فَشَبِّهُوْنِي بِرَجُلٍ صَالِحٍ - قَالُوا: فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ فِيْ رَكَائِبَ يَعْلِفُهَا، فَاسْتُنْفِرَ النَّاسُ لِلْغَزْوِ، فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ، فَدُفِنَ وَمَعَهُ نَفَقَةٌ لَهُ، فَكَلَّمَ أَمِيْرُ النَّاسِ أَنْ يَنْبُشُوْاعَنْهُ ، فَيَأْخُذُوْانَفَقَتَهُ، فَأَذِنَ لَهُمْ - قَالَ : فَخَرَجْنَا إِلٰى قَبْرِهِ، فَكَشَفْنَا عَنْهُ التُّرَابَ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِيحَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ، فَلَمْ نَزَلْ نَكْشِفُ عَنْهُ حَتّٰى بَلَغْنَا لَحْدَهُ،فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ شَيْئًا -

হাদীস নং ১৪৪ - আবুল আহদাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনি একবার একটি জনপদে উপস্থিত হইলেন যাহাদের মসজিদ (সমূদ্রের) উপকুলে অবস্থিত ছিল। যখন তথাকার অধিবাসীগণ তাহাকে দেখিল, সকলে চোখ তুলিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং বলিল, এই

লোকটি হুবহু অমুকের মত। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যদি আমাকে কাহারও মতো বলিতে চাও তাহা হইলে কোন ভালো মানুষের মতো বলিবে। তাহারা বলিলঃ আমাদের এখানে একজন লোক ছিলেন যিনি উটের ঘাস-পানি যোগাইবার কাজ করিতেন। (একবার) অভিযানের ডাক আসিলে তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং লড়াই করিতে করিতে নিহত হইলেন, অতঃপর তাহার টাকা-পয়সাসহই তাহাকে দাফন করা হইল। লোকেরা আমীরকে এ ব্যাপারে অবহিত করিল এবং তাহার কবর খুড়িয়া টাকা পয়সা বাহির করিবার অনুমতি চাহিল। তিনি অনুমতি দিলেন। তখন আমরা তাহার কবরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম এবং তাহার কবর হইতে মাটি সরাইতে লাগিলাম। সাথে সাথে মিশকআম্বরের সুবাস আসিতে লাগিল। আমরা মাটি সরানো অব্যাহত রাখিলাম এবং তাহার কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলাম কিন্তু আমরা সেখানে কিছুই পাইলাম না।

বেহেশতী হুর

عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ، قَالَ: فَغَزَوْنَا سَقِلِيَّةَ مِنْ أَرْضِ الرُّوْمِ، فَحَاصَرْنَا مَدِيْنَةً، قَالَ :وَكُنَّا ثَلَاثَةً مُتَرَافِقِيْنَ، أَنَاوَزِيَادٌ وَرَجُلٌ اٰخَرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَإِنَّا لَمُحَاصِرُوْنَ يَوْمًا، وَقَدْوَجَّهْنَاأَحَدَنَا الثَالِثَ لِيَأْتِنَا بِطَعَامٍ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنْجَنِيْقَةٌ، فَوَقَعَتْ قَرِيْبًا مِنْ زِيَادٍ، فَشَظِيَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ، فَأَصَابَتْ رُكْبَةَ زِيَادٍ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَاجْتَرَرْتُهُ، وَأَقْبَلَ صَاحِبِي فَنَادَيْتُهُ، فَجَاءَنِي، فَبَرَزْنَا بِهِ حَيْثُ لَايَنَالُهُ الْقَتْلُ وَالْمِنْجَنِيْقُ، فَمَكَثْنَا طَوِيْلًا مِنْ صَدْرِنَهَارِنَا لَايَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَفْتَرَ ضَاحِكًا حَتّٰى تَبَيَّنَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ خَمَدَ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى سَالَتْ دَمُوْعُهُ، ثُمَّ خَمَدَ، ثُمَّ ضَحِكَ مَرَّةً أُخْرٰى، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً. فَأَفَاقَ،فَاسْتَوٰى جَالِسًا، فَقَالَ : مَالِيَ

هٰهُنَا ؟ فَقُلْنَا : أَمَا عَلِمْتَ مَا أَمْرُكَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ: أَمَاتَذْكُرُ الْمِنْجَنِيْقَ حِيْنَ وَقَعَ إِلىٰ جَنْبِكَ ؟ قَالَ بَلىٰ - فَقُلْنَا : فَإِنَّهُ أَصَابَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَأُغْمِيَ عَلَيْكَ ، وَرَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ كَذَاوَكَذَا- قَالَ : نَعَمْ-أُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ أُفْضِيَ بِيْ إِلىٰ غُرْفَةٍ مِنْ يَاقُوْتِهِ أَوْ زَبَرْجَدِهِ، وَأُفْضِيَ بِيْ إِلىٰ فُرُشٍ مَوْضُوْنَةٍ بَعْضُهَا إِلىٰ بَعْضٍ، فَبَيْنَ يَدَيْ ذَالِكَ سِمَاطَانِ مِن نَمَارِقَ، فَلَمَّااِسْتَوَيْتُ قَاعِدًا عَلىٰ الْفُرُشِ سَمِعْتُ صَلْصَلَةَ حُلِيٍّ عَنْ يَمِيْنِيْ، فَخَرَجَتْ امْرَأَةٌ فَلَا أَدْرِيْ أَهِيَ أَحْسَنُ أَوْ ثِيَابُهَا أَوْ حُلِيُّهَا ، فَأَخَذَتْ إِلىٰ طَرْفِ السِّمَاطِ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْنِي رَحَّبَتْ وَسَهَّلَتْ وَقَالَتْ : مَرْحَبًابِالْحَافِيْ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُنَا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ، وَلَسْنَا كَفُلَانَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا ذَكَرَتْهَا بِمَا ذَكَرَتْهَا بِهِ، ضَحِكْتُ،وَأَقْبَلَتْ حَتّٰى جَلَسَتْ عَنْ يَمِيْنِيْ فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : أَنَا خَوْدٌ زَوْجَتُكَ - فَلَمَّا مَدَدْتُ يَدِيَ، قَالَتْ : عَلىٰ رِسْلِكَ، إِنَّكَ سَتَأْتِيْنَا عِنْدَ الظُّهْرِ، فَبَكَيْتُ، فَحِيْنَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ، سَمِعْتُ صَلْصَلَةً عَنْ يَسَارِيْ فَإِذَاأَنَا بِأمْرَأَةٍ مِثْلِهَا ، فَوَصَفَ نَحْوَ ذَالِكَ، فَصَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ صَاحِبَتُهَا فَضَحِكْتُ حِيْنَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةَ ، وَقَعَدَتْ عَنْ يَسَارِيْ، فَمَدَدْتُ يَدِيْ فَقَالَتْ : عَلىٰ رِسْلِكَ، إِنَّكَ تَأْتِيْنَا عِنْدَ الظُّهْرِ، فَبَكَيْتُ - قَالَ : فَكَانَ قَاعِدًا مَعَنَايُحَدِّثُنَا فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مَالَ فَمَاتَ - قَالَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ ، كَانَ رَجُلٌ يُحَدِّثُنِيْ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْمَدَنِيِّ، ثُمَّ قَدِمَ فَقَالَ لِيْ الرَّجُلُ هَلْ لَكَ فِيْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْمَدَنِيِّ تَسْمَعُهُ مِنْهُ ! فَأَتَيْتُهُ فَسَمِعْتُهُ -

হাদীস নং ১৪৫ - আবু ইদরীস হইতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাদের নিকটে যিয়াদ নামক একজন মদীনাবাসী ব্যক্তি আসিলেন। আমরা রোমের ছাক্বলিয়া দ্বীপে অভিযান পরিচালনা করিলাম এবং সেখানে একটি শহর অবরোধ করিলাম। আমি, যিয়াদ এবং অপর একজন মদীনাবাসী, এই

তিনজন এক সাথে ছিলাম। অবরোধ চলাকালে আমরা একজন সঙ্গীকে খাবার আনিবার জন্য পাঠাইলাম। ইতিমধ্যে মিনজানিকের (প্রস্তর নিক্ষেপণ অস্ত্র) একটি বিরাট পাথর আসিয়া যিয়াদের নিকটে পতিত হইল এবং পাথরটির একটি বড় টুকরা ছিটকাইয়া আসিয়া যিয়াদের হাটুতে আঘাত করিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হইয়া গেলেন। আমি তাহাকে টানিয়া আনিতে লাগিলাম ইতি মধ্যে আমাদের সঙ্গী ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাহাকে নিকটে ডাকিলাম এবং উভয়ে মিলিয়া তাহাকে অকুস্থল হইতে সরাইয়া ফেলিলাম যাহাতে অন্য কোন প্রস্তর আসিয়া তাহার প্রাণনাশ না করিতে পারে। আমরা পূর্বাহ্নের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাহাকে লইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার শরীরে কোনই নড়াচড়া নাই হঠাৎ তিনি অর্ধনিমিলিত চক্ষে হাসিয়া উঠিলেন এমনকি তাহার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল অতঃপর নির্বাপিত হইয়া গেলেন অতঃপর পূনরায় হাসিয়া উঠিলেন। এর কিছুক্ষণ পর তাহার হুশ ফিরিল এবং তিনি সোজা হইয়া বসিলেন ও বলিলেন ঃ আমি এখানে কেমন করিয়া আসিলাম ? আমরা বলিলামঃ আপনি কি আপনার অবস্থা জানেন না ? তিনি বলিলেন, না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল আপনার কি ঐ নিক্ষিপ্ত পাথরটির কথা মনে পড়ে যাহা আপনার নিকটে আসিয়া পতিত হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমরা বলিলামঃ ঐ পাথরের একটি খণ্ড আসিয়া আপনাকে আঘাত করিয়াছিল ফলে আপনি বেহুশ হইয়া যান এবং এরপর আপনি এই এই করিয়াছেনঃ তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, আমাকে ইয়াকূত ও জবরজদ পাথরের নির্মিত একটি কক্ষে নিয়া যাওয়া হইল এবং সুন্দর ও মজবুত বুননকৃত একটি বিছানায় বসানো হইল। উহার সামনে দুই সারি বালিশ ছিল। যখন আমি বিছানায় সোজা হইয়া বসিলাম, তখন আমার ডান পার্শ্বে অলংকারের রিনিঝিনিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, এবং ইহার অব্যবহিত পরেই একজন রমনী বাহির হইয়া আসিলেন। আমি জানিনা তাহার পোষাক, অলংকার এবং সে নিজে, এই তিনটির মধ্যে কোনটি অধিক সুন্দর! সে এদিকেই আসিতে লাগিল, যখন সে আমার সামনে

আসিল তখন মারহাবা ও আহলান সাহলান বলিয়া অভ্যর্থনা জানাইল অতঃপর বলিল, যে নগ্ন পদ আল্লাহর নিকটে আমাদিগকে প্রার্থনা করিত না তাহাকে মারহাবা, অবশ্য আমরা তাহার স্ত্রী অমুকের মত নই। অতঃপর যখন সে তাহার রুপের বর্ণনা দিল তখন আমি (খুশিতে) হাসিয়া ফেলিলাম। সে আসিয়া আমার ডান পার্শ্বে বসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? সে বলিল, আমি তোমার স্ত্রীর একজন দাসী। অতঃপর যখন আমি আমার হস্ত প্রসারিত করিলাম, সে বলিল ধীরে! আপনি আমাদের নিকটে যোহরের সময় আসিবেন। তখন আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। সে যখন তাহার কথা শেষ করিল তখন আমি আমার বাম পার্শ্বে অলংকারের রিনিঝিনি শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম তাহার মতই দ্বিতীয় আরেকজন রমনী দাঁড়াইয়া আছে (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি ইহার বিবরণও প্রথম রমনীর মতই দিলেন। সেও তাহার সঙ্গীনীর মতই আচরণ করিল। সে যখন (তাহার সঙ্গীনীর মত) সেই স্ত্রীলোকটির বর্ণনা দিল তখনও আমি হাসিয়া ফেলিলাম। সে আমার বাম পার্শে উপবেশন করিল। আমি হস্ত প্রসারিত করিলে সে বলিল, ধীরে! আপনি আমাদের নিকটে যোহরের সময় আসিবেন। আমি তখন কাঁদিয়া ফেলিলাম। বর্ণনাকারী বলেন এভাবে তিনি আমাদের নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। যখন মুয়াজ্জিন আযান দিল তখন তিনি একপাশে হেলিয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুবরন করিলেন। আব্দুল কারীম বলেন, উপরোক্ত বিবরণ এক ব্যক্তি আমাকে আবু ইদরীস হইতে বর্ণনা করিতেন কিছু দিন পর আবু ইদরীস আগমন করিলে সেই ব্যক্তি বলিলেন, আপনি কি সরাসরি আবু ইদরীস আল মাদানী হইতে শুনিতে চান? তখন আমি তাহার নিকটে আসিলাম এবং শুনিলাম।

আমি আপনার স্ত্রী

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا وَمَعَنَا مَكْحُوْلُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرٍ مَرَّ بِأَرْضِ الرُّوْمِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : اَعْطِنِي

مِخْلَاتِيْ حَتّٰى أٰتِيْكُمْ مِنْ هٰذَا الْعِنَبِ، فَأَخَذَهَا . ثُمَّ دَفَعَ فَرَسَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِيْ الْكَرَمِ، فَإِذَاهُوَ بِامْرَأَةٍ عَلٰى سَرِيْرٍ لَمْ يَنْظُرْ إِلٰى مِثْلِهَا قَطُّ. فَلَمَّا رَاٰهَا صَدَّ عَنْهَا . فَقَالَتْ : لَاتَصَّدَّعَنِّيْ، فَإِنِّيْ زَوْجَتُكَ، وَامْضِ أَمَامَكَ فَسَتَرٰى مَا هُوَ أَفْضَلَ مِنِّيْ،فَمَضٰى، فَإِذَابِأُخْرٰى مِثْلِهَا،فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَالِكَ - قَالَ وَأَظُنُّهُ أَبُوْمَحْرَمَةَ -

হাদীস নং ১৪৬ - আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবের হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবনে আবী যাকারিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন–তখন আমাদের সাথে মাকহুল ছিলেন- যে, বকর গোত্রের এক ব্যক্তি রোমের ভূখণ্ডে চলিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাহার গোলামকে বলিলেন, আমাকে আমার পাত্রটি দাও আমি (এখান হইতে) কিছু আঙুর নিয়া আসিব, পাত্রটি নিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। তিনি আঙ্গুর বাগানে আছেন হঠাৎ দেখলেন, একজন রমনী একটি সিংহাসনের উপর বসিয়াআছেন, তাহার মত রুপবতী নারী তিনি কখনও দেখেন নাই। তাহার প্রতি নজর পড়া মাত্রই তিনি তাহার দৃষ্টি সরাইয়া ফেলিলেন। রমনীটি বলিল, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইবার প্রয়োজন নাই আমি আপনার স্ত্রী। আপনি সামনে অগ্রসর হোন। আমার চেয়ে উত্তম রমনী দেখিতে পাইবেন। তিনি অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, তাহার মত আরেকজন রমনী রহিয়াছেন সেও তাঁহাকে পূর্বোক্ত রমনীর ন্যায় বলিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি আবু মাহ্‌রামা ছিলেন।

সকলে অসীয়তনামা লিখিলেন

عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ السَّلُوْلِيِّ، قَالَ:كُنَّا مَعَ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ قُعُوْدًا، إِذْجَاءَنَا بِذَالِكَ الْعِنَبِ فَوَضَعَهُ، فَدَعَا بِقِرْطَاسٍ وَدَوَاةٍ، فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْكَرْبٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ قَامَ مُقَاتِلُ النَّبْطِيُّ فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ قَامَ عَمَّارُبْنُ

أَبِيْ أَيُّوْبَ فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ قَامَ عَوْفُ اللَّخْمِيُّ فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ لَقِيْنَا بِرُحَانَ، فَمَا بَقِيَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ - قَالَ : وَلَمْ نَكْتُبْ نَحْنُ وَصَايَانَا، فَلَمْ نُقْتَلْ -

হাদীস নং ১৪৭-আতা ইবনে কুররাহ আসসালুলী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবু মাহযূরার সহিত বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের জন্য আঙুর নিয়া আসিলেন এবং তাহা সামনে রাখিলেন, অতঃপর একটি কাগজ ও দোয়াত চাইলেন এবং তাহার ওছীয়্যত নামা লিখিলেন। যখন আবু কারব ইহা দেখিলেন, তিনিও তাহার অসীয়তনামা লিখিলেন। অতঃপর মুক্বাতিল আননাবাতী উঠিলেন এবং তাহার অসীয়তনামা লিখিলেন। অতঃপর আম্মার বিন আবী আইয়ূব উঠিলেন এবং তাহার অসীয়তনামা লিখিলেন। অতঃপর আমরা রুহান নামক স্থানে শত্রুর মুখোমুখী হইলাম। সেই পাঁচজনের প্রত্যেকেই নিহত হইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আমাদের অসীয়তনামা লিখি নাই ফলে আমরা নিহত হই নাই।

তোমরা তোমাদের পরিচয় কী?

عَنِ بْنِ أَبِيْ زَكَرِيَّا يَوْمَئِذٍ،قَالَ:حَدَّثَنِيْ بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ رَأَى الْحُوْرَ الْعِيْنَ عِيَانًاحَتّٰى كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، فَبَيْنَمَاهُوَ يَمْشِيْ فِيْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ لَقِيَهُ جِبْرِيْلَ، فَقَالَ : أَتُحِبُّ أَنْ تَرَى الْحُوْرَ الْعِيْنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - قَالَ : فَأَدْخُلِ الصَّخْرَةَ، ثُمَّ أَخْرُجْ إِلَى الصُّفَّةِ - فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَانِسْوَةٌ جُلُوْسٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ ، فَقُلْنَ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ : مَنْ أَنْتُنَّ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ؟ قُلْنَ : خَيْرَاتٌ حِسَانٌ أَزْوَاجُ أَقْوَامٍ أَبْرَارٍ مَاتُوْا فَلَمْ يَطْعَنُوْا ، وَشَبُّوْا فَلَمْ يَكْبُرُوْا ، وَنَقُوْافَلَمْ يَدْرَنُوْا -

হাদীস নং ১৪৮- ইবনে আবী যাকারিয়া হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক ভাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত পর্যন্ত হুরে ঈন সচক্ষে দেখেন নাই, যখন উর্দ্ধ লোকে আরোহনের সেই রাত হইল তখন তিনি মসজিদের (বাইতুল মুকাদ্দাস) বারান্দায় হাটিতেছিলেন। ইত্যবসরে জিবরাঈল তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং বলিলেন আপনি কি হুরে ঈন দেখিতে ইচ্ছুক ? তিনি বলিলেন হ্যাঁ । জিবরাঈল বলিলেন তাহা হইলে আপনি প্রস্তরখণ্ডের নিকটবর্তী সুফফায় (আঙ্গিনায়) আসুন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, কিছু রমনী বসিয়া আছেন। তিনি তাহাদিগকে সালাম দিলেন। তাহারা সালামের জবাবে বলিলঃ আপনার উপর ও শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক ! তিনি বলিলেন, আল্লাহ তোমাদিগকে রহম করুন ! তোমরা কাহারা ? তাহারা বলিল, রূপবতী কল্যাণময়ী, সৎকর্মপরায়ন লোকদের স্ত্রী, যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয় নাই, যাহারা যুবক হইয়াছে, বৃদ্ধ হয় নাই, যাহারা অনাবিল, আবিল যুক্ত হয় নাই।

অপূর্ব ও অনিন্দ্য সুন্দরীর দর্শন লাভ

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ فَتًى غَزَا زَمَانًا ، وَتَعَرَّضَ لِلشَّهَادَةِ فَلَمْ يُصِبْهَا ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَاأَرَانِيْ إِلاَّ لَوْ قَفَلْتُ إِلىٰ أَهْلِيْ، فَتَزَوَّجْتُ – قَالَ : ثُمَّ قَالَ فِيْ الْفُسْطَاطِ ثُمَّ أَيْقَظَهُ أَصْحَابُهُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ-قَالَ : فَبَكىٰ حَتّٰى خَافَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ أَصَابَهُ شَيْءٌ – فَلَمَّا رَأىٰ ذَالِكَ، قَالَ : إِنِّيْ لَيْسَ بِيْ بَأْسٌ، وَلٰكِنَّهُ أَتَانِيْ أٰتٍ وَأَنَا فِيْ الْمَنَامِ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إِلىٰ زَوْجَتِكَ الْعَيْنَاءِ،قَالَ : فَقُمْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بِيْ فِيْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، فَأَتَيْنَا عَلىٰ رَوْضَةٍ مَا رَأَيْتُ رَوْضَةً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، فَإِذَافِيْهَا عَشْرُ جَوَارٍ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُنَّ قَطُّ وَلاَ أَحْسَنَ مِنْهُنَّ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُوْنَ إِحْدٰهُنَّ – فَقُلْتُ : أَفِيْكُنَّ الْعَيْنَاءُ ؟

قُلْنَ : هِيَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَنَحْنُ جَوَارِيْهَا - قَالَ : فَمَضَيْتُ مَعَ صَاحِبِيْ، فَإِذَارَوْضَةٌ أُخْرٰى يَضْعُفُ حُسْنُهَا عَلٰى حُسْنِ اللاَّتِيْ تَرَكْتُ،فِيْهَا عِشْرُوْنَ جَارِيَةً يُضَاعِفُ حُسْنُهُنَّ عَلٰى حُسْنِ الْجَوَارِيْ اللاَّتِيْ خَلَّفْتُ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُوْنَ إِحْدَاهُنَّ ، فَقُلْتُ :أَفِيْكُنِ الْعَيْنَاءُ ؟ قُلْنَ : هِيَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا، وَنَحْنُ جَوَارِيْهَا ..حَتّٰى ذَكَرَ ثَلَاثِيْنَ جَارِيَةً - قَالَ : ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلٰى قُبَّةٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ مُجَوَّفَةٍ قَدْ أَضَاءَ لَهَا مَا حَوْلَهَا ، فَقَالَ لِيْ صَاحِبِيْ : أُدْخُلْ - فَدَخَلْتُ، فَإِذَاامْرَأَةٌ لَيْسَ لِلْقُبَّةِ مَعَهَا ضَوْءٌ، فَجَلَسْتُ فَتَحَدَّثْتُ سَاعَةً، فَجَعَلَتْ تُحَدِّثُنِيْ، فَقَالَ صَاحِبِيْ : اُخْرُجْ انْطَلِقْ - قَالَ : وَلَاأَسْتَطِيْعُ أَنْ أَعْصِيَهُ، قَالَ: فَقُمْتُ فَأَخَذَتْ بِطَرْفِ رِدَائِيْ ، فَقَالَتْ : أَفْطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ - فَلَمَّا أَيْقَظْتُمُوْنِيْ رَأَيْتُ إِنَّمَا هُوَ حُلْمٌ، فَبَكَيْتُ - فَلَمْ يَلْبَثُوْاأَنْ نُوْدِيَ فِيْ الْخَيْلِ، قَالَ : فَرَكِبَ النَّاسُ فَمَا زَالُوْا يَتَطَارَدُوْنَ حَتّٰى إِذَاغَابَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ، أُصِيْبَ تِلْكَ السَّاعَةَ ، وَكَانَ صَائِمًا - وَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ ثَابِتًا كَانَ يَعْلَمُ نَسَبَهُ -

হাদীস নং ১৪৯ - সাবেত আল বুনানী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুবক দীর্ঘদিন পর্যন্ত অভিযানে অতিবাহিত করিল এবং শাহাদাতের পিছু ধাওয়া করিল কিন্তু শাহাদাত তাহার নসীব হইলনা। তখন সে ভাবিল, খোদার কসম আমার মনে হয় স্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহার সহিত মিলিত হওয়াই উত্তম হইবে। অতঃপর সে তাবুর মধ্যে ক্বাইলুলার জন্য শুইয়া পড়িল। তাহার সঙ্গীগণ যোহরের নামাযের জন্য তাহাকে জাগাইলে সে এমনভাবে কাঁদিয়া উঠিল যে তাহার সঙ্গীগণ তাহার অকল্যাণ ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। সে ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, না আমার কিছু হয় নাই তবে আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যে, একজন আগন্তুক আসিয়া আমাকে

বলিল, তুমি তোমার আইনা স্ত্রীর নিকটে চল। আমি তাহার সহিত চলিলাম, সে আমাকে নিয়া একটি শুভ্র পরিচ্ছন্ন ভূমিতে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর আমরা একটি বাগানে উপস্থিত হইলাম যাহার চেয়ে মনোরম বাগান আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। সেখানে আমরা দশজন তরুণীকে দেখিতে পাইলাম যাহাদের চেয়ে রূপবতী বা তাহাদের মত রূপবতী তরুণী আমি কখনো দেখি নাই। আমি কামনা করিলাম, সে ইহাদেরই একজন হোক! আমি জিজ্ঞাসা বরিলাম, তোমাদের মধ্যে কি আইনা আছে ? তাহারা বলিল, তিনি সামনে রহিয়াছেন, আমরা তাহার দাসী মাত্র।

আমি আমার সঙ্গীর সহিত চলিলাম হঠাৎ অরেকটি বাগান দেখিতে পাইলাম যাহার সৌন্দর্য পূর্বের বাগানের দ্বিগুণ। সেখানে বিশজন তরুণী রহিয়াছে তাহাদের রূপ সৌন্দর্য ও পূর্ববর্তী তরুণীদের তূলনায় দ্বিগুণ। আমি আশা করিলাম সে ইহাদেরই একজন হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের মধ্যে কি আইনা আছে ? তাহারা বলিল, তিনি সামনে রহিয়াছেন, আমরা তাহার দাসী মাত্র। অতঃপর তিনি ত্রিশজন তরুণীর কথা বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, এর পর আমরা একটি গম্বুজের নিকটে পৌঁছলাম যাহা একটি মাত্র লাল রংয়ের ইয়াকূত পাথরে নির্মিত। উহার ঔজ্জল্যে চারপাশ ঝলমল করিতেছে। আমার সঙ্গী আমাকে বলিলঃ প্রবেশ করুন। আমি প্রবেশ করিলাম। সেখানে এমন একজন রমনীকে দেখিলাম যাহার রূপের ছটায় গম্বুজের ঔজ্জল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমি বসিলাম এবং কিছুসময় তাহার সহিত কথাবার্তা বলিলাম, তিনিও আমার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। এমতাবস্থায় আমার সঙ্গী বলিলেন, বাহির হইয়া আসুন এবং চলুন। আমার পক্ষে তাহার অবাধ্যাচারণ করা সম্ভব ছিলনা। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি আমার চাদরের প্রান্ত ধরিলেন এবং বলিলেন, আজ রাত্রে আমাদের নিকটে ইফতার করিবেন। যখন তোমরা আমাকে ঘুম হইতে জাগাইলে তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা স্বপ্ন ছিল, ফলে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। ইতিমধ্যেই অভিযানের আহবান

আসিল। লোকেরা আরোহণ করিল এবং দুশমনের সৈন্য বাহিনীর সহিত আক্রমন পাল্টা আক্রমন চলিতে লাগিল। এইভাবে যখন সূর্য অস্তমিত হইল এবং ইফতারের সময় হইল তিনি যখমী হইলেন। তিনি ছিলেন রোযাদার। একজন বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি আনসারীগণের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন এবং সম্ভবত সাবেত তাহার বংশ পরিচয় জানিতেন।

নিঃসন্দেহে আমি মুসলমান

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْعُوْدِيِّ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ فَضَالَةَ بَنِ عُبَيْدٍ الْبَرِّ أَرْضَ الرُّوْمِ، وَلَمْ يَغْزُفَضَالَةُ فِيْ الْبَرِّ غَيْرَهَا، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ، إِذْ يُسْرِعُ فَضَالَةُ، وَهُوَ أَمِيْرُ النَّاسِ، وَكَانَتِ الْوُلَاةُ إِذْذَاكَ يَسْمَعُوْنَ مِمَّنِ اسْتَرْعَاهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَيُّهَا الْأَمِيْرُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَقَطَّعُوْا فَقِفْ حَتَّى يَلْحَقُوْكَ، فَوَقَفَ فِيْ مَرَجٍ فِيْهِ تَلٌّ، عَلَيْهِ قَلْعَةٌ، فِيْهَا حِصْنٌ - قَالَ : فَمِنَّا الْوَاقِفُ وَمِنَّا النَّازِلُ، إِذْ نَحْنُ بِرَجُلٍ أَحْمَرَ ذِيْ شَوَارِبَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَتَيْنَا بِهِ فَضَالَةَ، فَقُلْنَا : إِنَّ هٰذَاهَبَطَ مِنَ الْحِصْنِ بِلَاعَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ، فَسَأَلَهُ مَاشَأْنُهُ، فَقَالَ : إِنِّيْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ، وَشَرِبْتُ خَمْرًا، وَأَتَيْتُ أَهْلِيْ، فَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رُجُلَانِ فَغَسَلَا بَطْنِيْ وَزَوَّجَانِيْ امْرَأَتَيْنِ لَا تَغَارُأَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى، وَقَالَالِيْ : أَسْلِمْ، فَإِنِّيْ لَمُسْلِمٌ - فَمَا كَانَتْ كَلِمَةٌ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ رَمَيْنَا ....فَأَقْبَلَ يَهْوِيْ حَتّٰى أَصَابَهُ فَوْقَ عُنُقِهِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ - فَقَالَ فَضَالَةُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ، عَمِلَ قَلِيْلًا وَأُجِرَ كَثِيْرًا - صَلُّوْاعَلٰى أَخِيْكُمْ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَفَنَّاهُ فِيْ مَوْقِفِنَا، وَسِرْنَا - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : يَقُوْلُ الْقَاسِمُ يَذْكُرُ هٰذَا، فَهٰذَاشَيْءٌ رَأَيْتُهُ أَنَا -

হাদীস নং ১৫০-কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান আল মাসউদী হইতে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমরা ফাদালাহ ইবনে উবাইদ এর সহিত রোমের ভূখণ্ডে অভিযানে বাহির হইলাম, ফাদালাহ এই অভিযানটি ছাড়া স্থল ভাগের অন্য কোন অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন নাই। আমরা চলিতেছি হঠাৎ ফাদালাহ দ্রুতগামী হইলেন। তিনি আমীর ছিলেন এবং সে সময়ে নেতৃবৃন্দ তাহাদের অধিনস্তদের বক্তব্য শুনিতেন। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, হে আমীর ! লোকেরা ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছে। আপনি থামুন যাহাতে তাহারা আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারে। তিনি একটি খোলা জায়গায় থামিলেন। সেখানে একটি ছোট টিলা ছিল, তাহার উপরে দূর্গ প্রাচীর এবং উহার বেষ্টনীর মধ্যে একটি দূর্গ ছিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমাদের মধ্যে কেহ দণ্ডায়মান , কেহ বাহন হইত নামিতেছেন, ইত্যবসরে ফাদালাহ একজন বড় গোঁফ বিশিষ্ট লাল রংয়ের মানুষ লইয়া হাযির হইলেন। আমরা বলিলাম, এই ব্যক্তি কোন অঙ্গিকার বা চুক্তি ছাড়াই দূর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। তখন তিনি তাহার বক্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বলিল, আমি গত রাতে শুকরের গোসত খাইয়াছি, মদ পান করিয়াছি এবং স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছি। যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তখন স্বপ্নে আমার নিকটে দুই ব্যক্তি আসিল, তাহারা আমার উদর ধুইয়া পরিস্কার করিল এবং আমাকে দুইজন রমনীর সহিত বিবাহ করাইয়া দিল যাহারা একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না, এবং আমাকে বলিল ইসলাম গ্রহণ কর। অতঃএব নিঃসন্দেহে আমি মুসলমান । তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমাদের প্রতি একটি ....*১, নিক্ষিপ্ত হইল এবং উহা আসিয়া সকল লোকের মধ্য (হইতে) নওমুসলিমটির ঘাড়ের উপরের অংশে বিদ্ধ হইল। তখন ফাদালাহ বলিয়া উঠিলেন আল্লাহ আকবার ! সামান্য আমল করিয়াছে এবং বিরাট প্রতিদান পাইয়াছে। তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযার নামায আদায় কর। আমরা তাহার জানাযার নামায পড়িলাম অতঃপর তাহাকে আমাদের যাত্রা বিরতির স্থলেই দাফন করিলাম এবং সামনে অগ্রসর হইলাম। আব্দুর রহমান বলেন, ক্বাসেম ইহা বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেনঃ ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।

টীকা– *১. মূল কিতাবে এ স্থলে অস্পষ্ট। অনুবাদক

বেহেশতী মানুষের দর্শন লাভ

عن سُهيْلِ بْن أبي صالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا خَرجَ النَّبيُّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قالَ مَن يَنْتَدِبُ لِسدِّ هَذهِ الثَّغْرَةِ اللَّيْلَةَ ؟ أوْكَمَا قَالَ - قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ، أَبُو السَّبُعِ، فَقَالَ : أَنَا - فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ ابْنُ عبْد قَيْسٍ ، قَال إجْلِسْ - ثُمَّ دعا فَقَالَهَا، فَقَامَ ذَكْوَانُ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قال ابْن عبد قيسٍ، قالَ اجْلِسْ - ثم دَعَا فَقَالَهَا، فَقَامَ ذكْوانُ فَقَالَ : منْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَبُو السَّبُعِ - فَقَالَ : كُوْنُوْا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا - فَقَالَ ذَكْوَانُ : يا رسُوْلَ اللّٰهِ : مَا هُو إلاَّأنَا ،وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ يَكُوْنَ لِلْمُشْرِكِيْنَ عيْنٌ - فَقَالَ رسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ ينظُرَ إلَى رَجُلٍ تَطَأُ خَضْرَةَ الجَنَّةِ بِقَدَمَيْه غَدًافَلْيَنْظُرْ إلَى هَذَافَانْطَلَقَ ذَكْوَانُ اِلَى أَهْلِهِ يُوَدِّعُهُنَّ فَأَخَذَتْ نِسَائُهُ بِثِيَابِهِ، وَقُلْنَ : يَاأَبَاالسَّبُعِ، تَدَعُنَا وَتَذْهَبُ ! فَاسْتَلَّ ثَوْبَهُ حَتَّى إِذَاجَاوَزَهُنَّ أقْبل عَلَيْهِنَّ فَقَالَ : مَوْعِدُكُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ثُمَّ قُتِلَ -

হাদীস নং ১৫১- সুহাইল ইবনে আবী সালেহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে বাহির হইলেন তখন বলিলেন, কে আজ রাত্রে এই গিরিপথটি পাহারা দিবার জন্য প্রস্তুত আছ ? অথবা এই জাতীয় কোন বাক্য বলিলেন। তখন আনসারের বনু যুরাইকি গোত্রের এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হইলেন যাহার নাম ছিল যাকওয়ান বিন আব্দে ক্বায়স, আবুস সাবু' এবং বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? তিনি বলিলেন, ইবনে আব্দে ক্বায়স। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহবান

করিয়া পূর্বোক্ত কথাটিই বলিলেন। যাকওয়ান আবার ও দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ? তিনি বলিলেন, ইবনে আব্দে ক্বায়স। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন: বস, অতঃপর পুনরায় আহ্বান করিলে তিনিই দাঁড়াইলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ? তিনি বলিলেন আবুস সাবু'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন অমুক অমুক স্থানে থাকিবে। তখন যাকওয়ান বলিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো সেই ব্যক্তিই। আমাদের আশংকা হইতেছিল যে, সে মুশরিকদের কোন গুপ্তচর হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেহ যদি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে চায়! যে আগামীকাল জান্নাতের সবুজ ঘাসে বিচরণ করিবে, সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে। অতঃপর যাকওয়ান তাহার স্ত্রীগণকে বিদায় জানাইতে গেলেন তখন তাহার স্ত্রীগণ তাহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, ও আবুস সাবু'! আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ ? তিনি তাহার কাপড় টানিয়া ছাড়াইয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের প্রতি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের সহিত কিয়ামতের দিবসে সাক্ষাত হইবে। অতঃপর তিনি শহীদ হইলেন।

অপূর্ব স্বপ্ন

عَنْ صِلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي فِي رَهْطٍ، وَخَلْفَنَا رَجُلٌ مَعَ السَّيْفِ شَاهِرُهُ، فَجَعَلَ لَا يَأْتِي عَلَى أَحَدٍ مِنَّا إِلاَّ ضَرَبَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَعُودُ كَمَا كَانَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يَأْتِي عَلَيَّ فَيَصْنَعُ بِي مَا صَنَعَ بِهِمْ، فَأَتَى عَلَيَّ، فَضَرَبَ رَأْسِي ، فَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ حِيْنَ أَخَذْتُ رَأْسِي أَنْفُضُ عَنْ شَفَتِي التُّرَابَ، ثُمَّ أَعَدْتُهُ، فَعَادَ كَمَا كَانَ -

হাদীস নং ১৫২- সিলাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি একদল মানুষের মধ্যে রহিয়াছি, আমাদের পিছনে এক ব্যক্তি রহিয়াছে যে কোষমুক্ত তরবারী উঁচু করিয়া রাখিয়াছে, সে আমাদের যাহার নিকটেই আসিতেছে তাহার মাথায় আঘাত করিতেছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহা পূর্বের মত হইয়া যাইতেছে। আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম সে কখন আমার নিকটে আসে এবং আমার সহিতও এই আচরণ করে। ইতিমধ্যে সে আমার নিকটে আসিল এবং আমার মাথায় আঘাত করিল ফলে তাহা কর্তিত হইয়া পড়িয়া গেল । এখনও আমার চোখে সেই দৃশ্য ভাসিতেছে, যখন আমি আমার কর্তিত মস্তক হাতে লইয়া আমার ঠোঁট হইতে ধূলা ঝাড়িলাম এবং তাহা পূর্বের স্থানে স্থাপন করিলাম।উহাও পূর্বের মত জোড়া লাগিয়া গেল।

তিন শহীদ

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ صِلَةَ أَنَّهُ خَرَجَ فِيْ جَيْشٍ وَمَعَهُ إِبْنُهُ وَاَعْرَابِيٌّ مِنَ الحَيِّ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : رَأَيْتُ كَأَنَّكَ أَتَيْتَ عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ، فَأَصَبْتَ تَحْتَهَا ثَلَاثَ شَهَادَاتٍ ، فَأَعْطَيْتَنِيْ وَاحِدَةً وَأَمْسَكْتَ اثْنَتَيْنِ ، فَوَجَدْتُ فِيْ نَفْسِيْ أَلَّاتَكُوْنَ قَاسَمْتَنِي الأُخْرٰى - فَلَقُواالعَدُوَّ، فَقَالَ لِابْنِهِ : تَقَدَّمْ - فَقَتَلَ ابْنُهُ، وَقُتِلَ صِلَةُ، ثُمَّ قُتِلَ الأَعْرَابِيُّ -

হাদীস নং ১৫৩-হুমাইদ বিন হেলাল বর্ণনা করেন যে, সিলাহ একটি সৈন্যদলের সহিত অভিযানে বাহির হইলেন। তাহার সহিত তাহার পুত্র এবং কবীলার একজন গ্রাম্য লোক ছিল। লোকটি বলিল, আমি দেখিলাম, যেন তুমি একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিকটে আসিলে এবং তাহার তলায় তিনটি “শাহাদাত” লাভ করিলে,তম্মধ্যে দুইটি নিজের জন্য রাখিয়া একটি আমাকে দিলে। আমি মনে মনে ভাবিলাম কেন তুমি দ্বিতীয় শাহাদাতটি বন্টন করিলে না? কিছুক্ষন পর তাহারা দুশমনের মুখোমুখি হইলেন। তিনি

তাহার পুত্রকে বলিলেন, অগ্রসর হও। পুত্র অগ্রসর হইল এবং নিহত হইল এবং সিলাহও নিহত হইলেন কিছুক্ষণ পর গ্রাম্য লোকটি ও নিহত হইল।

দুই শহীদ

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوم صلة قَالَ لِصِلَةَ يَاأَبَاالصَّهْبَاءِ، إِنِّيْ رَأَيْتُ أَنِّيْ أُعْطِيْتُ شَهَادَةً، وأُعْطِيْتَ أَنْتَ شَهَادَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ : خَيْراً رَأَيْتَ تُسْتَشْهَدُ، وَأُسْتَشْهَدُ أَنَا وَابْنِيْ - قَالَ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ، لَقِيَهُمُ التُّرْكُ بِسِجِسْتَانَ، فَكَانَ أَوَّلُ جَيْشٍ انْهَزَمَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ذَالِكَ الْجَيْشُ - فَقَالَ صِلَةُ لِابْنِهِ : يَابُنَيَّ إِلٰى أُمِّكَ- فَقَالَ : يَاأَبَتِ، أَتُرِيْدُ الْخَيْرَ لِنَفْسِكَ، وتَأْمُرُنِي بِالرَّجْعَةِ - أَنْتَ وَاللّٰهِ كُنْتَ خَيْرًا لِأُمِّي مِنِّي - قال : أَمَا إِذْقُلْتَ هٰذَا فَتَقَدَّمْ - قَالَ : فَتَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتّٰى أُصِيْبَ ـ فَرَمٰى صِلَةُ عَنْ جَسَدِهِ، وَكَانَ رَجُلًا، رَامِيًا حَتّٰى تَفَرَّقُوْا عَنْهُ، وأَقْبَلَ يَمْشِي حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِ، فَدَعَالَهُ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ -

হাদীস নং ১৫৪- আলা বিন হিলাল আল বাহেলী হইতে বর্ণিত, সিলাহর গোত্রের এক লোক সিলাকে বলিল, হে অবুস সাহবা! আমি দেখিলাম যে আমি একটি শাহাদাত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তুমি দুইটি শাহাদাত প্রাপ্ত হইয়াছ। সিলাহ তাহাকে বলিলেন, তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ। যে, তুমি শাহাদাত বরণ করিয়াছ এবং আমি ও আমার পুত্র শহীদ হইয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়াযীদ বিন যিয়াদের যুদ্ধের দিনে তুর্কীরা সিজিসতানে তাহাদের মুখোমুখি হইল এবং মুসলমান সেনা বাহিনীর প্রথম দল যাহারা পরাজিত হইয়াছিল এই দলটিই ছিল। তখন সিলাহ তাহার পুত্রকে বলিলেন, বেটা! তোমার মার কাছে ফিরিয়া যাও। পুত্র বলিল, আব্বাজান! আপনি নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করিতেছেন

এবং আমাকে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিতেছেন। খোদার কসম! আপনি আমার মায়ের জন্য আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। পিতা বলিলেন, তাহা হইলে সামনে অগ্রসর হও। পুত্র অগ্রসর হইয়া লড়িতে লাগিলেন এবং এক পর্যায়ে যখমী হইলেন। তখন সিলাহ তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার দেহ হইতে শত্রু সেনাকে সরাইয়া দিলেন। তিনি ভালো তীরন্দায ছিলেন। অতঃপর অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর লড়িতে লড়িতে নিহত হইয়া গেলেন।

শহীদ পিতা ও পুত্র

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ معَاذَةَ امْرَأةِ صِلَةَ، قَالَتْ - لَمَّا جَاءَهَانَعْيُ زَوْجِهَا وَإِبْنِهَا قُتِلاَ جَمِيْعًا - قَدَّمَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لاِبْنِهِ: تَقَدَّمْ فَاحْتَسِبْكَ، فَقُتِلَ، ثُمَّ قُتِلَ الأَبُ - فَلَمَّاجَاءَهَا نَعْيُهُمَا، جَاءَ النِّسَاءُ، فَقَالَتْ : إِنْ كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ لِتُهَنِّئْنَا بِمَا أَكْرَمَنَا اللّٰهُ بِهِ فَذَالِكَ، وَإِلاَّفَارْجِعْنَ -

হাদীস নং ১৫৫—সাবেত হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন সিলাহর স্ত্রী মুয়াযার নিকটে এই সংবাদ আসিল যে, পিতা পুত্রকে অগ্রগামী করিয়া বলিয়াছেন, অগ্রসর হও এবং পূণ্যের আশা কর। সে নিহত হইল অতঃপর পিতাও নিহত হইলেন তখন মহিলাগণ তাহার নিকটে আসিল। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা আমার নিকটে এই জন্য আসিয়া থাক যে, আমাকে আল্লাহ যে সম্মান দান করিয়াছেন উহার জন্য মুবারকবাদ দিবে তাহা হইলে ভালো কথা অন্যথায় ফিরিয়া যাইতে পার।

সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে

قَالَ ثَابِتٌ : وَكَانَ صِلَةُ يَأْكُلُ يَوْمًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : مَاتَ أَخُوْكَ - فَقَالَ : هَيْهَاتَ، قَدْنُعِيَ إِلَيَّ، اجْلِسْ- فَقَالَ الرَّجُلُ : مَاسَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ - فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ)

হাদীস নং ১৫৬ - সাবেত বলেন, একদা সিলাহ খাবার খাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, আপনার ভাই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এমন কি খবর ! আমিতো তাহার মৃত্যু সংবাদ জানি। লোকটি বলিল, আমার পূর্বে তো আপনার নিকটে কেউ আসে নাই ! তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন إنك ميت وإنهم ميتون আপনি ও মৃত্যুবরণ করিবেন তাহারাও মৃত্যুবরণ করিবে। (যুমার:৩০)

আপনার পথের শহীদ হিসাবে কবুল করুন

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ، قَالَ : كَانَ الأَسْوَدُ بْنُ كُلْثُوْمٍ إذَا مَشٰى نَظَرَ إلٰى قَدَمَيْهِ أوْأطْرَافِ أصَابِعِهِ لَايَلْتَفِتُ، وَجُدُرُ النَّاسِ إذْذَاكَ فِيْهَا تَوَاضُعٌ، فَعَسٰى أنْ يَفْجَأَ النِّسْوَةَ، وَعَسٰى أنْ يَكُوْنَ بَعْضُهُنَّ وَاضِعًا، فَيَرُوْعُهُنَّ الرَّجُلَ حِيْنَ يَرِيْنَهُ، يَنْظُرُ بَعْضُهُنَّ إلٰى بَعْضٍ، فَقُلْنَ : كَلَّا، إنَّهُ الأَسْوَدُ بْنُ كُلْثُوْمٍ ، قَدْ عَرَفُوْهُ أنَّهُ لَايَنْظُرُ إلَيْهِنَّ - قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ غَازِيًا قَالَ : أللّٰهُمَّ إنَّ هٰذِهِ نَفْسِيْ تَزْعَمُ فِي الرَّخَاءِ أنَّهَا تُحِبُّ لِقَاءَكَ، فَإنْ كَانَتْ صَادِقَةً، فَارْزُقْهَا ذَاكَ، وَإنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَاحْمِلْهَا عَلَيْهِ وَإنْ كَرِهَتْ، فَاجْعَلْهُ قَتْلاً فِي سَبِيْلِكَ، وَأطْعِمْ لَحْمِي سِبَاعًا وَطَيْرًا قَالَ : فَانْطَلَقَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ ذَالِكَ الجَيْشِ حَتّٰى دَخَلُوْا حَائِطًا فِيْهِ ثُلْمَةٌ، وَجَاءَ العَدُوُّ حَتّٰى قَامُوْا عَلٰى الثُّلْمَةِ فَخَرَجَ أصْحَابُهُ وَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى كَثُرُوْا عَلٰى الثُّلْمَةِ، قَالَ : فَنَزَلَ مِنْ فَرَسِهِ، فَضَرَبَ وَجْهَهُ فَانْطَلَقَ غَابِرًا حَتّٰى خَلُّوْا وَجْهَهُ، وَخَرَجَ وَعَمَدَ إلٰى مَكَانٍ فِى الحَائِطِ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ صَلّٰى قَالَ : يَقُوْلُ العَدُوُّ هٰكَذَا اسْتِسْلَامُ العَرَبِ إذَااسْتَسْلَمُوْافَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ - قَالَ : فَمَرَّ عَظِيْمُ ذَالِكَ الجَيْشِ عَلٰى الحَائِطِ وَفِيْهِمْ أخُوْهُ فَقِيْلَ لِأخِيْهِ، ألَا تَدْخُلُ إلٰى

الحَائِطِ فَتَنْظُرَ مَاأصَبْتَ مِنْ عِظَامِ أخِيْكَ فَتُجِنَّهُ ! قَالَ : مَاأنَا بِفَاعِلٍ شَيْئًا دَعَابِهِ أخِي فَاسْتُجِيْبَ لَهُ - قَالَ : فَمَا عَانَاهُ -

হাদীস নং ১৫৭ - হুমাইদ ইবনে হেলাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসওয়াদ ইবনে কুলছূম যখন চলিতেন তখন তাহার কদম বা পায়ের আঙ্গুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন, এদিক সেদিক তাকাইতেন না। তখন মানুষের দেয়ালসমূহ খাটো হইত। কখনও যদি তিনি মহিলাদের নিকট দিয়া গমন করিতেন এবং তাহাদের কেহ ওড়না বিহিন থাকিত ফলে তাহারা পর পুরুষকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিত এবং একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিত তাহা হইলে তাহারাই বলিয়া উঠিত যে, না তিনি আসওয়াদ ইবনে কুলছুম, এবং ইহা সর্বজন বিদিত যে, তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যখন অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন বলিলেন, ইয়া আল্লাহ ! এই শান্তির সময়ে আমার আত্মার ধারনা, সে আপনার সাক্ষাত লাভে আগ্রহী, যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তাহাকে উহা নসীব করুন আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে উহা তাহার অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে উহাতে বাধ্য করুন এবং তাহাকে আপনার পথের নিহত হিসেবে কবূল করুন এবং আমার গোসত হিংস্র পশু পাখীর আহারে পরিণত করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এই সেনাবাহিনীর একটি দলের সহিত বাহির হইলেন এবং একটি দেয়াল ঘেরা স্থানে প্রবেশ করিলেন যাহার দেয়ালে ভাংগা ছিল। এমতাবস্থায় দুশমন আসিল এবং সেই ভগ্নাংশের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গীগণ বাহির হইয়া গেলেন কিন্তু তিনি বাহির হওয়ার পূর্বেই শত্রুর সংখ্যা অনেক হইয়া গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। এবং তাহার চেহারায় চাপড় মারিলেন অতঃপর একাকী চলিলেন। শত্রুগণ তাহার পথ ছাড়িয়া দিল তিনি সেই স্থান হইতে কিছু দূরে একস্থানে আসিয়া উযূ করিলেন এবং নামাযে দাঁড়াইলেন। দুশমনগণ বলিতে লাগিল, ইহা

(হয়ত) আরবগণের আত্মসমর্পন যখন তাহারা আত্মসর্মপন করে। যখন তিনি নামায শেষ করিলেন তাহাদের সহিত লড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং নিহত হইলেন।

বর্ণনাকারী বলেন,কিছুক্ষন পর সেই সেনাদলের মূল বাহিনী সেই দেয়াল ঘেরা স্থানের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল, ইহাদের মধ্যে তাহার ভাইও ছিল। তাহাকে বলা হইল এই স্থানে ঢুকিতেছেন না কেন? আপনার ভাইয়ের হাড় গোড় যাহা পাওয়া যায় খুঁজিয়া আনিয়া কাফন দাফন করিতেন! তিনি বলিলেন, আমি কিছুই করিবনা, আমার ভাই এ ব্যাপারে দু'আ করিয়াছিলেন তাহা কবূল হইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর তিনি এ ব্যাপারে কোন কিছু করিলেন না।

শহীদের বাসস্থান ও স্ত্রী

عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلَالٍ، قَالَ : كَانَ أبُورِفاعَةَ إذَاصلّى وَفرَغَ مِنْ صلَاتِهِ وَدَعَا، كَانَ فِي أخِرِ ما يَدْعُوْبِهِ : أللّٰهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًالِيْ، وَإذَاكَانَت خَيْرًالِيْ، فَتَوَفَّنِي وَفَاةً طَاهِرَةً طَيِّبَةً يَغْبِطُنِيْ بِهَا مَنْ سَمِعَ بِهَا مِنْ إخْوَانِي المُسْلِمِيْن مِنْ عِفَّتِهَا وطَهَارَتِهَا وطِيْبِهَا، وَاجْعلهُ قَتْلاً فِي سَبِيْلِكَ واجْدَ غِنِي عَنْ نَفْسِي - قَالَ : فَخَرَجَ فِيْ جَيْشٍ عَلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ، فَخَرَجَتْ مِنْ ذَالِكَ الجَيْشِ سرِيَّةٌ عَامَّتُهُمْ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ : إنِّيْ مُنْطَلِقٌ مع هٰذِهِ السَّرِيَّةِ - قَالَ أبُوقَتَادَةَ : لَيس هٰهُنَا أحَدٌ مِنْ بَنِيْ ......لَيْسَ فِيْ رَحْلِكَ أحَدٌ - قَالَ : إنَّ هَذَا الشَّيْءَ قَدْ عُزِمَ لِيْ عَلَيْهِ، إنِّي لَمُنْطَلِقٌ، فانْطَلَقَ معهُمْ فَأطَافَتِ السَّرِيَّةُ بِقَلْعَةٍ فِيْهَا العَدُوُّ لَيْلاً، وَبَاتَ يُصَلِّيْ ، حَتّٰى إذَاكَان مِنْ أخِرِ اللَّيْلِ، تَوَسَّدَتُرْسَهُ، فَنَامَ، فَأصْبح أصْحابُهُ

يَنْظُرُوْنَ مِنْ أَيْنَ يَأتُوْنَ مُقَابَلَتَهَا، مِنْ أَيْنَ يَأتُوْنَهَا ! وَنَسُوْهُ نَائِمًا حَيْثُ كَانَ، فَبَصُرَبِهِ الْعَدُوُّ وَأَنْزَلُوْا عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَعْلاَجٍ مِنْهُمْ ، فَأتَوْهُ، فَأَخَذُوْاسَيْفَهُ - فَقَالَ أَصْحَابُهُ : أَبُوْرِفَاعَةَ نَسِيْنَاهُ حَيْثُ كَانَ ، فَرَجَعُوْا إِلَيْهِ، فَوَجَدُوْاالأَعْلاَجَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَسْلُبُوْهُ، فَأَزَاحُوْهُمْ عَنْهُ، وَاجْتَرُّوْهُ -فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَمُرَةَ : مَا شَعَرَ أَخُوْنَنِي عَدِيِّ بِالشَّهَادَةِ حَتَّي أَتَتْهُ -

হাদীস নং ১৫৮ - হুমাইদ বিন হেলাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু রেফায়া নামায পড়িতেন এবং নামায শেষে দু'আ করিতেন তখন তাহার দু'আর শেষ ভাগে বলিতেন, ইয়া আল্লাহ ! আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য উত্তম হইবে এবং যখন (মৃত্যু) উত্তম হইবে তখন আমাকে এমন পুত পবিত্র মৃত্যু দান করুন যে, উহার পবিত্রতার কারণে আমার যে মুসলমান ভাই উহা শুনিবে সেই ঈর্ষান্বিত হইবে এবং আমাকে আপনার পথের নিহত বানান এবং আমাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখুন।

বর্ণনাকারী বলেন,কিছু দিন পর তিনি আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাযিঃ)-এর নেতৃত্বাধীন একটি সেনাদলের সহিত অভিযানে বাহির হইলেন। সেই সেনাদল হইতে ক্ষুদ্র একটি দল একটি অভিযানে বাহির হইলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন বনী হানীফা গোত্রের। তিনি বলিলেন, আমি এই দলের সাথে যাইব। আবু ক্বাতাদা বলিলেন, এখানে বনূ (সাদা) র কেউ নাই এবং আপনার গৃহেও কেউ নাই। তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আমার সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছে, আমি যাইতেছি। তিনি তাহাদের সহিত চলিলেন। দলটি রাত্রি বেলায় দুশমনের একটি দূর্গের চারপাশ প্রদক্ষিণ করিল! তিনি নামাযরত অবস্থায় রাত্রি কাটাইলেন। যখন রাত্রি শেষ প্রহর হইল তিনি ঢালে মাথা দিয়া শুইলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে তাহার সঙ্গীগণ ভোর বেলায় ভাবিতে লাগিলেন কিভাবে দূর্গের মুখোমুখি হওয়া যায়, কিভাবে উহাতে প্রবেশ করা যায়! এবং তিনি

যেখানে ঘুমাইয়া ছিলেন ঘুমাইয়া রহিলেন, সঙ্গীগণ তাহাকে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু দুশমন তাহাকে দেখিতে পাইল এবং তিনজন সুঠাম দেহের সৈন্য নামাইল। তাহারা আসিয়া তাহার তরবারী হস্তগত করিয়া ফেলিল। এদিকে তাহার সঙ্গীগণ বলিয়া উঠিলেন, আবু রেফায়াকে তো আমরা ভুলিয়া গিয়াছি তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই তো রহিয়া গিয়াছেন তাহারা তাহার নিকটে আসিলেন এবং দেখিলেন কাফের সৈন্য ত্রয় [তাহাকে হত্যা করিয়া] তাহার অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি লুণ্ঠণ করিতে চাহিতেছে। তাহারা উহাদিগকে তাঁড়াইয়া দিলেন এবং তাহাকে টানিয়া নিয়া আসিলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন সামুরাহ বলিলেন, আমাদের বনী আদী গোত্রের ভাই কখন যে তাহার নিকটে শাহাদাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তিনি টের ও পান নাই ।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

عَنْ صِلَةَ ،قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّيْ أَرٰى أَبَارِفَاعَةَ عَلٰى نَاقَةٍ سَرِيْعَةٍ وَأَنَا عَلٰي جَمَلٍ قَطُوْفٍ فَيَرُدُّهَا عَلَيَّ حَتّٰى حِيْنَ أَقُوْلُ أَلْآنَ أَسْمِعُهُ الصَّوْتَ ، ثُمَّ يُرْسِلُهَا فَيَنْطَلِقُ وَأَتْبَعُهُ - قَالَ : فَتَأَوَّلْتُ أَنَّهُ طَرِيْقُ أَبِيْ رِفَاعَةَ أَخُذُهُ وَأَنَا أَكُدُّ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كَدًّا -

হাদীস নং ১৫৯ - সিলাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম যেন আবু রিফায়া একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে সওয়ার এবং আমি একটি ধীরগতি উটের পিঠে। তিনি কিছুদূর গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করেন, যখন আমি তাহার এতটুকু নিকটবর্তী হই যে, তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনিবেন তখন তিনি পূনরায় ধাবিত হন এবং আমি তাহার অনুসরণ করি। সিলাহ বলেন, আমি ইহার এই ব্যাখ্যা করিলাম যে, আমি আবু রিফায়ার পথে চলিব এবং তাহার (তিরোধানের) পরও কর্মের ঝামেলা পোহাইব।

সফরসঙ্গীর খিদমত

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ قَالَ أبُوْ رِفَاعِ : اِنْتَهَيْتُ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،رَجُلٌ غَرِيْبٌ يَسْأَلُ عن دِيْنِهِ، لاَيَدْرِي مَا دِيْنُهُ، فَأقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إليَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى إنْتَهَى إليَّ، فَأتِى بِكُرْسِيِّ خِلْتُ قَوائِمَهُ حَدِيْدًا ، فَقَعَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ، ثُمَّ أتِي خُطْبَتَهُ فَأتَمَّ اٰخِرَهَا - قَالَ : وَكَانَ أبُوْرِفَاعَةَ يَقُوْلُ : مَا عَزَبَتْ عَنِّي سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ، أخَذْتُ مَعَهَا ما أخَذْتُ مِنَ القُرْاٰنِ ، وَمَا رَفَعْتُ ظَهْرِيْ مِنْ قِيَامِ لَيْلِيْ قَطُّ- قَالَ : وَكَانَ يُسْخِنُ لِأصْحَابِه الْمَاءَ فِي السَّفَرِ فَيَقُوْلُ : أحْسِنُواالْوُضُوْءَ مِنْ هٰذَا، وَسَأحْسِنُ أنَا مِنْ هٰذَا - فَيَتَوَضَّأُ بِالْبَارِدِ -

হাদীস নং ১৬০ - হুমাইদ ইবনে হেলাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু রেফায়া বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম তিনি তখন খুতবা দিতেছিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! একজন মুসাফির ব্যক্তি, দ্বীন সম্পর্কে জানিতে চায় সে জানেনা তাহার দ্বীন কি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা ছাড়িয়া আমার প্রতি মনোযোগী হইলেন ও আমার নিকটে আসিলেন। একটি কুরসী আনা হইল আমার মনে হইল উহার পায়াগুলো লোহার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে বসিলেন এবং আল্লাহতায়ালা যা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন আমাকে তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার অসম্পূর্ণ খুতবা সম্পূর্ণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু রেফায়া বলিতেন, যেদিন আল্লাহতায়ালা আমাকে সূরায়ে বাকারা শিক্ষা দিয়াছেন সেদিন হইতে উহা আমার হাত ছাড়া হয় নাই, আমি কুরআনের

অন্য সূরা যাহা ধারণ করিয়াছি উহার সাথেই ধারণ করিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সফরে তাহার সঙ্গীবৃন্দের জন্য পানি গরম করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা ইহা দ্বারা উত্তমরূপে উযূ কর এবং আমি উহা দ্বারা উত্তমরূপে উযূ করিব অতঃপর তিনি ঠান্ডা পানি দ্বারা উযূ করিতেন।

তিন প্রকারের লোক

عَنْ أسيْر بْن جَابر، قَالَ قَالَ لِيْ صَاحِبٌ لِي وَأنَا بالكُوْفَةِ، هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ تَنْظُرُ إلَيْهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ - قَالَ أمَا أنَّ هٰذه مدْرَجَتُهُ ، وَأظُنُّهُ سَيَمُرُّ بِنَا الأنَ ، فَجَلَسْنَا لَهُ، فَمَرَّ فَإذَارَجُلٌ عَلَيْه سَمْلُ قَطِيْفَةٍ قَالَ : وَالنَّاسُ يَطَؤُوْنَ عَقِبَهُ، وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمْ فَيُغْلَظُ لَهُمْ وَيُكَلِّمُهُمْ فِي ذَالِكَ، وَلاَ يَنْتَهُوْنَ عَنْهُ - فَمَضَيْنَا مَعَ النَّاسِ حَتّٰى دَخَلَ مسْجِدَ الكُوْفَةِ، وَدَخَلْنَا معهُ، فَنَحٰى إلىٰ سارِيَةٍ ، فَصلّٰى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أقْبَلَ إلَيْنَا بوجْهِهُ، ثُمَّ قَالَ : يَاأيُّهَا النَّاسُ مَالِي وَلَكُمْ تَطَؤُوْنَ عَقبِي فِى كُلِّ سِكَّةٍ، وَأنَا إنْسَانٌ ضَعِيْفٌ تَكُوْنَ لِي الحاجةُ فَلاَ أقْدِرُ عليْهَا مَعَكُمْ، فَلاَ تفْعَلُوارحمَكُمُ اللّٰهُ - مَنْ كانَ مِنْكُمْ لَهُ إليَّ حَاجَةٌ فَلْيَقُلْ لِيْ هٰهُنَا - ثُمَّ قَالَ : إنَّ هٰذَاالمَجْلسُ يَغْشَاهُ ثَلاَثَةُ نَفرٍ : مُؤْمِنٌ فَقِيْهٌ، وَمُؤْمِنٌ لَمْ يَفْقَهْ، وَمُنَافِقٌ، وَلِذالِكَ مثل في الدنْيَا ، مَثَلَ الغَيْثِ، يَنْزِلُ مِنَ السَّماء إلىٰ الأرْضِ ، فَيُصِيْبُ الشَّجرة المورقَةَ المُوْنعة المُثْمرة فيزيد ورقها حسنًا ، وَيَزِيْدُهَا إيْنَاعًا، ويزيْدُ ثَمرَهَا طَيْبًا - وَيُصِيْبُ الشَّجَرَةَ المُوْرقَةَ المُوْنعَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ثَمرَةٌ فَيَزِيْدُهَا إيْنَاعًا ، وَيَزِيْدُ وَرَقَهَا حُسْنًا ، وَيَكُوْنُ لَها ثَمَرَةٌ فَتَلْحَقُ بِأخْتِها - وَيُصِيْبُ الهشِيْمَ مِنَ الشَّجَرِ، فَيَحْطِمُهُ فَيَذْهَبُ بِهِ ثُمَّ قَرَأ هٰذِهِ الأيَةَ (وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَيَزِيْدُ

الظَّالِمِيْنَ إلاَّخسارًا) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً يَسْبِقُ بشراها أذاها وأمنها فَزَعَهَا، تُوْجِبُ لِيْ بِهَا الْحَيَاةَ وَالرِّزْقَ، ثُمَّ سكت – قَالَ أسيرٌ، قَالَ لِي صَاحِبِي : كَيْفَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ ؟ قُلْتُ:مَاازْدَدْتُ فِيْهِ إلاَّرغبةً، ومَالنَا بِالَّذِي أفَارِقُهُ فَلَزِمْنَاهُ فَلَمْ يَلْبَثْ إلاَيَسِيْرًا حَتّٰى ضُرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْقَطِيْفَةِ فِيْهِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ – قَالَ : فَكُنَّا نَسِيْرُ مَعَهُ، وَنَنْزِلُ مَعَهُ حَتّٰى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ –

হাদীস নং ১৬১ - আসীর ইবনে জাবের হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফায় অবস্থানকালে আমার একজন সঙ্গী আমাকে বলিলেন, তোমার কি একজন লোককে দেখিবার ইচ্ছা আছে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। সে বলিল, এই হইল তাহার রাস্তা, এবং আমার ধারনা তিনি এখনই আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবেন। আমরা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

ইত্যবসরে পুরাতন চাদর পরিহিত একব্যক্তি অতিক্রম করিলেন, লোকেরা তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছিল এবং তিনি তাহাদের দিকে ঘুরিয়া কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন কিন্তু লোকেরা বিরক্ত হইতেছিল না। আমরাও লোকদের সহিত চলিলাম। তিনি কুফার মসজিদে প্রবেশ করিলেন আমরাও তাহার সহিত প্রবেশ করিলাম। তিনি এক কোণে একটি খুঁটির দিকে গিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ঘুরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে লোক সকল! আমার ও তোমাদের মাঝে এমন কি ঘটিয়াছে যে তোমরা প্রত্যেক গলিতেই আমার পিছু নাও। আমি একজন দূর্বল মানুষ, আমার প্রয়োজন থাকে অথচ তোমাদের কারণে আমি তা পূরণ করিতে পারিনা। এমন করিবে না, আল্লাহ তোমাদিগকে রহম করুন। আমার নিকটে কারো কোন প্রয়োজন থাকিলে এখানে বলিতে পার। কিছুক্ষন পর বলিলেন, এই মজলিসে তিন ধরনের লোক থাকে। (প্রথমত) ফক্বীহ মুমিন, (দ্বিতীয়ত) এমন মুমিন যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে

নাই, (তৃতীয়ত) মুনাফিক। দুনিয়াতে এর একটি উদাহরণ রহিয়াছে, আর তাহা হইল বৃষ্টি। ইহা আসমান হইতে ভূমিতে বর্ষিত হয় এবং পত্রবহুল, পোক্তা, ফলবান বৃক্ষে পৌঁছে, ফলে উহার পত্র পল্লব আরো সজীব হয়, তাহার পরিপক্কতা বৃদ্ধি পায়, এবং উহার ফলসমূহ আরো সুস্বাদু হইয়া যায় এবং এই বৃষ্টির পানি পত্র বহুল এমন পোক্তা বৃক্ষেও পৌঁছে যাহাতে ফল নাই ফলে উহার সেই গছের পরিপক্কতা বৃদ্ধি পায়। তাহার পাতা পল্লব আরো সজীব হয় এবং উহাতে ফল আসে ফলে সে উপরোক্ত প্রকারের অর্ন্তভূক্ত হইয়া যায়।

এবং এই পানি মৃত শুস্ক বৃক্ষেও পৌছিয়া থাকে কিন্তু তাহা উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া য়ায়। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّاخَسَارًا

[আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে (বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮২)]

এবং বলিলেন, ইয়া আল্লাহ ! আমাকে এমন শাহাদাত নসীব করুন যাহার সুসংবাদ উহার কষ্টের চেয়ে এবং যাহার নিরাপত্তা উহার ভীতির চেয়ে অগ্রগামী হইবে,যাহার মধ্যে আপনি আমার জন্য জীবন ও রিয্‌কের ফয়সালা করিবেন অতঃপর তিনি নিশ্চুপ হইলেন। আসীর বলেন, আমার সঙ্গী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটিকে কেমন দেখিলে ? আমি বলিলাম আমার আগ্রহই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তিনি আমাদের জন্য এমন লোক নহেন যাহাকে পরিত্যাগ করিব। অনন্তর আমরা তাহার সহিত রহিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযানের জন্য একটি দল গঠন হইল। সেই চাদরওয়ালা ব্যক্তি উহার সহিত বাহির হইলেন আমরাও তাহার সহিত বাহির হইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পর্যায়ক্রমে ভ্রমন ও যাত্রাবিরতি হইতে লাগিল। অবশেষে দুশমনের নিকটে পৌঁছিলাম।

হে আল্লাহর বাহিনী আরোহণ কর

عَنْ أسير بْنِ جَابِرٍ : قَالَ : فَنَادٰى مُنَادٍ يَا خَيْلَ اللّٰه ارْكَبِي وَابْشِرِي قَالَ: فَجَاءَ مُرْفِلًا، فَصَفَّ النَّاسُ لَهُمْ، قَالَ : وَانْتَضٰي صَاحِبُ الْقَطِيْفَةِ سَيْفَهُ، وَكَسَرَ جَفْنَهُ فَألْقَاهُ، ثُمَّ جعل يقول : تَمَنَّوا، تمنوا، لِتَمُتْ وُجُوْهٌ، ثُمَّ لاَ تَنْصَرِفُ حَتّٰى تَرٰى الجَنَّةَ، يا أيُّهَا النَّاسُ تَمَنَّوْا - فجعل يقول ذالك ويمشي وَالنَّاسُ مَعَهُ ، وَهُوَ يَقُوْلُ ذَالِكَ وَيَمْشِي، إذْ جَاءَتْهُ رَمْيَةٌ، فَأصَابَتْ فُؤَادَهُ، فَبَرَدَ مَكَانَهُ كَأنَّمَا مَاتَ مُنْذُ دَهْرٍ - قَالَ حَمَّادٌ فِي حديثه فَوَارَيْنَاهُ بِالتَّرَابِ -

হাদীস নং ১৬২ - আসীর ইবনে জাবের হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতঃপর একজন আহবানকারী আহবান করিল, হে আল্লাহর বাহিনী! আরোহণ কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর! তিনি বলেন, ইহা শুনিয়া তিনি চাদর হেচড়াইয়া আসিলেন। অতঃপর লোকেরা তাহাদের মোকাবেলায় সারিবদ্ধ হইয়া গেল।

তিনি বলেন, চাদরওয়ালা তাহার তরবারী কোষমুক্ত করিলেন এবং তরবারীর খাপ ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন অতঃপর বলিতে লাগিলেন, কামনা কর! কামনা কর!! সকল প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করুক অতঃপর জান্নাতের দর্শন লাভ না করিয়া আর ফিরিবে না ।

হে লোকসকল! কামনা কর! কামনা কর!! তিনি ইহা বলিতে লাগিলেন এবং অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকেরাও তাহার সাথে আগুয়ান হইল। তিনি ইহা বলিতে বলিতে চলিতেছেন হঠাৎ একটি তীর আসিয়া তাহার হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই স্থানেই নিহত হইয়া গেলেন যেন বহুকাল পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। হাম্মাদ তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহাকে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিলাম।

সূচীপত্র

নিঃসন্দেহে ইহা জান্নাত

عَنْ أنَسٍ أنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِيْدِ تَوَجَّهَ بِالنَّاسِ يوم اليمامه، فَأتَوْا على نَهْرٍ، فَجَعَلُوْا أسَافِلَ أمْتِعَتِهِم فِيْ حُجَزِهِمْ ، فَعَبَرُواالنَّهْرَ ، فَاقْتَتَلُوْا ساعَةً، فَوَلَّى المُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ، فَنَكَسَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيْدِ سَاعَةً يَنْظُرُ فِي الأرْضِ، وَأنَابَيْنَهُ وَبَيْنَ البَرَاءِ بْنِ مالِكٍ، ثُمَّ رفعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إلَى السَّماءِ ساعَةً، فَكَان إذاحَزَبَهُ أمْرٌ نَظَرَ إلَى الأرْضِ سَاعَةً، ثُمَّ نَظَرَ إلَى السَّمَاءِ ساعَةً ، ثُمَّ يفْرِقُ لَهُ رَأيُهُ- قَالَ وَاحِدٌ : البَرَاءُ اتَّكَلَ - فَجَعلْتُ ....فَحَدَّهُ إلَى الأرْضِ، فَقَالَ : يَاأخِي، وَاللّٰهِ إنِّيْ لأَنْظُرُ - فَلَمَّا رَفَعَ خَالِدٌ رأسه إلَى السماءِ، وفَرَقَ لَهُ رأيُهُ - قَالَ : يَابْنَ أقِمْ - قَالَ : ألأنَ ؟ قَالَ : نَعم، ألأنَ - فَرَكِبَ البَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أنْثَى، فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، أيُّهَا النَّاسُ ! إنَّهَا وَاللّٰهِ الجَنَّةُ وَمَا لِي إلَى المَدِيْنَةِ مِنْ سَبِيلٍ فَحَضَّهُمْ سَاعَةً،ثُمَّ مَضَغَ فَرَسَهُ مَضَغَاتٍ، فَكَأنِّيْ أنْظُرُ إلَيْهَا تَمْضَغُ بِذَنَبِهَا ،فَكَبَسَ عَلَيْهِم، وَكَبس النَّاسُ، فَهَزَمَ اللّٰهُ المُشْرِكِيْنَ .

হাদীস নং ১৬৩ - আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইয়ামামার যুদ্ধের দিন খালেদ বিন ওয়ালিদ লোকদের নিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহারা একটি নদীর নিকটে উপস্থিত হইলে খাটো দ্রব্যসমূহ তাহাদের কোমরে গুঁজিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। অতঃপর কিছু সময় পর্যন্ত লড়াই হইল, মুসলমানগণ পিঁছু হটিলেন। তখন খালেদ বিন ওয়ালিদ কিছু সময় মাথা নিচু করিয়া ভূমির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, আমি তাহার ও বারা এর মধ্যখানে বিদ্যমান ছিলাম অতঃপর তিনি মাথা উঠাইয়া কিছু সময় আসমানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার অভ্যাস ছিল কোন বিষয় তাহাকে পেরেশান করিলে তিনি কিছু সময় ভূমির দিকে তাকাইয়া

সূচীপত্র

থাকিতেন অতঃপর কিছু সময় আসমানের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। এর পর তাহার নিকটে তাহার কর্তব্য কর্ম স্পষ্ট হইত। কেহ বলিলেনঃ বারা ভরসা করিয়া বসিয়া আছেন...... তিনি বলিলেন, ভাই ! খোদার কসম আমি দেখিতেছি। যখন খালেদ আসমানের দিকে মাথা তুলিলেন এবং তাহার কর্তব্য কর্ম স্থীর হইল। তিনি বলিলেন, বৎস থাম, সে বলিল, এখন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ এখন, তখন বারা তাহার মাদী ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিলেন অতঃপর আল্লাহতায়ালার হামদ ও ছানা করিলেন এবং বলিলেন, হে লোক সকল! খোদার কসম নিঃসন্দেহে ইহা জান্নাত। আমার পক্ষে মদীনায় ফিরিয়া যাইবার কোন পথ নাই অতঃপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিলেন অতঃপর তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। আমি যেন এখনও উহাকে লেজ মুচড়িয়া ধাবিত করিতে দেখিতেছি। অতঃপর তাহার বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর হামলা করিলেন এবং আল্লাহতায়ালা মুশরিকদিগকে পরাজিত করিলেন।

মর্দে মুজাহিদ

عنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ ثُلْمَةٌ، فَوَضَعَ مُحَكَّمْ اليمامةِ رِجْلَيْه عَلٰى الثُّلْمة، وَكَانَ رجُلاً عظِيْماً ، فجعل يـرجز ويقوْل

أنَا مُحَكَّمُ اليَمَامَةِ * أنَا سَدَادُ الحَلَّةِ

أنَا كَذَا، أنَا كَذَا - فَأتَاهُ البَرَاءُ فَقَتَلَهُ، وَكان فَقِيْرًا ، فَلَمَّا أمْكنه منْ الضَّرْبِ، ضَرَبَ البَرَاءَ، وَأبْقَاهُ بِحَجَفَتِهِ، وَضَرَبَهُ البَرَاءُ،فَقَطَعَ سَاقَهُ،فَقَتَلَهُ، وَمَعَ الْمُحَكَّمِ صَفِيْحَةٌ عَرِيْضَةٌ، فَألْقٰى البَرَاءُ سَيْفَهُ، وَأخَذَ صَفِيْحَةَ الْمُحَكَّمِ ، فَضَرَبَ بهَا حَتّٰى انْكَسَرَتْ، وَقَالَ : قَبَّحَ اللّٰهُ مَابَقِيَ مِنْك - فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَ إلٰى سَيْفِهِ فَأخَذَهُ -

হাদীস নং ১৬৪ - আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্নিত, তিনি বলেন মদীনার দেয়ালে একটি ভগ্নস্থান ছিল। ইয়ামামার মুহাক্কাম সেই স্থানে পা রাখিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল– সে ছিল বিশাল বপু– সে বলিতেছিলঃ

أنا محكم اليمامة * أنا سداد الحلة

["আমি ইয়ামামার মুহাক্কাম, আমি অবতরণস্থলকে ঢাকিয়া ফেলি"।] আমি এই, আমি সেই। ইতিমধ্যে বারা তাহার নিকটে আসিলেন। তাহার মেরুদন্ডে ব্যাথা ছিল। সে আঘাত করার সুযোগ পাইয়া বারাকে আঘাত করিল। তিনি ঢাল দ্বারা তাহা প্রতিহত করিলেন। বারা তাহাকে আঘাত করিলেন এবং তাহার পা কাটিয়া ফেলিলেন অতঃপর তাহাকে হত্যা করিলেন। মুহাক্কামের সহিত একটি চওড়া তরবারী ছিল। বারা তাহার তরবারী ফেলিয়া মুহাককামের চওড়া তরবারীটি নিলেন এবং উহা দ্বারা লড়াই করিলেন। এক পর্যায়ে উহা ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি বলিলেন, তোর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে আল্লাহ উহার মন্দ করুন, অতঃপর উহা ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার তরবারীর নিকটে আসিয়া উহা লইলেন।

সর্বোত্তম মানুষ

عنِ الحَسَنِ يقُوْلُ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ لِعُمَرَ : يا خَيْرَ النَّاسِ ، يا خَيْرَ النَّاسِ – فَقَالَ : مايَقُوْلُ ؟ قِيلَ : يَقُوْلُ يَاخَيْرَالنَّاسِ – قَالَ : وَيْحَكُمْ – إنّي لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ – قَالَ : وَاللّٰه يَاأَمِير المُؤْمِنِيْنَ، إنْ كُنْتَ لَأُرَاكَ خَيْرَ النَّاسِ، قَالَ : أفَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ : بَلٰى – قَالَ : فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ رَجُلٌ بَلَغَهُ الإسْلَامُ، وَهُوَ فِيْ دَارِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَعَمَدَ إلٰى صِرْمَةٍ مِنْ إبِلِهِ، فَحَدَرَهَا إلٰى دَارٍ مِنْ دُوْرِالهِجْرَةِ، فَبَاعَهَا ، فَجَعَلَ ثَمَنَهَا عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَجَعَلَ لَايُصْبِحُ وَلَا يُمْسِى إلَّاوَهُوَ بَيْنَ يَدَي المُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَ

عَدوِّهِم، فَذَالك خَيرُ النَّاسِ - قَالَ : يَا أَمِيرَ الـمُؤْمِنِيْنَ إنّي رَجُلٌ مِن أَهْلِ البَادِيَةِ، وإنَّ لِي أشْغالًا ، وَإنَّ لِيْ وَإنَّ لِي ....فَأمُرْني بِأمْرٍ يَكُوْنَ لِي ثِقَةً، وَأبْلَغُ بِهِ - فَقَالَ : أرنِي يَدَكَ - فَأعْطَاهُ يَدَهُ، فَقَالَ : تَعْبُدُ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ولاَ تُشرِكُ به شَيئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ، وَتَعْتَمِرُ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيْعُ، وَعَلَيْكَ بِالعَلاَنِيَةِ، وإيَّاكَ وَالسِّرَّ، وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ إذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ لَمْ تَسْتَحِ مِنْهُ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ، وَإيَّاكَ وَكُلَّ شَيْءٍ إذَاذُكِرَوَنُشِرَ اسْتَحْيَيْتَ مِنهُ وَفَضَحكَ - فَقَالَ : يَاأمِيرَ الـمُؤمنِيْنَ، أفَأعْمَلُ بِهٰذَا ، فَإذا لَقِيتُ رَبّي عَزَّوَجَلَّ قُلْتُ : أمَرَنِي بِهِنَّ عُمَرُ ؟ قَالَ : خُذْهُنَّ، فَإذَالَقِيْتَ رَبَّكَ عَزَّوَجَلَّ فَقُلْ مَابَدَالَكَ

হাদীস নং ১৬৫ - হাসান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের ভাসমান গোত্রসমূহের এক ব্যক্তি উমর (রাযিঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সর্বোত্তম মানুষ ! হে সর্বোত্তম মানুষ! উমর বলিলেন, লোকটি কি বলিতেছে ? বলা হইল, সে বলিতেছে, হে সর্বোত্তম মানুষ! তিনি বলিলেন, তোমাদের ধ্বংস হোক! আমি কক্ষনো সর্বোত্তম মানুষ নই। লোকটি বলিল, খোদার কসম হে আমীরুল মুমিনীন! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে সর্বোত্তম মানুষ ভাবিতাম। উমর বলিলেন, আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম মানুষের সংবাদ দিব না ? লোকটি বলিল,অবশ্যই, তিনি বলিলেন, সর্বোত্তম মানুষ সে যে তাহার সহায় সম্পদ, পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল ইত্যবসরে তাহার নিকট ইসলাম পৌছিল, তখন সে তাহার কিছু উট লইয়া কোন হিজরতের স্থানে চলিয়া গেল এবং তাহা বিক্রি করিয়া আল্লাহর পথের উপকরণ যোগাড় করিল। অতঃপর মুসলমান এবং শত্রুদিগের মাঝে তাহার রাত্রদিন কাটিতে লাগিল। এই ব্যক্তিই হইল সর্বোত্তম মানুষ। লোকটি বলিল, ইয়া আমীরুল মুমিনীন ! আমি একজন গ্রাম্য ব্যক্তি।

আমার বহু ব্যস্ততা রহিয়াছে। আমার এই এই কাজ রহিয়াছে,....... অতএব আপনি আমাকে এমন একটি কাজের আদেশ দিন আমি যাহার উপর নির্ভর করিব এবং অন্যের নিকটে পৌঁছাইব। উমর বলিলেন, তোমার হস্তটি আমাকে দেখিতে দাও। লোকটি তাহার হাত তাঁহাকে দিল। উমর তখন বলিলেন, আল্লাহতায়ালার ইবাদত করিবে এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবেনা। সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রমাযান মাসের রোযা রাখিবে, বাইতুল্লাহর হজ্জ করিবে, উমরাহ করিবে, আনুগত্য করিবে, প্রকাশ্যতাকে অবলম্বন করিবে এবং গোপনীয়তা হইতে দূরে থাকিবে। এমন সকল বিষয় হইতে দূরে থাকিবে যাহা আলোচিত ও প্রচারিত হইলে তুমি লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইবে। লোকটি বলিল, ইয়া আমিরুল মুমিনীন ! আমি কি এই সব পালন করিতে থাকিব এবং যখন আমার পালনকর্তার মুখোমুখি হইব তখন বলিব, উমর আমাকে এই সবের আদেশ করিয়াছেন ? উমর বলিলেন, ইহা গ্রহণ কর এবং যখন তোমার পালনকর্তার মুখোমুখি হইবে তখন যাহা খুশী বলিও ।

সর্বোচ্চ মর্যাদা কার?

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وأَصْفِيائِه ؟ قَالَ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِنَفْسِه ومالِه حَتّٰى تَأْتِيَهُ دَعْوَةُ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ، وَهُوَ عَلٰى مَتْنِ فَرَسِه، أَوْآخِذٌ بِعِنَانِه - قَالَ : ثُمَّ مَنْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فَخَبَطَ بِيَدِه، وَقَالَ :إِمْرَؤٌ بِنَاحِيَةٍ يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ؟ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ؟ قَالَ : الْمُشْرِكُ بِاللّٰهِ قَالَ : ثُمَّ ؟ قَالَ : ذُوسُلْطَانٍ جَائِرٍ، يَجُوْرُ عَنِ الْحَقِّ، وَقَدْمُكِّنَ لَهُ -

হাদীস নং ১৬৬ - উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম তাহার নিকটে কিছু লোক ছিল।

এমতাবস্থায় একব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহতায়ালার নিকটে তাহার নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরে কে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি তাহার শক্তি ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে অবশেষে ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায় বা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছে এমন অবস্থায় তাহার নিকটে আল্লাহতায়ালার আহবান পৌছে । লোকটি বলিল, এরপর কোন ব্যক্তি ? হে আল্লাহর নবী বর্ণনাকারী! বলেন, ইহা শুনিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জোরে চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন, এক পার্শ্বে অবস্থানরত ব্যক্তি যে উত্তমরূপে আল্লাহতায়ালার ইবাদত করে এবং মানুষকে তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ রাখে। লোকটি বলিল, কোন ব্যক্তি আল্লাহরতায়ালার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে আল্লাহর সাথে শরীক করে। লোকটি বলিল এরপর কে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যালেম ক্ষমতাবান ব্যক্তি যে ন্যায়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহা হইতে বিরত থাকে।

যে তাহার ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট

عنْ مجاهِد، قاَل قالت أم مبشّر : يارسُوْل اللّه ! أي النَّاس خير منْزلةً عنْد اللّه عزّوجلَ ؟ قاَلَ : رجل علَى متْن فرسه، يخيفُ العدُوَّويخيْفُوْنه - ثم أشار بيده نحو الحجاز، فقال : ورجلٌ يقيْمُ الصَّلاة، ويعطي حقَّ اللّهِ عزوجل في ماله -

হাদীস নং ১৬৭ : মুজাহিদ হইতে বর্নিত, তিনি বলেন, উম্মে মুবাশ্‌শির বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকটে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, ঐ ব্যক্তি যে তাহার ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট, সেও শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং তাহারাও তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করে। অতঃপর তিনি হাত দ্বারা হিজাজের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, এবং যে ব্যক্তি সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করে এবং তাহার সম্পদ হইতে আল্লাহতায়ালার হক্ব প্রদান করে।

উত্তম মানুষ ও নিকৃষ্ট মানুষ

عن أبي سعيدٍ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم غزوة تَبُوك، وهو مضيف ظهره إلى نخلةٍ، فقال : ألاأنبئكم بخير النّاس وشر النّاس ؟ إنّ خَير النّاس رجلٌ عمل في سبيلِ الله عزوجل علَى ظهر فرسه، أو علىُ ظهرِ بعيره، أوقدميه حتى يأتيه الموت وهوعلى ذالك - وإنّ من شرِ النّاس رجُلاً فاجرا جريئًا يقرأ كتاب الله عزوجلّ لا يرعوي علىُ شيء منهُ -

হাদীস নং ১৬৮ - আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে বক্তৃতা করিলেন, তিনি তখন একটি খর্জুর বৃক্ষের সহিত হেলান দিয়া বসা ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে উত্তম মানুষ ও নিকৃষ্টতম মানুষের সংবাদ দিবনা ? উত্তম মানুষ হইল ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে অথবা পদাতিক অবস্থায় আল্লাহর পথে কাজ করিয়া যায় অবশেষে এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

এবং নিকৃষ্টতম লোকদের অন্যতম ঐ ব্যক্তি যে, পাপাচারে দুঃসাহসী, সে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে অথচ উহার কোন কিছু হইতেই বিরত থাকেনা ।

উত্তম মানুষ হইল মুজাহিদ

عَنْ أبي سعيدٍ الخُدري: خطبنا رسولُ الله صلّي الله عليه وسلّمَ فقال إنَّ خَيْر النَّاسِ رجلٌ مجاهدٌ،فَذكَر نحوه -

হাদীস নং ১৬৯ - আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বক্তৃতা করিলেন উহাতে তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে উত্তম মানুষ হইল জিহাদকারী পুরুষ। অতঃপর পুর্বোক্ত বর্ননার সমার্থক বক্তব্য বর্ণনা করিলেন।

যে মানুষের অকল্যাণ হইতে দূরে থাকে

عن ابنِ عباسٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج عليهم، وهم جلوس في مجلس، فقال لنا : ألا أخبركُم بخير الناس منزلاً ؟ قال قلنا بلى يارسول الله قال: رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله عزوجل حتى يموت أو يُقتَلَ - قال : أفلا أخبركم بالذي يليه ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ، قال امرُؤ معتزل في شعب يقيم الصلوة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، قال: أفلا أخبركُم بشر الناس؟ قلنا نعم يا رسول الله قال: الذي يُسْأَل بالله عزوجل ولا يعطي به -

হাদীস নং ১৭০ - ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকটে আসিলেন তখন তাহারা একটি মজলিসে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির কথা বলিব না ? আমরা বলিলাম, অবশ্যই বলিবেন ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, যে পুরুষ আল্লাহর পথে তাহার ঘোড়ার মাথা ধরিয়া রাখে যাবৎ না সে মৃত্যুবরণ করে বা নিহত হয়, তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে

তাহার পরবর্তীজনের কথা বলিবনা ? আমরা বলিলাম, বলুন ইয়া রাসুলাল্লাহ ! তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন পাহাড়ের নির্জনস্থানে অবস্থান করে, সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং মানুষের অকল্যাণ হইতে দূরে সরিয়া থাকে।

তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্টতম মানুষের কথা বলিব না ? আমরা বলিলাম, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যাহার নিকটে আল্লাহর নামে চাওয়া হয় এরপরও সে প্রদান করে না।

তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক

عن المبارك بن فضالة عن الحسنِ أنّه سمعه يقول في قول اللّه عزوجل (ياأيها الّذين أمنوااصبروا وصابروْا ورابطوْا) قال : أمرهم أنْ يصبرُوْا على دينهم ، ولا يتركوه لشدة ولا رخاءٍ ولاَ سرّاءَ وَلاَ ضَرّاءَ، وَأمَرَهُمْ أنْ يصابروْا الكفار، وأن يرابطوا المشركين -

হাদীস নং ১৭১ - মুবারক বিন ফাযালাহ হইতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী–

يا أيها الذين أمنوااصبرواوصابروا ورابطوا

[হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ধারন কর, ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। (আলে ইমরান, ২০০)]

প্রসঙ্গে হাসানকে বলিতে শুনিয়াছেন, যে, (উক্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা) তাহাদিগকে দ্বীনের বিধি বিধান ধৈর্য্যের সাথে পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহারা যেন সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা কোন অবস্থাতেই উহাকে পরিত্যাগ না করে এবং তাহাদিগকে কাফেরদের মুকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকিতে ও মুশরিকদের মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

আল্লাহর পথে সদা প্রস্তুত থাক

عن معمر عن قتادة أنه كان يقول : صابروا المشركين، ورابطوا في سبيل الله ـ

হাদীস নং ১৭২ - মা'মার হইতে বর্ণিত ক্বাতাদাহ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেন, মুশরিকদের মুকাবেলায় দৃঢ়পদ থাক এবং আল্লাহর পথে সদা প্রস্তুত থাক।

একদিন একরাত সীমান্ত পাহারা

عن رجل من أهل الشام أن شرحبيل بن السمط الكندي، قال : طال رباطنا وإقامتنا على حصن، فاعتزلت من العسكر أنظر في ثيابي لما أذاني منه ، قال فمر بي سلمان، فقال : ما تعالج يا أبا السمط؟ فأخبرته، فقال إني لأحسبك تحب أن تكون عند أم السمط فكانت تعالج هذا منك - قلت : إي والله، قال : لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رباط يوم وليلة - أو يوم أو ليلة - كصيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري عليه مثل ذالك من الأجر، وأجري عليه الرزق، وأمن من الفتان وإقرؤا إن شئتم (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أوماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ....إلى أخر الأيتين -

হাদীস নং ১৭৩ - শামের (সিরিয়ার) এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত, শুরাহবীল ইবনুস সামত আল কিনদী বলেন, আমরা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সীমান্ত প্রহরায় দূর্গে অবস্থান করিলাম। (একদিন) আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র

নিরীক্ষণ করিবার জন্য সেনাবাহিনী হইতে কিছুটা তফাতে আসিলাম, কেননা উক্ত বস্ত্রে আমার কষ্ট হইতেছিল। ইত্যবসরে সালমান আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, তিনি বলিলেন, হে আবুস সামত! কি করিতেছ? আমি অবস্থা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, তোমার ব্যাপারে আমার ধারনা হইল, তুমি উম্মুস সামতের নিকটে থাকিবে এবং তোমার পক্ষ হইতে সেই এই কাজ করিয়া দিবে, ইহাই তোমার পছন্দ। আমি বলিলাম, খোদার কসম! ইহাই আমার পছন্দ। তিনি বলিলেন ইহা করিবে না, কেননা আমি রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, একদিন ও একরাতের সীমান্ত প্রহরা বা বলিয়াছেন, একদিন বা একরাতের সীমান্ত প্রহরা এক মাস পর্যন্ত রোযা রাখা ও রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করার চেয়েও উত্তম এবং যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহার জন্য উক্ত বিনিময় অবিরাম চলিতে থাকিবে এবং তাহার জন্য রিযক জারি হইবে এবং সে (কবরের ভয়াবহ অবস্থা) ফাততান হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি চাও তাহা হইলে পাঠ কর–

والّذين هاجروا في سبيل اللّه ثُمّ قُتلُوْا أوْماتُوا ليرْزُقَنّهُم اللّه رزْقًا حسنًا......إلى اخر الأيتين -

[এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহর পথে, অতঃপর নিহত হইয়াছে অথবা মারা গিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিতো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।

তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পছন্দ করিবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল। (হাজ্জ,আয়াত ঃ ৫৮,৫৯)]

আমাকে পবিত্র মৃত্যু দান করুন

عن فضالة بن عبيدٍ يحدثُ عن رسوْل الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وسلّم، قَالَ

من مات على مرتبة من هذه المراتب بَعَثه الله عزوجل عليها يوم القيامة:

قال حيوة رباطٌ وحج ونحوُ ذَالك -

হাদীস নং ১৭৪ - ফাযালাহ বিন উবাইদ হইতে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই সব মর্তবাসমূহের কোন একটির উপর মৃত্যুবরণ করিবে সে কিয়ামত দিবসে উহার উপরেই পুনরুত্থিত হইবে। হাইওয়াহ বলিয়াছেন, ("মর্তবা" বলিতে উদ্দেশ্য হইল,) সীমান্ত প্রহরা, হজ্জ ইত্যাদি আমলসমূহ।

শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত ব্যক্তি

عن فضالة بن عبيد،قال سمعت رسوْل الله صلى الله عليه وسلم يقوْل

كلّ ميت يختم على عمله الذي مات عليه، إلا المرابط في سبيل اللّه

عزوجل، فإنه ينموله عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر -

হাদীস নং ১৭৫ - ফাযালাহ বিন উবাইদ হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেই কর্মের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে উহার উপরই তাহাকে মোহর করিয়া দেওয়া হয় তবে আল্লাহতায়ালার পথে শত্রুর মুকাবিলায় প্রস্তুত ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম, কেননা কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আমল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে কবরের ফিৎনা হইতে নিরাপদ থাকে।

عن فضالة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقوْل

المجاهد من جاهد نفسه بنفسه -

হাদীস নং ১৭৬ - ফাযালাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুজাহিদ সেই, যে আপনারে আপনার সহিত জিহাদে লিপ্ত রাখে।

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর মর্তবা

عن بكْربن عمرو أنّ معاوية بن أبي سفيان اسْتعمل فضالة بن عبيد علٰى بعض أعْماله، فكتب معه رجالاً يستعين بهم ، فأتاه رجل ممن كان يصافيه الإخاءَ والمحبة، فظَنَّ أنّهَ قد كتبه في أولّ منْ ذكرمن أصحابه، فَقَالَ : أكُنْتَ كتبتني معك ؟ قَالَ : لا - قالَ أجلْ! قال : أجلْ، إنما تركتُ اسمكَ للّذي هو خَير لَكَ، سمعْتَ رسُوْلَ اللّه صَلَّى اللّهُ عليهْ وسلم يقُولُ لرجُلٍ مُنْ أصحابه : أيمَّا عبْدُ مُؤمن مات وهُو علٰى مرتبةٍ من هذهِ الأعْمال، بعثه اللّهُ عزّوجلّ عليها يوم القيامة - فأحْببت أن يبعثك اللّه عزّوجل من مرتبة الجِهاد في سبيل اللّه - فانصرف وهو مسرور -

হাদীস নং ১৭৭ – বকর বিন আমর হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান ফাযালাহ বিন উবাইদকে একটি দায়িত্বে নিয়োজিত করিলেন। তিনি তখন তাহার সাথে আরো কিছু সহযোগীর নাম লিখিলেন। তখন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের একজন তাহার নিকটে আসিল। তাহার ধারণা ছিল তিনি তাহার নাম তাহার সহযোগীদের সর্বশীর্ষে লিখিয়াছেন। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি তোমার সহিত আমার নাম লিখিয়াছ ? ফাযালাহ বলিলেন, না। সে বলিল, তাই নাকি! ফাযালাহ বলিলেন, হ্যাঁ, আমি তোমার নাম ইহার চেয়ে উত্তম কাজের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার এক সাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, যে মুমিন ব্যক্তি এইসব আমল

সমূহের কোন একটির উপর মৃত্যুবরণ করিবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহতায়ালা তাহাকে উহার উপরই (উক্ত আমলকারী রূপেই) উত্থিত করিবেন। তাই আমার ইহা পছন্দ যে আল্লাহ তোমাকে"জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ"য় নিয়োজিতরূপে উত্থিত করুন। ইহা শুনিয়া লোকটি খুশী হইয়া ফিরিয়া গেল।

মহানবীর (স.) ভবিষ্যতবাণী

عَنْ عُـروَةَ بْن رويم، قـالَ : أتى النَّبيَّ صلّى الـلّٰهُ عليـه وسلّم رِجَـالٌ، فَقالُوا: يارسوْل الله، إنّا كُنَّا حديْث عـهْدٍ بجاهِلِيَّةٍ، وإنّا كنا نُصيب من الأثام والزنا، وإناأردْنا أنْ نحبس أنْفُسنا في بُيوتٍ، نعبد الله عَزوجَل فيْها حتّى نـموت - قال : فتـهلّل وجْهُ رسوْلِ الله صلّى اللّٰهُ عليْه وسلّم، وقـالَ : إنّكُمْ ستجنّدون أجنادًا، وتكوْنُ لَكُمْ ذمّةٌ وخـراجٌ، وسيكُون لكُمْ على سيْف البَحْرِ مدائن وقصور، فمن أدْرك ذالك، فاستطاع أنْ يَحْبس نَفْسهٗ فِي مدينة مِنْ تلْك الـمدائن، أوْ قَصْرٍ من تلك القصور حتّى يـموت، فَلْيفْعلْ -

হাদীস নং ১৭৮ - উরওয়া বিন রুওয়াইম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে কিছু লোক আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নিকট অতীতে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত ছিলাম এবং আমরা যিনা ব্যভিচার ও বিভিন্ন ধরণের পাপাচারে লিপ্ত থাকিতাম। এখন আমরা ইচ্ছা করিয়াছি যে, গৃহবন্দী হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার ইবাদতে মগ্ন থাকিব। বর্ণনাকারী বলেন, ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ঝলমল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, অচিরেই তোমরা বহু সৈন্য দলে সুবিন্যস্ত হইবে। তোমরা অন্যদেরকে নিরাপত্তা দিবে ও খারাজ উসূল করিবে এবং সমূদ্রের উপকূলে তোমাদের বহু শহর ও অট্টালিকা হইবে। যে ব্যক্তি সেই সময়ে উপনীত

হইবে সে যদি সেইসব শহরের কোন একটিতে বা সেই সব অট্টালিকার কোন একটিতে নিজেকে বন্দী করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে সে যেন উহাই করে।

কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদাতরত ব্যক্তির সমপরিমান সওয়াব

عَنْ عبيد الله بن أبي حسين أن رسول الله صلّى عليه وسلّم قال : مَنْ نزل مَنْزلاً يخيف فيه المُشركين ويُخيفُونَهُ حتّٰى يدْركه الموت، كُتِب لَهٗ كَأجْرِ ساجدٍ لايرْفع رأسهَ إلٰى يومِ القيامة، وأجر قائمٍ لا يقعد إلٰى يوْم القيامةِ، وأجر صائمٍ لايفطر -

হাদীস নং ১৭৯ – উবাইদুল্লাহ বিন আবী হুসাইন হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন স্থানে অবতরণ করে যেখানে সে মুশরিকদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং মুশরিকরাও তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করে অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সিজদারত ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব লিপিবদ্ধ হয়, কিয়ামত পর্যন্ত নামাযে দণ্ডায়মান ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব লিপিবদ্ধ হয় এবং ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছওয়াব লিপিবদ্ধ হয় যে অবিরাম রোযা রাখে।

মৃত্যুর পরও সওয়াব অব্যাহত থাকিবে

عَنْ عبادة بن الصامت، قالَ : ليس مِنْ رجلٍ يَخْرَجَ نفسهَ إلاَّ رأى مَنْزِلَهٗ قبلَ أنْ يخرج نفسه، غير المرابط، يجْري عليْه أجْرُهٗ - أو قَالَ رِزْقُهٗ - ماكان مُرابطا -

হাদীস নং ১৮০ – উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তাহার নির্ধারিত স্থান দেখিয়া

ফেলে কিন্তু সীমান্ত প্রহরী এর ব্যতিক্রম, কেননা মৃত্যুর পরও তাহার সীমান্ত প্রহরারত অবস্থার বিনিময়-অথবা বলিয়াছেন তাহার জন্য তাহার রিয্ক–চলিতে থাকে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে

عن عقبة بن عامرٍ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كل ميت يختم على عمله إلا الذي يموت في سبيل الله ، فإنه يجري عليه أجرعمله حتى يبعث -

হাদীস নং ১৮১ – উকবাহ ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের উপর মোহর করিয়া দেওয়া হয়, তবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে তাহার কর্মের বিনিময় পুনরুত্থিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত চলিতে থাকে।

কিয়ামতের চরম ভীতি হইতে নিরাপদ থাকিবে

عن عبد الله بن عمرو، قال : فيمن يموت مرابطا - إِنَّهُ يَأْمَنُ من الفزع الأكبر يوم القيامة -

হাদীস নং ১৮২ – আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর ব্যাপারে বলিয়াছেন যে, সে কিয়ামত দিবসের চরমভীতি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

পুলসিরাতের উপর দিয়া বাতাসের ন্যায় অতিক্রম করিবে

عن أبي صالحٍ الحمصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

يبعث الله عزوجل يوم القيامة أقوامًا يمرون على الصراط كهيئة الريح،

ليس عليهم حساب ولا عذاب - قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال أقوام يدركهم موتهم في الرباط -

হাদীস নং ১৮৩ – আবু ছালেহ আল হিম্সী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহতায়ালা এমন কিছু লোককে উত্থিত করিবেন, যাহারা পুলসিরাতের উপর দিয়া বাতাসের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাইবে। তাহাদের না কোন হিসাব হইবে না আযাব। সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাহারা এই সৌভাগ্য লাভ করিবেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, যাহারা সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

সীমান্ত পাহারার ফযীলত

عَنِ المكحول أن كعب بن عجرة كان مُرابطا بأرْض فارِس، فمربه سلمان ، فقالَ : مالك ههُنا ؟ قال : قدمت مرابطا - قال : أفلا أخبرك بشيء سمعتُه مِن رَسول الله صلّى الله عليه وسلم يكون لك عونا على رباطِكَ ؟ قالَ : قلتُ بلى رحمك الله - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم رباط يوم في سبيلِ الله عزّوجلّ خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطًا في سبيل الله عزوجلّ أجير من فتنة القبر، وجَرٰى عليه الذي كان يعْمَلُ إلى يَوْمِ القيامة -

হাদীস নং ১৮৪ – মাকহুল হইতে বর্ণিত, কা'ব ইবনে উজরাহ পারস্যের ভূমিতে সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন। ইতিমধ্যে সালমান তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত রহিয়াছি। সালমান বলিলেন, আমি কি আপনাকে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী শুনাইবনা যাহা সীমান্ত প্রহরার কাজে আপনাকে প্রেরণা যোগাইবে? আমি বলিলাম, অবশ্যই শুনাইবেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। সালমান বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে একদিনের সীমান্ত প্রহরা একমাস পর্যন্ত দিনের বেলায় রোযা ও রাতের বেলায় ইবাদত করার চেয়েও উত্তম এবং যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে কবরের ফিৎনা হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং সে যেই নেক আমল করিত কিয়ামত পর্যন্ত উহা তাহার জন্য চলমান থাকিবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يوشك أن يأتي على الناس زمان ، خير الناس فيه منزلا ، رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعةً استوى على فرسه، ثم طلب الموت مظانّه ورجلٌ في غنيمة في شعب من هذه الشعاب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة ويعتزل الناسَ، إلا من خير، حتى يأتيه الموت -

হাদীস নং ১৮৫ – হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অচিরেই মানুষের সামনে এমন সময় উপস্থিত হইবে যখন সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী সেই ব্যক্তি হইবে যে আল্লাহর পথে তাহার ঘোড়ার লাগাম ধারণ করিয়া আছে, যখনই কোন ভীতিপ্রদ আওয়াজ শোনে তখনই সে তাহার ঘোড়ার পিঠে সোজা হইয়া বসে এবং মৃত্যুর সম্ভাব্য স্থানসমূহে মৃত্যুকে খুঁজিয়া ফেরে এবং ঐ ব্যক্তি যে তাহার সামান্য কিছু বকরী লইয়া এইসব পাহাড়ী উপত্যকাসমূহের কোন একটিতে অবস্থান গ্রহণ করে। সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং কল্যাণ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে নির্জনতা অবলম্বন করে। মৃত্যু পর্যন্ত সে এই অবস্থায় অবিচল থাকে।

কল্যাণ ঐ বান্দার জন্য

عن عبد اللّٰه بن الحارث بْن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلّم، قال : دخل عليه رجلان فَقالَ : مرحبًا بكما ، فنزع وسادةً كان متكأ عليها، فألقاها إليهما، فقالاَ : لا نريد هذا، إنما جئنا لنسمع منك شيئًا ننتفع به - قال : إنه من لم يكرم ضيفه، فليس من محمد ولا إبراهيم - طوبى لعبدأمسى متعلقا برأس فرسه في سبيل الله عزوجل، أفطر على كسرة وماء بارد، وويل للّوّاثين الّذين يلوثون مثل البقر، ارفع ياغلام ! ضع يا غلاَم وفي ذالك لايذكرون اللّٰه عزّوجل -

হাদীস নং ১৮৬ – সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন জাঝ আযযাবীদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাহার নিকট দুইজন ব্যক্তি আসিলেন। তিনি উহাদিগকে দেখিয়া মারহাবা বলিলেন এবং তিনি যেই বালিশের উপর ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন উহা তাহাদের দিকে আগাইয়া দিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা এইজন্য আসি নাই। আমরা শুধু এই জন্য আসিয়াছি যে, আপনার নিকট হইতে কিছু শুনিব এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইব। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি তাহার মেহমানকে সম্মান করে না সে না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, না ইবরাহীম (আঃ) হইতে। কল্যাণ ঐ বান্দার জন্য যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার মাথা জড়াইয়া ধরিয়া সাঁঝের বেলায় উপনীত হইল এবং এক টুকরা রুটি ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ইফতার সারিল এবং ধ্বংস ঐ চর্বনকারীর জন্য যে গরুর মত চাবাইতে থাকে (এবং বলিতে থাকে) ওহে বৎস! ইহা লইয়া যাও, উহা লইয়া আস। এই বিপুল কর্মব্যস্ততায় আল্লাহর কথা তাহার স্মরণ হয় না।

যাহাদের মাধ্যমে সীমান্ত দুর্ভেদ্য থাকিবে

عن يزيد العُكلي أنّه حدثهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه سيكون في أمتي قوم يسدبهم الثغور، تؤخذ

مِنْهم الحقُوق، ولايعطون حقوْقهم،أولَئك مني وأنا منهم ، أولئك منى وأنا منهم -

হাদীস নং ১৮৭ – ইয়াযীদ আল উকলী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে এমন সব লোক হইবে যাহাদের মাধ্যমে সীমান্তসমূহ দুর্ভেদ্য থাকিবে। তাহাদের নিকট হইতে দায়িত্ব উসূল করা হইবে কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে না। উহারা আমার এবং আমি উহাদের, উহারা আমার এবং আমি উহাদের।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারা দেয়

عن ابْن محيريز يقولُ : من حرس ليلة في سبيلِ الله عزوجلّ كان له من كل إنسان ودابة قيراطَ قيراط -

হাদীস নং ১৮৮ – ইবনে মুহাইরীয হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার পথে এক রাত পাহারা দেয় সে সকল মানুষ ও পশুর সমপরিমাণ কীরাত[১] ছাওয়াব লাভ করিবে।

টীকা– ১. এর অর্থ নিম্নোক্ত হাদীস হইতে বুঝা যায়–

"من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان، أحدهما أو اصغرهما مثل احد

যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করে সে এক ক্বীরাত ছওয়াব পাইবে এবং যে মৃত্যের সহিত যাইবে এবং যাবৎ না তাহাকে সমাহিত করা হয় তাহার সঙ্গে থাকিবে তাহার জন্য দুই ক্বীরাত ছওয়াব হইবে। প্রতি ক্বীরাত বা বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্বীরাতটি "উহুদ" পাহাড় সমপরিমাণ হইবে। (জামে তিরমিযী, হাদাস নং ১০৪০)

এক রাতের পাহারা একশত উট সদকাহ্ করার চাইতে উত্তম

عن عبد الله بن عمرو،قال : لأَن أبيت حارسا وخائفا في سبيل الله عزوجل أحب إلي منْ أنْ أتصدق بمائة راحلة –

হাদীস নং ১৮৯ – আব্দুল্লাহ্ বিন আমর হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে দুরুদুরু বক্ষে এক রাত পাহারা দেওয়া আমার নিকটে একশত উট সদকাহ্ করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

তিনটি চোখ কখনো অগ্নিদগ্ধ হইবে না

عَن أبي عمران الأنْصاريَ أنّ رسول الله صلى الله قال : ثلاثة أعين لا تحرقهم النار أبدا ، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت بكتاب الله وعين حرست في سبيل الله عزوجلّ –

হাদীস নং ১৯০ – আবু ইমরান আল আনসারী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি চক্ষু কখনও আগুনে দগ্ধ হইবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিয়াছে, যে চোখ আল্লাহর কিতাব লইয়া জাগ্রত রহিয়াছে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়াছে।

নামাযে কুরআন পাঠের স্বাদ

عنْ جابرِ، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجلَ من المسلمين إمْرأةَ رَجل من المشركين، فلما أن رأى رسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قافلا، وجاء زوجها ، وكان غائبا ، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دمًا من أصحاب محمد صلى الله عليه

وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال : من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارفقالا: نحن يارسول الله، قال: فكونا بفم الشعب، قال: فكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أوأخره ؟ قال : أكفني أوله - قال : فاضطجع المهاجري، فنام، وقام الأنصاري يصلي، قال : وأتى الرجل ، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه،وثبت قائما ثم رماه بسهم اخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما،ثم عادله بثالث، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال : اجلس فقد أثبت فوثب،فلما راهماالرجل عرف أنه قد نذروا به، فهرب -فلما رأى المهاجريّ ما بالأنصاري من الدماء، قال : سبحان الله ! ألا أنبهتني أول ما رماك!؟ قال : كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي، ركعت،فأذنتك وأيم الله ، لولا أني خشيت أن أضيع ثغراأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها -

হাদীস নং ১৯১ – হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত 'গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা'তে বাহির হইলাম। মুসলমানদের এক ব্যক্তি এক মুশরিক ব্যক্তির স্ত্রীকে হস্তগত করিল। যখন রাসূলুল্লাহ ফিরিতেছেন, তখন তাহার

স্বামী ফিরিল। সে অনুপস্থিত ছিল। তখন সে কসম করিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের রক্ত প্রবাহিত না করিয়া ফিরিবে না। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, কোন পুরুষ আমাদের এই রাত্রির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? তখন একজন মুহাজির ও একজন আনসারী সাহাবী সাড়া দিয়া বলিলেন, আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা উপত্যকার মুখে অবস্থান গ্রহণ কর। বর্ণনাকারী বলেন, তাহারা একটি উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিলেন। যখন উভয়ে উপত্যকা মুখে পৌঁছিলেন তখন আনসারী সাহাবী মুহাজির সাহাবীকে বলিলেন, আপনার পছন্দ বলুন, রাতের কোন অংশে আমি আপনাকে বিশ্রামের সুযোগ করিয়া দিব ? প্রথম অংশে না শেষ অংশে। মুহাজির সাহাবী বলিলেন, প্রথম অংশে আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দিন। অতঃপর মুহাজির সাহাবী শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং আনসারী সাহাবী দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইদিকে ঐ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটি মনুষ্য অবয়ব দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এই ব্যক্তিই বাহিনীর পাহারাদার। তখন সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে বিদ্ধ করিল। সাহাবী তীরটি টান দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি পুণরায় তীর নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে বিদ্ধ করিল। সাহাবী পুণরায় তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং (পূর্বের মত) দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকটি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে বিদ্ধ করিল। তিনি তীরটি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন অতপর রুকু সিজদা করিলেন এবং তাহার সঙ্গীকে জাগ্রত করিয়া বলিলেন, উঠিয়া বসুন আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। মুহাজির সাহাবী লাফাইয়া উঠিলেন। লোকটি যখন দুইটি অবয়ব দেখিল তখন বুঝিতে পারিল তাহার সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে। তখন সে পলায়ন করিল। মুহাজির সাহাবী যখন আনসারী সাহাবীকে দেখিলেন তাহার সর্বাঙ্গ

রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে তখন বলিয়া উঠিলেন. সুবহানাল্লাহ! আপনি প্রথম তীর নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন আমাকে জাগাইলেন না? তিনি বলিলেন, আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করিতে- ছিলাম। উহা শেষ না করিয়া ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। যখন সে আমার প্রতি উপর্যুপরি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল তখন রুকু সিজদা করিয়া আপনাকে জাগাইলাম। খোদার কসম! যদি আমার এই ভয় না হইত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সীমান্ত রক্ষা করিবার আদেশ করিয়াছেন আমার দ্বারা উহা বিনষ্ট হইবে হয়ত আমি সূরাটি মধ্যখান হইতে ছাড়িয়া দিবার আগেই সে আমাকে হত্যা করিত অথবা আমি সূরাটি শেষ করিতাম।

সিরিয়ার ফযীলত

عن أبي إدريس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم ستجندون أجنادا، جندابالشام، وجندا بالعراق، وجندابااليمن - فقال ابن الخولاني : أخبرني يارسول الله ؟ فقال:وعليك بالشام، فمن أبى، فليلحق بيمنه، وليستق بغدره، فإن الله عزوجل تكفل لي بالشام وأهلها -

হাদীস নং ১৯২ – আবু ইদরীস হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা বহু সেনাদলে বিন্যস্ত হইবে। একটি বাহিনী শামে (সিরিয়ায়) থাকিবে, আরেকটি ইরাকে থাকিবে এবং আরেকটি ইয়ামানে থাকিবে। ইবনুল খাওয়ালানী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য কোথায় যাওয়া উত্তম হইবে তাহা বলিয়া দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি শামে চলিয়া যাইও। যাহার পক্ষে ইহা সম্ভব না হয় সে যেন ইয়ামানে চলিয়া যায় এবং তথাকার জলাশয় হইতে পানি গ্রহণ করে। কেননা আল্লাহতায়ালা আমার জন্য শাম ও তাহার অধিবাসীদের ব্যাপারে জিম্মাদার হইয়াছেন।

عن ربيعة بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه -

হাদীস নং ১৯৩ – রাবীয়া বিন য়াযীদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহাদের মধ্যে আবদাল রহিয়াছে

عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن رجلا قال يوم صفين: ألـلهم الـعن أهل الشام – فقال علي : لاتسبواأهل الشام جما غفيرا، فإن فيهم قوما كارهون لما ترون، وإن فيهم الأبدال –

হাদীস নং ১৯৪ – ছফওয়ান বিন আব্দুল্লাহ বিন ছফওয়ান হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ছিফফীন যুদ্ধের দিন বলিলেন, আয় আল্লাহ! শামের অধিবাসীদিগকে আপনার রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিন। ইহা শুনিয়া আলী (রাযিঃ) বলিলেন, শামের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মন্দ বলিওনা কেননা তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক রহিয়াছে যাহারা তোমরা যাহা দেখিতেছ উহাকে অপছন্দ করে এবং তাহাদের মধ্যে আবদাল রহিয়াছে।

প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি সিরিয়া চলিয়া যাইবে

عن عبد الله بن عمرو، قال ليأتين على الناس زمان لايبقى مؤمن إلالحق بالشام –

হাদীস নং ১৯৫ – আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসিবে যখন প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই শামে চলিয়া যাইবে।

সাতশত গুণ সওয়াব

عن سعيد بن سفيان القاري، قال قال عثمان : النفقة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مأة ضعف، وأنتم المهاجرون أهل الشام، لوأن رجلا إشترى بدرهم من السوق، فأكله، وأطعم أهله، كان له بسبع مأة –

হাদীস নং ১৯৬– সায়ীদ বিন সুফিয়ান আলকারী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান বলিয়াছেন, হিজরতের ভূমিতে খরচ করিলে তাহা সাতশত গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তোমরা হে শামবাসী মুহাজির বৃন্দ! যদি একজন ব্যক্তি বাজার হইতে এক দিরহাম দ্বারা (গোশত) খরীদ করে অতঃপর তা নিজে খায় এবং পরিবারবর্গকে খাওয়ায় তাহা হইলে সেও সাতশত গুণ লাভ করিবে।

সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তি

عن أبي قلابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايزال في أمتي سبعة لايدعون الله عزوجل بشيء إلااستجيب لهم، بهم تنصرون، وبهم تمطرون، وحسبت أنه قال : وبه يدفع عنكم –

হাদীস নং ১৯৭ – আবু ক্বিলাবাহ হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিবেন যাহারা আল্লাহতায়ালার নিকটে দু'আ করিলে তাহা কবুল হইয়াই থাকে। তাহাদের কারণেই তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হও, তাহাদের কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের কারণেই তোমাদের উপর হইতে (বালা মুসীবত) হটাইয়া দেওয়া হয়।

নৌপথে অভিযানের ফযীলত

عن علقمة بن شهاب القشيري ، قالَ قال رسول الله صلى اللّٰه عليه وسلم : من لم يدرك الغزو معي، فلْيغز في البحر، فَإنّ قتال يوم في البحر خير من قتال يومين في البر – وإنّ أجر الشهيد في البحر كأجر شهيدين

في البر،وإن خيار السهداء عند الله عزوجل أصحاب الكفء قيل : يارسول الله ، ومن أصحاب الكفء ؟ قال : قوم تكفأ عليهم مراكبهم في البحر -

হাদীস নং ১৯৮ – আলকামাহ বিন শিহাব আল কুশাইরী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সহিত যুদ্ধাভিযানে যাইবার সৌভাগ্য যাহার হয় নাই সে যেন নৌপথের অভিযানে অংশগ্রহণ করে, কেননা সমুদ্রের একদিনের লড়াই ডাঙ্গার দুই দিনের লড়াই অপেক্ষা উত্তম এবং সমুদ্রের একজন শহীদের বিনিময় ডাঙ্গার দুইজন শহীদের সমপরিমাণ হইবে এবং আল্লাহতায়ালার নিকটে সর্বোত্তম শহীদ হইল 'আসহাবুল কাফ্'। জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'আসহাবুল কাফ্' কাহারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সমুদ্রে যাহাদের নৌযানসমূহ তাহাদের উপর উল্টিয়া যায়।

নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফযীলত

عن ابن حجيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لم يدرك الغزو معي، فعليه بغزوالبحر -

হাদীস নং ১৯৯ – ইবনে হুজাইরা হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সাথে যাহার যুদ্ধাভিযানে যাইবার সৌভাগ্য হয় নাই সে যেন নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পাঁচ প্রকার শহীদ

عن عقبة بن عامر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خمس من قبض في شيء منهن ، فهو شهيد : القتيل في سبيل الله شهيد ، والغريق في سبيل الله عزوجل شهيد : والمطعون في سبيل الله عزوجل

شهيد، والمبطون في سبيل الله عزوجل شهيد، والنفساء في سبيل الله عزوجل شهيد -

হাদীস নং ২০০ – উকবাহ বিন আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচটি বিষয় এমন রহিয়াছে যাহার কোন একটিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণকারী শহীদ হইবে। আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তি শহীদ, নিমজ্জিত ব্যক্তি শহীদ, মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ এবং সন্তান প্রসবোত্তর মৃত্যুবরণ কারী মহিলা শহীদ।

নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ

عن ابن لهيعة، قال حدثني أبوالأسود، قال : غزوت البحر زمان معاوية ومعنا أبوأيوب الأنصاري عام المد - فقال ابن لهيعة : وحدثني أبو قبيل أن معاوية كان برودس في زمن عثمان رَضي الله عنه، معه كعب الأحبار -

হাদীস নং ২০১ – ইবনে লাহিয়াহ হইতে বর্ণিত, আবুল আসওয়াদ বলিয়াছেন যে, আমি মুয়াবিআ (রাযিঃ)-এর সময়ে নৌ পথের অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছি আমাদের সহিত আবু আইয়্যুব আনসারী ছিলেন। ইবনে লাহীয়াহ বলেন, এবং আবু ক্বীল আমাকে বলিয়াছেন, মুয়াবিয়া (রাযিঃ) হযরত উসমানের (রাযিঃ) সময়ে রাওদাসে ছিলেন এবং তাহার সহিত কা'বে আহবার ছিলেন।

সামুদ্রিক অভিযানের ভবিষ্যতবাণী

عن محمد بن يحيى بن حبان، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراما يزور أم حرام، فيقيل عندها - فنام عندها يوما، ففزع وهو

يضحك، فقالتْ له : يارسول اللّٰه – فِيْم ضحكت ؟ قال : عجبت من أناس من أمتي عُرضواعلي انفا علٰي سررأمْثال الملوك، يركبون هذاالبحر الأخضر فِي سبيل اللّه عزوجل – قُلت : يارسول اللّه أدعوالله عزوجل أن يجعلني منهم، قال: إنكِ من الأولين، ولست من الأخرين، وكنت لاأدرى كيف كان مبيتها وقد بلغنى هذا عن النبي صلّى الله عليه وسلم حتى قدم علينا أنس بْن مالك، وهي خالتُه أخت أمه ، قلْت : لعمري، لأنْ كان .....ذالك عند أنس بن مالك قال : فجئته، فسألته عن أم حرام، كيف كان مبيتها ؟ قال : على الجنة سقطت – قال : كان من شأْنها أنّها تزوجت ابَن عمها عبادة ْبن الصامت، فذهب بها إلى الشّام، فلَما غزامعاوَية البحر، غزا، فخرج بها معه، حتى لما قضوا غزْوهُم خرجت، فلماكانت بالساحل، أتيت بدابّتها، وركبتُ، فسارتْ قليلاً، ثم وقعت بها الدابة، فخرت، فماتت قبل أن تبلغ أهلها –

হাদীস নং ২০২ – মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বিন হিব্বান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই উম্মে হারামের বাসগৃহে যাইতেন এবং সেখানে কাইলুলাহ (দিবানিদ্রা) করিতেন। একদিন তাহার গৃহে ঘুমাইয়াছেন হঠাৎ হাসিতে হাসিতে ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপারে হাসিলেন ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইল। উহাদিগকে আমার সামনে পেশ করা হইল। আমি দেখিলাম তাহারা রাজা বাদশাহদের মত সিংহাসনে বসিয়া আল্লাহর পথে এই সবুজ সাগরে ভ্রমণ করিতেছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন,

আল্লাহতায়ালা যেন আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত, পরবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত নও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বর্ণনাটি জানিয়াছি, কিন্তু উম্মে হারামের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না। অবশেষে আমাদের নিকটে আনাস বিন মালেক আসিলেন, উম্মে হারাম ছিলেন তাহার খালা। আমি ভাবিলাম, আমার জীবনের কসম! অবশ্যই আনাস ইহা জানিয়া থাকিবেন। আমি আনাসের নিকটে আসিলাম এবং তাহাকে উম্মে হারামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তিনি তো জান্নাতেই অবতরণ করিয়াছেন। তাহার ঘটনা হইল, তিনি তাহার চাচাত ভাই উবাদা বিন সামেতের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উবাদা তাহাকে নিয়া শামে চলিয়া যান। যখন মুয়াবিয়া (রাযিঃ) নৌপথে যুদ্ধাভিযানে বাহির হন তখন তিনি ও উম্মে হারাম তাহার সহিত সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। যখন অভিযান সমাপ্ত হইল এবং তাহারা সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত হইলেন তখন উম্মে হারামের জন্য একটি ঘোড়া উপস্থিত করা হইল। তিনি উহাতে আরোহন করিলেন। কিছুদূর গিয়াই ঘোড়াটি তাহাকে ফেলিয়া দিল। তিনি পড়িয়া গেলেন এবং পরিবারবর্গের নিকটে পৌঁছিবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহর (স.) হাসি

عن أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاذهب قباء، يدخلَ على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما، فأطعمته ، وجلست تصلّي، فنام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم ثم استيقض وهُو يضحك ،فقالت : يا رسول الله ! مايضحكك؟ قال : أناس من امتى- وذكرالحديث -

হাদীস নং ২০৩ – আনাস বিন মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় আসিলে উম্মে হারামের গৃহে যাইতেন। উম্মে হারাম তাহাকে আহার করাইতেন। উম্মে হারাম ছিলেন উবাদা বিন সামেত (রাযিঃ)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকটে গেলেন। তিনি (যথারীতি) তাঁহাকে আহার করাইলেন অতঃপর বসিয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পর হাসিতে হাসিতে জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন হাসিতেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তি ------। অতঃপর পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন।

عن عبد الله بن عمرو، قال : غزوة في البحر أحب إلي من قنطار متقبلا –

হাদীস নং ২০৪ – আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমুদ্রের একটি অভিযান আমার নিকটে কবুলকৃত এক কিনত্বার[১] সম্পদ হইতেও উত্তম।

সামুদ্রিক অভিযানের ভয়াবহতা

عن ابن هبيرة أن معاوية رحمه الله كتب إلى عُمَّررضي الله عنه يستأذنه في ركوب البحر، ويخبره أنه ليس بينه وبين قبرسٍ في البحر

টীকা–১. এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রহিয়াছে যথা, আশিহাজার, একটি ষাড়ের চামড়া ভর্তি স্বর্ণ, প্রচুর, ইত্যাদি দেখুন আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার (৪/১৩৩) –অনুবাদক।

إلَامسيرة يومين، فإن رأى أميرالمؤمنين أن أغزوها، فيفتحها الله تبارك وتعالي على يديه ؟ فسأل عن أعرف الناس بركّوب البحر ؟ فقيل له : عمروبن العاص، كان يختلف فيه إلى الحبشة - فسأل عنه، فقال : ياأمير المؤمنين ،إن صاحبه منه بمنزلة دود على عود، إن ثبت يغرق، وإن يمل يغرق، فقال عمر رضي الله عنه والله ما كنت لأحمل أحدا من المسلمين على هذامابقيت -

হাদীস নং ২০৫ – ইবনে হুবাইরা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়াবিয়া (রাযিঃ) উমর (রাযিঃ)-এর নিকটে নৌ অভিযানের অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিলেন এবং জানাইলেন যে, তাহার এবং কুবরুস দ্বীপের মধ্যখানে সমুদ্র পথে মাত্র দুই দিনের দূরত্ব রহিয়াছে। আমীরুল মুমিনীন যদি সমীচীন মনে করেন যে, আমি সেখানে অভিযান পরিচালনা করি এবং আল্লাহ আমার হাতে উহাকে বিজিত করেন? উমর (রাযিঃ) পত্র পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সমুদ্র ভ্রমণে সর্বাধিক অভিজ্ঞ কে ? বলা হইল, আমর বিন আস। তিনি সমুদ্রপথে হাবাশায় আসা-যাওয়া করিতেন। উমর (রাযিঃ) তাহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! সমুদ্রে মানুষের উদাহরণ কাষ্ঠখণ্ডে ভাসমান পোকার ন্যায়।

স্থিরচিত্তে বসিয়া থাকিলেও ডুবিতে হইবে, অস্থির হইয়া গেলেও ডুবিতে হইবে। ইহা শুনিয়া উমর (রাযিঃ) বলিলেন, খোদার কসম! আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন পর্যন্ত একজন মুসলমানকেও ইহাতে উদ্বুদ্ধ করিব না।

ছয়টি জিনিষের পুরস্কার আটজন হুর

عن موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني رجل أن مولى لعبد الله بن عمروبن العاص أتى عبد اللّٰه بن عمروبن العاص، فقال إني أريد

غْزوالبحر، فأوصني - قال : عليك بالبر، لاتؤذي ، ولاتؤذي - قال : إني أردتّ البحر - قال عبد الله : إنْ حفظت ستا استوجبت ثمانيا من الحور العين ...لاتغل، ولا تخف غلولا ، ولا تؤذي جارا ولاذميا ، ولاتسب إماما ، ولاتفرن، وخف -

হাদীস নং ২০৬ - মুসা বিন আইয়ূ্যব গাফেক্বী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ)-এর একজন আযাদকৃত গোলাম তাহার নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি নৌপথে যুদ্ধাভিযানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, আমাকে কিছু অসীয়ত করুন। আব্দুল্লাহ বলিলেন, তুমি স্থলপথেই থাক। তুমি অন্যকে কষ্ট দিবে না নিজেও কষ্টে পতিত হইবে না। সে বলিল, আমি সমুদ্র অভিযানের সংকল্প করিয়াছি। আব্দুল্লাহ বলিলেন, যদি ছয়টি বিষয় স্মরণ রাখ তাহা হইলে আটজন 'হুরে ঈন' অবধারিত হইয়া যাইবে।

গনীমতের সম্পদ হইতে আত্মসাৎ করিবে না, কেহ আত্মসাৎ করিলে উহা গোপন করিবে না, কোন প্রতিবেশীকে এবং কোন যিম্মীকে কষ্ট দিবে না, কোন ইমামকে গালমন্দ করিবেনা, পলায়ন করিবে না এবং ভয় করিতে থাকিবে।

অধিক পছন্দনীয়

عن ابن عمر كان يقول : لأنْ أغْزو علي ناقة ذلول صموت أحب إلي من ركوب البحر-

হাদীস নং ২০৭ - ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন, আমি একটি অবলা বাধ্যগত উটে চড়িয়া যুদ্ধাভিযানে বাহির হইব ইহা আমার নিকটে সমুদ্র ভ্রমণ হইতে অধিক পছন্দনীয়।

রহমতের দু'আ

عن مُوسى بن علي بن رباح عن أبِيه أنّ رسُول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وسلّم كان يصلّي على الرّجل الّذي يراهُ يخدمُ أصحابَه -

হাদীস নং ২০৮ – মুসা বিন আলী বিন রাবাহ তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ব্যক্তিকে তাহার সঙ্গীদের খেদমত করিতে দেখিতেন তাহার জন্য রহমতের দু'আ করিতেন।

নেতাই খাদেম

عن زيد بن أسلَم عَنْ أَبيه أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰهُ عليه وسلّم قالَ : سيّدُ الْقَوْم خَادِمُهُم في السّفر -

হাদীস নং ২০৯ – যায়েদ বিন আসলাম হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গোত্রের প্রধান ব্যক্তি সফরে গোত্রের লোকদের খাদেম হইয়া থাকে।

তিনিই আমার খেদমত করিয়াছেন

عنْ مُجاهِدٍ يَقُوْلُ : صحِبتُ ابْن عُمر لأخْدمهُ، فكَانَ يَخْدِمُنِيَ -

হাদীস নং ২১০ – মুজাহিদ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের খিদমত করিবার জন্য তাহার সাহচর্য অবলম্বন করিয়াছি অথচ তিনিই আমার খিদমত করিতেন।

নিজের কাজ নিজে করিবে

عنْ عُمر بن الخطّاب رضي اللّٰهُ عنْهُ قال : تعلّمُواالْمهن،فإنْ احتاج الرّجُلُ إلى مهنته انْتفع بها - قال : وحدّثنا أشياخُنا أنْ

مُعاوِيَةَ بْـن أَبِـيْ سُفْـيَانَ كَانَ يَـقُـوْلُ : لِـيُرقِـعْ أحـدُكَم ثـوْبـهُ ولـيُصْـلِحْـهُ، فَإنَّهُ لاجديْدَ لِمَنْ لاَخَلَقَ لَهُ -

হাদীস নং ২১১ – উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাজকর্ম শিখ, অতঃপর যদি কেহ নিজের কাজ নিজে করিতে বাধ্য হও তাহা হইলে উহা তাহার কাজে লাগিবে। মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান বলিতেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজের কাপড়ে তালি লাগায় এবং উহাকে উপযোগী করে, কেননা যাহার পুরাতন নাই তাহার নতুনও নাই।

মেঘের ছায়া

عنْ حوْط بن رافع أنّ عَمْرَوبن عُتبـة كان يشـترطُ على أصحـابه أن يكُون خـادمـهُم - قـال : فـخَـرجَ فيَ الرّعي في يوم حـارٍ، فـأتـاهَ بـعْـضُ أصحَابـه، فإذاهُو بـالْـغمـامـة تُـظلّهُ، وهُو نـائمٌ فـقَال : أبشر يـا عمرُو! فَـأَخذ عَليـه عمرو ألاّيُـخبـر بـه -

হাদীস নং ২১২ – হাওত্ব বিন রাফে' হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আমর বিন উতবাহ তাহার সঙ্গীদের (ছাত্র) উপর এই শর্ত আরোপ করিতেন যে, তিনি তাহাদের খাদেম হইবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একদিন গরমের সময়ে পশু চরাইতে বাহির হইলেন এমতাবস্থায় তাহার একজন সঙ্গী তাহার নিকটে আসিল এবং দেখিল তিনি ঘুমাইয়া আছেন এবং একটি মেঘ খণ্ড তাহাকে ছায়া করিতেছে। সে তখন বলিল হে আমর! সুসংবাদ গ্রহণ করুন! তখন তিনি তাহার নিকট হইতে এই অঙ্গিকার লইলেন যে, সে ইহা কাহাকেও জানাইবে না।

যে সঙ্গীদের খেদমত করে

عنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عمرو، قال : من خدم أصحابَهُ فيْ سبيْل الله عزّوجلّ، فـضَل عـلى كـلّ إنـسانِ منهـم بقيْراط من الأجْر -

হাদীস নং ২১৩ – আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তাহার সঙ্গীদের খিদমত করে তাহাকে প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে এক কীরাত[১] সওয়াব অধিক প্রদান করা হয়।

অপূর্ব তিনটি শর্ত

عَنْ بِلال بْن سعْدٍ عمّنْ رأى عامِر بْنَ عبْدِ قَيْسٍ بِأرْضِ الرّوم عَلى بَغْلَةٍ يرْكَبُها عقبَةَ، وحَمَلَ الْمُهَاجِرِيْنَ عَقِبَهُ – وَقَال بِلاَلُ بْنُ سَعْدٍ : وَكَانَ إذَافصلَ غازيا وقف يَتَوَسّمُ الرّفَاق . فَإذَارأى رفْقةً توَافِقُهُ، قَالَ : يَاهٰؤُلاَء ! إنّيْ أُرِيدُ أنْ أصحبكُمْ على أنْ تُعْطُونِيْ مِنْ أَنْفسِكُمْ ثلاَثَ خِصالٍ – فيقُولُون : ماهي ؟قال أكُوْنُ لَكُمْ خَادما، لاَيُنَازِعُنِى أَحَدُمِنْكُمْ الخدْمة، وأكُونُ مُؤذِّنالاَ يُنازِعُنِيْ أحدُمنْكُمْ الأذَانَ، وَأُنْفِقُ فِيْكُمْ بِقَدْرِ طاقتِيْ – فإذا قالُوا نَعم ،إنْضَمّ اليهم، فإنْ نازَعهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ شيْئًا مِنْ ذَالِك، رحل عنْهُمْ إلى غيرهم –

হাদীস নং ২১৪ – বিলাল বিন সা'দ এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যিনি আমের বিন আব্দে কায়সকে রোমের ভূমিতে একটি খচ্চরের পিঠে সওয়ার দেখিয়াছেন। তিনি উহাতে পালাক্রমে আরোহণ করিতেন এবং মুহাজিরগণকে পালাক্রমে আরোহণ করাইতেন। বিলাল বিন সা'দ বলেন, তিনি যখন কোন অভিযানে বাহির হইতেন তখন ছোট ছোট উপদলসমূহকে লক্ষ্য করিতেন। কোন দল তাহার পছন্দ হইলে তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, ওহে! আমি তোমাদের সহিত শামিল হইতে চাই যদি তোমরা আমার তিনটি শর্তে সম্মত হও। তাহারা বলিত, শর্তগুলো কি কি? তিনি বলিতেন, আমি তোমাদের খাদেম হইব অতএব তোমাদের কেহ

টীকা–১. ইহার অর্থ ১৮৮ নং হাদীসের টিকায় উল্লেখিত হইয়াছে। অনুবাদক

আমার সাথে খেদমতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের মুয়াযি্যন হইব অতএব তোমাদের কেহ আযানের ব্যাপারে আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না এবং আমি আমার সাধ্যানুসারে তোমাদের জন্য খরচ করিব। যদি তাহারা এইসব শর্তে সম্মত হইত তাহা হইলে তিনি তাহাদের সহিত শামিল হইয়া যাইতেন। আর যদি কেহ এইসব বিষয়ের কোন একটিতে আপত্তি করিত তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য দল তালাশ করিতেন।

সফর সঙ্গী হওয়ার শর্ত

عن سَالم قال : كان عبد الله بنْ عُمر يشترطُ على الرّجل إذاسافر معهُ على أنْ لايُسافر معهَ بجلاّله، ولايُنازعُهُ في الأذان ولاالذّبيحة -

হাদীস নং ২১৫ – সালেম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমরের সহিত কেহ সফর করিলে তিনি তাহার উপর এই শর্ত আরোপ করিতেন যে, সে তাহার সহিত কোন নাপাক ভক্ষনকারী পশু লইতে পারিবেনা এবং যবেহের পশু ও আযানের ব্যাপারে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।

খেদমত নফল ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম

عنْ أبي قلابة أنّ النّبيّ صَلّى اللّهُ عليْه وسلّم كَانَ يُرَافقُ أَصْحابَهُ في السَّفر رِفْقا، فجعلتْ رفْقَةٌ منْهم يهرفُون برجَلٍ منْهَم، قالوا: يارَسُولَ الله – مارَأينا مثلَه – إنْ نزل فصلاةٌ، وإنْ ارتحلنَا فَقِراءةٌ وصِيامٌ لاَيفْطر – فقَال رَسُولَ اللهِ صلّى اللّهَ عليْه وسلّم : منْ كان يكْفيه كذا؟ قالوا: نَحْنَ – قال : كُلّكم خيرٌ منه –

হাদীস নং ২১৬ – আবু কিলাবাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে তাহার সাহাবীগণকে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া দিতেন। এমনই একটি দল তাহাদের এক ব্যক্তির ব্যাপারে উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাহার মত আর দেখি নাই, কোন স্থানে যাত্রা বিরতি হইলে নামায এবং ভ্রমণকালে তিলাওয়াত ও বিরামহীন রোযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার অমুক কাজ কে করিয়া দিত? তাহারা বলিলেন, আমরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে উহার চেয়ে উত্তম।

খাদেমরূপে মৃত্যুবরণ করিবে

عنْ رجاء بن حيوة أنَّ سَلْمان قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : أَوْصِنَا؟ قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْت حَاجًّاأَوْ مُعْتَمِرًاأَوْ غَازِيًاأَوفِي نقلِ الْغُزَاةِ فَلْيَفْعَلْ . ولايَمُوْتَنَّ تَاجِرًا وَلَاجَابِيًا –

হাদীস নং ২১৭– রজা বিন হাইওয়াহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমানকে তাহার সঙ্গীগণ বলিলেন, আমাদিগকে অসীয়্যত করুন। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার এই সামর্থ আছে যে সে হজ্জকারী, ওমরাকারী, যুদ্ধাভিযাত্রি বা যোদ্ধাদের মালামাল বহনকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করিবে সে যেন তাই করে এবং যেন কখনো ব্যবসায়ীরূপে বা খারাজ উসূলকারীরূপে মৃত্যুবরণ না করে।

আল্লাহর নিকট সেই সর্বোত্তম যে তার সঙ্গীর জন্য সর্বোত্তম

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِه، وَخَيْرُالْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرُهُمْ لِجَارِه –

হাদীস নং ২১৮ – আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম সে যে তাহার সঙ্গীর পক্ষে সর্বোত্তম এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম সে যে তাহার প্রতিবেশীর পক্ষে সর্বোত্তম।

আখেরাতের ভাবনা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ : لَخَيْرٌ أَعْمَلُهُ الْيَوم أَحبُّ إِلَيَّ مِنْ مِثْلَيْه فِيْمَامضى، لِأَنَّاكُنَّامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وسلَّم وهِمَّتُنا الْأخِرَةُ، وَلَاتُهِمُّنَا الدُّنْيَا، وَأَمَّاالْيَوْمَ قَدْمَالَتْ بِنَا الدُّنْيا –

হাদীস নং ২১৯ – আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন, আজ আমি একটি ভালো কাজ করিব ইহা আমার নিকটে গতদিনের দ্বিগুণ হইতে অধিক পছন্দনীয়। খোদার কসম! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম তখন আমাদের ভাবনার বিষয় ছিল আখেরাত, দুনিয়া আমাদিগকে চিন্তিত করিতনা এবং আজ আমাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়া আমাদিগকে ঝুকাইয়া ফেলিয়াছে।

অধপতনকালে যাহারা সৎ থাকে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَر يَقُوْلُ : طُوبى لِلْغُرَبَاء اَلَّذِيْنَ هُمْ صَالِحُوْنَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ –

হাদীস নং ২২০ – আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, কল্যাণ ঐসব পরিচয়হীন লোকদের জন্য যাহারা মানুষের অধঃপতনের কালে সৎকর্মপরায়ণ থাকে।

عـن أَبِـي بـكْـرِالـصّـدّيْـق يـقُـوْلُ : إِنَّ دَعْـوَةَ اْلأَخِ فِـي الـلّٰـه عَـزّوَجَـلّ مُـسْـتَـجَـابَـةٌ -

হাদীস নং ২২১ – আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুহব্বত রাখে এমন ভাইয়ের দু'আ কবুল হইয়া থাকে।

পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগী বৈ নয়!

عن زَيْد بْن أسْلَم يذْكُرُ عنْ أَبِيْه، قالَ : بلَغَ عُمَربْن اْلخطّاب رضي اللّهُ عنْهُ أنَّ أباعُبَيْدة حُصربالشّام، وتألَّبَ علَيْهِ الْعَدُوّ، فَكتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : سلاَمٌ -أمَّا بعْدُ، فإنّه مانَزَلَ بِعَبْدِ مُؤمِنٍ منْ منْزِلَة شِدّةٍ إلاَّ جَعَلَ اللّهُ عَزّوَجَلّ بَعْدَها فرَجًا، ولَأنْ لايَغْلبَ عُسْرٌيُسْرينِ (يٰاأَيُّهَاالّذِيْنَ أمَنُوْااصْبِرُوْا وصَابِرُوْا وَرَابِطُوْاوَاتّقُوْااللّه لَعَلّكُمْ تفْلحُوْنَ) قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ أبُوْعُبَيْدَةَ : سَلاَمٌ -أمّا بَعْدُ، فَإنّ اللّهَ عَزّوَجَلّ يُقَوْلُ فِيْ كِتَابِه (اِعْلَمُوْا أنّمَاالْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ....إلى مَتَاعُ الْغُرُوْرِ) قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِه مِنْ مَكَانِه، فَقَعَدَعَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَرَأهُ عَلَى أهْلِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ : يٰاأهْلَ الْمَدِيْنَةَ ! إنّمَا يُعَرِّضُ بِكُمْ أبُوْعُبَيْدَةَ،أوْأنِ ارْغَبُوْا فِيْ الْجِهَادِ -

হাদীস নং ২২২ – যায়েদ বিন আসলাম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, উমর বিন খাত্তাবের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, আবু উবাইদা শামে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং দুশমন তাহার চারপাশে একত্রিত হইয়া গিয়াছে, তখন উমর তাহার নিকট পত্র লিখিলেন, "সালাম! পরসমাচার হইল, মুমিন বান্দার সামনে যখনই কোন কঠিন অবস্থা উপস্থিত হয়, ইহার পরই আল্লাহতায়ালা তাহাকে প্রশস্ততা দান

করেন এবং নিঃসন্দেহে দুইটি সুখের তুলনায় একটি দুঃখ ভারী হইতে পারে না। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর, ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার" (আলে ইমরান,২০০)

বর্ণনাকারী বলেন, আবু উবাইদা ইহার উত্তরে লিখিলেন, "সালাম! পরসমাচার এই যে, আল্লাহতায়ালা তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন

"তোমরা জানিয়া রাখ পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন, প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়। (হাদীদ, ২০)

বর্ণনাকারী বলেন, উমর এই পত্রটি লইয়া তাহার স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিম্বরে বসিয়া মদীনাবাসীকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন অতঃপর বলিলেন, হে মদীনাবাসী! আবু উবাইদা তোমাদিগকে খোঁচা দিতেছেন, যদি না তোমরা জিহাদের ব্যাপারে আগ্রহী হও।

নয়টি তরবারী ভাঙ্গিয়া গেল

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَبْنَ الْوَلِيْدِ يُخْبِرُ الْقَوْمِ بِالْحِيْرَةِ، يَقُوْلُ : لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ يَوْمَ مُؤْتَةَ اِنْدَقَّ بِيَدِيْ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَصرت فِيْ يَدِيْ صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ -

হাদীস নং ২২৩ – ক্বায়স বিন আবী হাযেম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'হিরা' নামক স্থানে খালেদ বিন ওয়ালিদকে বলিতে শুনিয়াছি,

তিনি লোকদিগকে বলিতেছিলেন, আমি মুতার যুদ্ধের দিন দেখিয়াছি যে, আমার হাতে নয়টি তরবারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবশেষে আমার হাতে একটি ইয়ামানী চওড়া তরবারী বাকী রহিয়াছিল।

একটি তীরে জান্নাতে একটি মর্তবা লাভ হইবে

عَنْ أَبِي نَجِيْحِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : حَاصَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَالطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فَبَلَغَهُ ،فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ - قَالَ رَجُلٌ : يَانَبِيَّ اللّٰهِ ! إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغْتُ، فَلِيْ دَرَجَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ- قَالَ : فَرَمٰى، فَبَلَغَ - قَالَ : فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا-

হাদীস নং ২২৪ – আবু নাজীহ আস্‌সুলানী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ত্বায়েফের দূর্গ অবরোধে শরীক ছিলাম। তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিলাম, যে ব্যক্তি একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যে বিদ্ধ করিবে তাহার জন্য জান্নাতে একটি মর্তবা (মর্যাদা) হইবে। এক ব্যক্তি বলিলেন, আয় আল্লাহর নবী! আমি যদি একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্যে বিদ্ধ করি তাহা হইলে কি আমার জন্যও একটি মর্তবা হইবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তীর নিক্ষেপ করিল এবং লক্ষ্যে বিদ্ধ করিল। তিনি বলেন, সেইদিন আমি ষোলটি তীর নিশানায় পৌঁছাইয়াছি।

মুজাহিদের বার্ধক্য

عَنْ أَبِيْ نَجِيْحِ السُّلَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلّم يَقُوْلُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হাদীস নং ২২৫ – আবু নাজীহ আস্‌সুলামী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর তায়ালার পথে বার্ধক্যে উপনীত হয় কিয়ামতের দিনে উহা তাহার জন্য আলো হইবে।

মুসলমানদের আযাদ করার ফযীলত

عَنْ أَبِيْ نَجِيْحٍ السَّلَمِيِّ - قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِم أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عظْم مِنْ عِظَامِه عظْمًا مِنْ عِظَام مُحَرَّرِه مِنَ النَّارِ،وَأَيُّمَاامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا (عَظْمًا) مِنْ عِظَام مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ-

হাদীস নং ২২৬ – আবু নাজীহ আস্‌সুলামী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন মুসলমান পুরুষ অপর কোন মুসলমান পুরুষকে আযাদ করে তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতিটি হাড্ডির জন্য আযাদকৃত ব্যক্তির প্রতিটি হাড্ডিকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিবার অসীলা বানাইবেন এবং যদি কোন মুসলমান মহিলা অপর কোন মুসলমান মহিলাকে আযাদ করে তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতিটি হাড্ডির জন্য আযাদকৃত মহিলার প্রতিটি হাড্ডিকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিবার অসীলা বানাইবেন।

তিনটি ফযীলতপূর্ণ বিষয়

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْلَا ثَلَاثٌ، لَوْلَا أَنْ أَسِيْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، أَوْيَغْبَرَّ جَبِيْنِيْ فِيْ السُّجُوْدِ، أَوْ أُقَاعِدَ قَوْمًا يَنْتَقُوْنَ طِيْبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِيْ طِيْبَ الثَّمَرِ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ لَحِقْتُ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ-

হাদীস নং ২২৭ – উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি তিনটি বিষয় না হইত, যদি আল্লাহর পথে ভ্রমণ না হইত বা সিজদায় কপাল ধূলি ধূসরিত করিবার সূযোগ না থাকিত বা এমন লোকদের সহিত বসিবার সুযোগ না থাকিত যাহারা পরিপক্ক ফলের ন্যায় উত্তম কথাকে বাছিয়া নেয় তাহা হইলে আমি আল্লাহতায়ালার সহিত মিলিত হওয়াই পছন্দ করিতাম।

আল্লাহর পথে ভ্রমনের মূল্য

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : أُغْمِي عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الصَّدْرِالْأَوَّلِ- فَبَكٰى، فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَقَالُوْا لَهُ : إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ رَحِيْمٌ، إِنَّهُ غَفُوْرٌ - وَإِنَّهُ ...... فَقَالَ : أَمَا وَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ شَيْئًا أَبْكِيْ عَلَيْهِ إِلَّاثَلَاثَ خِصَالٍ ظَمَأْهَاجِرَةٍ فِيْ يَوْمٍ بَعِيْدٍ مَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ . أَوْ لَيْلَةٌ يَبِيْتُ الرَّجُلَ يَرُوْحُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، أَوْ غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

হাদীস নং ২২৮ – হাসান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম যুগের এক ব্যক্তি (মৃত্যুকালে) বেহুশ হইয়া পড়িয়াছিলেন অতঃপর হুঁশে আসিলে জার জার হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকেরা তাহাকে সান্তনা দিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালা অতীব দয়ালু, তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, তিনি..........। ব্যক্তিটি বলিলেন, শোন! আমি এমন কোন জিনিষ ছাড়িয়া যাইতেছিনা যাহার জন্য ক্রন্দন করিব, তবে তিনটি বিষয়, দূরবর্তী প্রান্ত বিশিষ্ট দিনে দ্বিপ্রহরের পানির পিপাসা বা ঐ রজনী যাহাতে ব্যক্তি তাহার পার্শ্বদ্বয় ও পদদ্বয়ের মধ্যখানে আসা যাওয়া করে বা আল্লাহর পথে দিনের প্রথমাংশের ভ্রমণ বা দিনের শেষাংশের ভ্রমণ।

আল্লাহর পথের অর্ধদিনের ফযীলত

عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وسعِيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ -

হাদীস নং ২২৯ – হাইওয়াহ বিন শুরাইহ ও সায়ীদ বিন আবী আইয়্যুব আনসারী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে দিনের প্রথমার্ধের ভ্রমণ বা দিনের শেষার্ধের ভ্রমণ ঐ সকল কিছু হইতে উত্তম যাহার উপর সূর্য উদিত হইয়াছে এবং অস্ত গিয়াছে।

পঞ্চাশটি হজ্জের চেয়ে উত্তম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ : لَسُفْرَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِيْنَ حَجَّةً -

হাদীস নং ২৩০ – ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর পথের একটি ভ্রমণ পঞ্চাশটি হজ্জ্ব হইতেও উত্তম।

একটি চাবুক দানের ফযীলত

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِيْ إِثْرِ حَجَّةٍ -

হাদীস নং ২৩১ – ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর পথে একটি চাবুক দান করিয়া সাহায্য করিব ইহা আমার নিকটে পরপর দুইটি হজ্জ্ব করার চেয়েও উত্তম।

যাহার জিহাদ ব্যর্থ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ ذَالِكَ النَّاسُ . فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ، عُدْ إِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ - فَقَالَ الرَّجُلُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ، وَهُو يَبْتَغِيْ مِن عَرَضِ الدُّنْيَا - فَقَالَ : لَاأَجْرَلَهُ - فَأَعْظَمَ ذَالِكَ النَّاس، فَقَالُوْالِلرَّجُلِ : عُدْ إِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ : رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَاد فِيْ سبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوجَلَّ، وَهُوَ يَبْتَغِيْ عرضَ الدُّنْيَا - قَالَ:لَاأَجْرَلَهُ -

হাদীস নং ২৩২– আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু সম্পদের আশায় আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে চায় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কোন বিনিময় পাইবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্য মানুষের নিকটে কঠিন বোধ হইল তাহারা লোকটিকে বলিল, তুমি পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যাও সম্ভবত তুমি বুঝিতে পার নাই। লোকটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু সম্পদের আশায় আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে চায় (তাহার কি হইবে) ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কোন বিনিময় পাইবে না। মানুষের নিকটে ইহা কঠিন বোধ হইল, তাহারা পুনরায় লোকটিকে বলিল, তুমি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যাও, সে আসিয়া তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, এক ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদের আশায় আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে চায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কোন বিনিময় পাইবে না।

আল্লাহর পথে জিহাদে বাহির হও

عَنْ مَكْحُوْلٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَتُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ قَالُوْا: بَلٰى - قَالَ : فَاغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

হাদীস নং ২৩৩ – মাকহুল হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কি ইহা পছন্দ নহে যে, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং জান্নাতে দাখিল করিবেন? তাহারা বলিলেন, অবশ্যই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে আল্লাহর পথে যুদ্ধাভিযানে বাহির হও।

জিহাদ ও কুরবানী কর

عَنْ مَكْحُوْلٍ ،قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُغْزُوْا ، فَضَحُّوْا ـ

হাদীস নং ২৩৪ – মাকহুল হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যুদ্ধাভিযানে বাহির হও অতঃপর কুরবানী কর।

আশিটি হজ্জ হইতে উত্তম

عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ غَنَمِ الْأَسْعَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَجَّةٌ قَبْلَ غَزْوَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِغَزْوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ بَعْدَ حَجَّةٍ خَيْرٌ مِنْ ثَمَانِيْنَ حَجَّةً -

হাদীস নং ২৩৫ – আব্দুর রহমান বিন গানাম আল আসআদী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধাভিযানের পূর্বের একটি হজ্জ দশটি অভিযান হইতে উত্তম এবং হজ্জের পরের যুদ্ধাভিযান আশিটি হজ্জ হইতেও উত্তম।

জান্নাতের দরওয়াজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে

عَنْ أَبِيْ بكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ- فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ يَاأَبَامُوْسٰى ! أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلىّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُوْلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ - قَالَ: فَجَاءَ إِلٰى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَضٰى بِسَيْفِهٖ قدَمًا، يَضْرِبُ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ -

হাদীস নং ২৩৬ – আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়স হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দুশমনের সম্মুখে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। ইহা শুনিয়া মলিন বেশের এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তুমিই কি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন তাহার সঙ্গীদের নিকট গিয়া সালাম জানাইল অতঃপর তাহার তরবারীর খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল এবং খোলা তরবারী লইয়া আঘাত হানিতে হানিতে অগ্রসর হইল, অবশেষে নিহত হইল।

অতঃপর তরবারীর নীচে লুটিয়া পড়িল

عنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ : بَيْنَا أَبُوْمُوْسٰى الْأَشْعَرِيُّ مَصَافَّ الْعَدُوِّ بِإِصْبَهَانَ، إِذْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوف - فَقَامَ شَابٌّ قَدْ ...... فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتَ يَاأَبَامُوْسٰى ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيْثَ، فَالْتَفَتَ الشَّابُّ إِلىٰ أَصْحَابِهِ ، فَسَلَّمَ علَيْهِمْ ، ثُمَّ دَخَلَ تَحْتَهَا ، أَيْ تَحْتَ السُّيُوْفِ -

হাদীস নং ২৩৭ – আবু ইমরান আল জাওনী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুসা আশআরী ইস্পাহানে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান করিতেছিলেন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, “নিঃসন্দেহে জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারীর ছায়াতলে” তখন ইহা শুনিয়া এক যুবক দাঁড়াইল........এবং বলিল, কি বলিলেন, হে আবু মুসা? তিনি তাহার সামনে হাদীসটি পুনরাবৃত্তি করিলেন। যুবকটি তখন তাহার সঙ্গীদের পানে তাকাইল এবং তাহাদিগকে সালাম জানাইল অতঃপর তরবারীসমূহের (উম্মত্ত ঢেউয়ের) নীচে ঢুকিয়া পড়িল।

যুদ্ধের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) قَالَ : ذَالِكَ يَوْمَ بَدْرٍ -

হাদীস নং ২৩৮ – ইবনে আ'উন হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি না'ফেকে আল্লাহতায়ালার বাণী–

সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সেতো আল্লাহর বিরাগভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নামে আর উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল”।
(আনফাল, আয়াত ঃ ১৬)

সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন, উহা বদরের যুদ্ধের কথা।

আশ্রয়ের জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা

عَنِ الْحسنِ (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) {قَالَ ذالك يَوْمُ بَدْرٍ} فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيَنْحَازُ إِلَى فِئَةٍ أَوْ مِصْرٍ -

হাদীস নং ২৩৯ – হাসান হইতে বর্ণিত–

'এবং যে ব্যক্তি সেইদিন তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে'

এই আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলিয়াছেন, ইহা বদরের দিনের কথা। আজ কোন দলে স্থান লইবার জন্যও প্রস্থান হইতে পারে বা কোন শহরে আশ্রয় নিবার জন্যও প্রস্থান হইতে পারে।

আমি তাহার জন্য আশ্রয়স্থল হইতাম

عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عُمَر بْنَ الْخطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَبَرُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِئَةً لَوْانْحَازَ إِلَيَّ-

হাদীস নং ২৪০ – মুহাম্মাদ বিন সীরীন হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর বিন খাত্তাবের নিকটে আবু উবাইদ এর সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন, যদি সে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করিত তাহা হইলে আমি তাহার জন্য ফিআ' (মুজাহিদ বাহিনীর আশ্রয়স্থল) সাব্যস্ত হইতাম।

আমার নিকট প্রত্যবর্তন করতে পারো

عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ ،قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبُوْعُبَيْدٍ قَالَ : جَاءَ الْخَبَرُ عُمَرَ، قَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسَ، أَنَا فِئَتكُمْ -

হাদীস নং ২৪১ – আবু উসমান হইতে বর্ণিত, যখন আবু উবাইদ নিহত হইলেন এবং এই সংবাদ উমরের নিকটে পৌঁছিল তখন উমর বলিলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ফিআ'। (তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আমার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিতে পার)

তাহাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أُنَاسًا صَبَرُوْا حَتّٰى قُتِلُوْا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ، لَوْفَاؤُوْا إِلَيَّ . لَكُنْتُم لَهُمْ فِئَةً -

হাদীস নং ২৪২ – ইবরাহীম হইতে বর্ণিত , তিনি বলিয়াছেন, কিছু মানুষ দৃঢ়পদ থাকিয়া নিহত হইলেন, তখন উমর বলিলেন, তাহাদের উপর

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যদি তাহারা আমার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের জন্য 'ফিআ'*১ হইতাম।

তিনজনের মুকাবিলা হইতে পলায়নকারী পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী নয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ (إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ)إِلىٰ اٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ
قَالَ إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِن ثَلَاثَةٍ، لَمْ يَفِرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ، فَقَدْ فَرَّ-

হাদীস নং ২৪৩ – আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করিলেন,

"তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদের মধ্যে একশতজন থাকিলে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশতজনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকিলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন। (আনফাল, আয়াতঃ ৬৫,৬৬)

অতঃপর বলিলেন, যদি কোন ব্যক্তি তিনজনের মুকাবিলা হইতে পলায়ন করে তাহা হইলে সে পলায়ন করে নাই আর যদি দুই জনের মুকাবেলা হইতে পলায়ন করে তাহা হইলে সে পলায়ন করিল।

রহিত আয়াত

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ عطَاءَ بْنَ أَبِي رباحٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ
(وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) قَالَ: هٰذِهِ مَنْسُوْخَةٌ بِالْأيَةِ الَّتِي فِيْ الْأَنْفَالِ (الْأٰن

টীকা– ১. সূরাহ কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গৃহিত–

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله

যে কেহ সেই দিন তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে যদি না তা লড়াইয়ের পুণঃ প্রস্তুতিকল্পে বা মূল বাহিনীতে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয় তবে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হইবে।" অতএব, হযরত উমর (রাযিঃ) এর বাণীটির অর্থ দাড়াচ্ছে " তারা আমার নিকটে প্রত্যবর্তন করলে তা তাদের জন্য বৈধ হত এবং কুরআন প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার হত।" –অনুবাদক

خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِأتَيْنِ قَال : فَلَيْسَ لِقَوْمٍ أَنْ يَفِرُّوابِمِثْلَيْهِمْ - نسخت هٰذِهِ الْأٰيَةُ هٰذِهِ الْعُدَّةَ ـ

হাদীস নং ২৪৪ – ক্বায়স ইবনে সাঈদ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আতা বিন আবী রাবাহকে আল্লাহতায়ালার বানী–

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ

"যে কেহ সেই দিন তাহাদিগকে পৃষ্টপ্রদর্শন করিবে যদি না তারা লড়াইয়ের পুণঃ প্রস্তুতি কল্পে বা মূল বাহিনীতে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্য হয় তবে ।"

সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, ইহা সূরায়ে আনফালের আয়াত –

اَلْأٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وعلم أَنّ فِيْكُمْ ضعفًا،فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْامِأَتَيْنِ ـ

[আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দূর্বলতা আছে সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। (আনফাল আয়াত ঃ ৬৬)]

(উপরোক্ত আয়াত) দ্বারা মানসুখ হইয়া গিয়াছে, এখন কোন দলের জন্য তাহাদের দ্বীগুন সংখ্যকের মোকাবেলায় (কোন উদ্দেশ্যই) পলায়ন করার অবকাশ নেই। এই আয়াত এই সংখ্যাকে মানসূখ করিয়াছে।

ধৈর্য ক্ষমতাও হ্রাস হইলো

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،قَالَ : نَزَلَتْ (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْامِائَتَيْنِ) ، فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ

وَاحِدٌ مِنْ عشرَةٍ - قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ التَّخْفِيْفُ، فقَالَ : (اَلْآنَ خففَ اللّٰهُ عَنْكُمْ، وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يكُنْ منكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوْامائتَيْن) قَالَ : فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعُدَّةِ، نَقَصَ من الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ-

হাদীস নং ২৪৫ – ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই আয়াত إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِأتَيْنِ [তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশতজনের উপর বিজয়ী হইবে। (আনফাল,আয়াত ঃ ৬৬)]

অবতীর্ণ হইলে তাহা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হইল যেহেতু তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দশজনের মোকাবেলা পর্যন্ত পলায়ন করাকে হারাম করা হইয়াছে, তিনি বলেন, অতঃপর বিধান সহজ করা হইল। আল্লাহ বলিলেন,

اَلْأٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِأَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِأتَيْنِ -

[আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। (আনফাল, ৬৬)]

তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা যখন (শত্রুর) সংখ্যা হ্রাস করিলেন তখন ধৈর্যধারনের গুরুভারও তদনুপাতে লাঘব হইল।

ধৈর্যও হ্রাস

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي شُرْبٍ أَصَابَ حَدًّا، فَلَمْ يُقَمْ عليه بَيْنَهُمْ ذالِكَ الْحَدُّ، ثُمَّ بَدَالَهُ لِيُقِيْمَهُ عَلَيْهِ، فَامْتَنَعَ عليه ' فَبعثَ النَّبِي الْجُنُوْدَ،

فَهُزِمَتْ جُنُوْدُهُ، فَقَالَ : يَارَبِّ ! أَبْعَثُ الْجُنُوْدَ إِلٰى رَجُلٍ اِمْتَنَعَ مِنْ حَدٍّ هَزَمَ جُنُوْدِيْ! فَقَالَ : إِنَّكَ أَخَّرْتَ : وَلٰكِنْ ابْعَثْ الْأَنَ، لَأُقِيْمَهُ عَلَيْهِ، فَسَتَنْصَرَ - أَوْ نَحْوَ هٰذَا .

হাদীস নং ২৪৬ – হাসান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মদ্য পান করিয়া হদের উপযুক্ত হইল। অথচ তাহার উপর "হদ" (শাস্তি) কার্যকর করা হইল না। কিছুকাল পরে তাহা কার্যকর করিয়া সিদ্ধান্ত হইলে সে ইহাতে বাধাপ্রদান করিল, তখন নবী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। সেনা বাহিনী পরাভূত হইল। তখন তিনি ফরিয়াদ করিলেন, হে আমার পালনকর্তা ! এক ব্যক্তি হদ কার্যকর করিতে বাঁধা প্রদান করিয়াছে এবং আমি তাহা কার্যকর করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছি অথচ তুমি আমার সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিতেছ। আল্লাহ বলিলেন, তুমি দেরী করিয়া ফেলিয়াছ। তবে এখন সৈন্য প্রেরণ কর তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। অথবা এইরূপ বলিলেন।

بَـابٌ فِـيْ صَـلاَةِ الْـخَـوْفِ

ভীতির সময়কার নামায

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ،قَالَ : صَلاَةُ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُوْمُ الْإِمَامُ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، تَكُوْنُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَيَكُوْنُوْامَكَانَ أَصْحَابِهِمْ الَّذِيْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَتَقُوْمُ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا، فَيُصَلُّوْامَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، وَتُصَلِّيْ الطَّائِفَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ سَجْدَةً - كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَالِكَ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا -

হাদীস নং ২৪৭ – নাফে' হযরত আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ভীতির নামায হইল, ইমামের সহিত একদল মানুষ দন্ডায়মান হইবে অপর দল শত্রুর মুকাবেলায় থাকিবে। ইমাম ও তাহার সঙ্গীগণ এক রাকাআত পড়িবেন, অতঃপর যাহারা এক রাকাআত পড়িলেন তাহারা– শত্রুর মুকাবেলায় দন্ডায়মান তাহাদের সঙ্গী দলটির স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং তাহারা আসিয়া ইমামের সহিত এক রাকাআত পড়িবেন। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরাইবেন এবং প্রত্যেক দল নিজেরা এক এক রাকাআত আদায় করিয়া নিবে।

আব্দুল্লাহ বলিতেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোন (এক) যুদ্ধে যখন এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন এই নিয়মে (নামায) পড়িয়াছিলেন।

সালাতুল খওফের আরেক নিয়ম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدٰى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالْأُخْرٰى مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ صَلَّتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، وَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ،وَانْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الْأُوْلٰى الَّتِيْ كَانَتْ مُقْبِلَةً عَلَى الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرٰى ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَامَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ -

হাদীস নং ২৪৮ – ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদলকে লইয়া এক রাকাআত পড়িলেন অপর দল দুশমনের মোকাবেলায় দন্ডায়মান ছিল, অতঃপর যাহারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক রাকাআত পড়িয়াছেন তাহারা তাহাদের সঙ্গী দলের স্থান অধিকার করিয়া দুশমনের মোকাবেলায় দন্ডায়মান হইলেন এবং যাহারা দুশমনের মোকাবেলায় ছিলেন তাহারা আসিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে নিয়া দ্বিতীয় রাকাআত পড়িলেন ও সালাম ফিরাইলেন অতঃপর প্রত্যেক দল নিজেদের অবশিষ্ট রাকাআতটি পড়িয়া লইলেন।

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ : لَا أَرٰى عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَه إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হাদীস নং ২৪৯ – মালেক বিন সালাম "সালাতুল খাওফের" ব্যাপারে নাফে হইতে বর্ণনা করেন, নাফে' বলেন, আমার ধারনা আব্দুল্লাহ ইহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেই বর্ননা করিয়াছেন।

সালাতুল খওফের প্রশিক্ষণ

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِإِصْبَهَانِ صَفَّ أَصْحَابَهُ صَفَّيْنِ ،وَمَا بِهِمْ يَوْمَئِذٍ كَبِيْرُ خَوْفٍ، وَلٰكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ، فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وَطَائِفَةٌ مَعَهَا السِّلاَحُ مُقْبِلَةٌ عَلٰى عَدُوِّهِمْ، فَتَأَخَّرُوا عَلٰى أَعْقَابِهِمْ حَتّٰى قَامُوْا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَأَقْبَلَ الآخَرُوْنَ يَتَخَلَّلُوْنَ، حَتّٰي صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرٰى، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، فَصَلَّوْا رَكْعَةً رَكْعَةً فُرَادٰى -وَلَمْ يَكُنْ فِيْ الْحَدِيْثِ فُرَادٰى -فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فِيْ الْجَمَاعَةِ، وَلِلنَّاسِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ، فِيْ الْجَمَاعَةِ -

হাদীস নং ২৫০ – আবুল আলিয়াহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে দুই সারিতে বিভক্ত করিলেন, তিনি তখন ইসপাহানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাহাদের সামনে তেমন ভীতিকর পরিস্থিতি ছিলনা কিন্তু তিনি চাইলেন তাহাদিগকে তাহাদের দ্বীনের বিধান শিক্ষা দিবেন। তিনি এক দলকে নিয়া এক রাকাআত পড়িলেন অপর দল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলায় রহিলেন। অতঃপর প্রথম দল উল্টা পায়ে পিছনে সরিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গী দলের স্থানে দন্ডায়মান হইলেন এবং অপর দল অগ্রসর হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিয়া দ্বিতীয় রাকাআত পড়িলেন এবং সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর তাহার মুকতাদীগণ দাঁড়াইয়া এক রাকাত করিয়া একাকী আদায় করিলেন।

–হাদীসে "একাকী" শব্দটি ছিলনা–। অতএব ইমামের পূর্ণ দুই রাকাআত এবং অন্যান্য লোকদের এক রাকাআত করিয়া জামা'আতের সহিত হইল।

আমরা হাম্মাদের মতকেই অবলম্বন করি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَّ خَلْفَهُ صَفًّا ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ،وَهُمْ فِيْ صَلَاةٍ كُلُّهُمْ، فَكَبَّرَوَكَبَّرُوْاجَمِيْعًا ، فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ إِلٰى مَصَافِّ أُوْلٰئِكَ، وَجَاءَ أُوْلٰئِكَ، فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى الَّذِيْنَ خَلْفَهُ مَكَانَهُمْ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوْا إِلٰى مَصَافِّ أُوْلٰئِكَ، وَجَاءَ أُوْلٰئِكَ، فَقَضَوْاالرَّكْعَةَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ : وَنَأْخُذُ بِقَوْلِ حَمَّادٍ ،يَقْضِيْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ -

হাদীস নং ২৫১ – আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন, তাঁহার পিছনে একটি কাতার করিলেন এবং অপর কাতারটি দুশমনের মোকাবেলায় দন্ডায়মান করিলেন। তাহারা সবাই নামাযে শরীক ছিলেন। রাসূল তাকবীর দিলেন, তাহারা সকলে তাকবীর দিলেন এবং তাহাদিগকে নিয়া রাসূল এক রাকাআত পড়িলেন অতঃপর ইহারা উহাদের কাতারে চলিয়া গেলেন এবং অপর দলটি আসিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে নিয়া এক রাকাআত পড়িলেন এবং সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর তাঁহার পিছনের লোকেরা সেই স্থানেই এক রাকাআত আদায় করিলেন অতঃপর উহাদের স্থানে চলিয়া গেলেন। উহারা আসিলেন এবং তাহাদের বাকী এক রাকাআত আদায় করিলেন। সুফিয়ান বলেন, আমরা হাম্মাদের মতকেই অবলম্বন করি। এই নামাযে প্রথম দল অতঃপর দ্বিতীয়দল এই তরতীব বজায় থাকিবে।

সালাতুল খওফ আদায়ের নিয়ম

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : يَصِفُّ صَفًّامُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَلَيْسُوْافِيْ صَلَاةٍ، وَيَصِفُّ صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلَاءِ إِلٰى مَصَافِّ

أُوْلَئِكَ، وَيَجِيْئُ أُوْلَئِكَ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَةً -ثُمَّ يُسَلِّمُ - ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلَاءِ إِلٰى مَصَافِّ أُوْلَئِكَ، وَيَجِيْءُ أُوْلَئِكَ، فَيَقْضُوْنَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلَاءِ إِلٰى مَصَافِّ أُوْلَئِكَ، وَيَجِيْءُ أُوْلَئِكَ، فَيَقْضُوْنَ رَكْعَةً،

হাদীস নং ২৫২ – সুফিয়ান ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একটি সারি দুশমনদের মুকাবেলায় দন্ডায়মান হইবে। ইহারা নামাযে থাকিবেন। অপর একটি সারি ইমামের পিছনে থাকিবে। তিনি ইহাদিগকে নিয়া এক রাকাআত পড়িবেন অতঃপর ইহারা উহাদের স্থানে চলিয়া যাইবেন এবং উহারা আসিবেন। তিনি ইহাদিগকে নিয়া দ্বিতীয় রাকাআত পড়িবেন এবং সালাম ফিরাইবেন। অতঃপর ইহারা উহাদের স্থানে চলিয়া যাইবে এবং উহারা আসিয়া তাহাদের বাকী এক রাকাআত আদায় করিবে অতঃপর ইহারা উহাদের স্থানে চলিয়া যাইবে এবং উহারা আসিয়া তাহাদের বাকী এক রাকাআত আদায় করিবে।

ভীতিকালে ফরয নামায আদায় করিবে

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ فِيْ قَوْلِهِ (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) قَالَ: تُصَلِّيْ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ، رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَحَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ، تُوْمِيءُ إِيْمَاءَ الْمَكْتُوْبَةِ -

হাদীস নং ২৫৩ – আব্দুল মালেক ইবনে আবী সুলাইমান আল্লাহতায়ালার বাণী فَإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ["যদি তোমরা ভয় পাও তাহা হইলে পদাতিক অবস্থায় বা সওয়ার অবস্থায়" প্রসঙ্গে বলেন, তুমি ইশারা করিয়া ফরয নামায পড়িবে যেই দিকেই ধাবিত হও না কেন এবং তোমার সওয়ারী যেই দিকেই ধাবিত হোক না কেন, পদাতিক হও বা সওয়ার হও।

সকলেই সাওয়ার হইয়া নামায পড়িলেন

عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ : كَانُوْا فِيْ جَيْشٍ، وَأَمِيْرُهُمْ السَّمْطُ بْنُ ثَابِتٍ، أَوْ ثَابِتُ بْنُ السَّمْطِ، فَكَانَ خَوْفٌ، فَصَلَّوْارُكْبَانًا ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ، فَرَأَى الْأَشْتَرَ قَدْ نَزَلَ يُصَلِّيْ، فَقَالَ : مَاأَنْزَلَهُ ؟ قِيْلَ : نَزَلَ يُصَلِّيْ - فَقَالَ : مَالَهُ خَالَفَ ! خُوْلِفَ بِهِ -

হাদীস নং ২৫৪ – রাজা ইবনে হাইওয়াহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাহারা একটি সেনা বাহিনীতে ছিলেন, তাহাদের সেনাপতি ছিলেন সামত বিন সাবেত বা সাবেত বিন সামত। ইত্যবসরে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে তাহারা সকলে সওয়ার হইয়াই নামায পড়িলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, আশতার অবতরণ করিয়া নামায পড়িতেছে তিনি বলিলেন, সে কেন অবতরণ করিল ? বলা হইল, তিনি নামায পড়িবার জন্য অবতরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাহার কি হইয়াছে যে সে (সকলের) বিপরীত করিল! তাহার সহিতও বিপরীত আচরণ করা হইয়াছে।

সাওয়ারীর উপরই নামায পড়িলেন

عَنِ ابْنَيْ حَبِيْبٍ، قَالَا: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَأَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلٰى ظَهْرٍ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ظَهْرٍ، وَنَزَلَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَصَلّٰى بِالْأَرْضِ، ثُمَّ أَتٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاابْنَ رَوَاحَةَ! أَرَغِبْتَ عَنْ صَلَاتِيْ ؟ قَالَ : لَسْتُ مِثْلَكَ ، أَنْتَ تَسْعٰى فِيْ عَنَقٍ، وَنَحْنُ نَسْعٰى فِيْ رِفْقٍ - فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ - قَالَ : وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَصَلّٰى أَصْحَابُهُ عَلٰى ظَهْرٍ،

فَاقْتَحَمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ : خَالَفَ! خَالَفَ اللّٰهُ بِهِ -فَمَاتَ الرَّجُلُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ -

হাদীস নং ২৫৫ – হাবীবের দুই পুত্র দ্বমরা ও মুহাছির হইতে বর্ণিত, তাহারা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সারিয়্যাহতে (অভিযানে) বাহির হইলেন। সাওয়ার অবস্থাতেই নামাযের সময় হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীর উপরই নামায পড়িলেন এবং ইবনে রাওয়াহা অবতরণ করিয়া ভূমিতে নামায পড়িলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি কি আমার নামায হইতে মুখ ফিরাইলে ? ইবনে রাওয়াহা বলিলেন, আমার অবস্থা আপনার মত ছিলনা, আপনি দ্রুত চলিতেছিলেন আমরা ধীরে ধীরে চলিতেছিলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কর্মের জন্য তাহাকে কিছু বলিলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অপর) এক সারিয়্যায় বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ সওয়ারীর পিঠেই নামায পড়িলেন। এক ব্যক্তি নিজেকে কষ্টে ফেলিল এবং ভূমিতে অবতরণ করিয়া নামায পড়িল। তিনি তখন বলিলেন, সে বিপরীত করিল! আল্লাহ ও তাহার সহিত বিপরীত করুন। অবশেষে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইশারায় নামায

عَنِ الْحَسَنِ فِي صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ ، قَالَ : رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، يُوْمِيءُ إِيْمَاءً

হাদীস নং ২৫৬ – শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধরত অবস্থার নামায সর্ম্পকে হাসান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাকাআত ও দুই সিজদা, ইশারায় ইশারায়।

চলিতে চলিতে নামায আদায়

عَنِ الْحَسَنِ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ (فَرِجَالًا) قَالَ : عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَأَنْتَ تَمْشِيْ أَوْ تَرْكُضُ فَرَسَكَ أَوْ تُوْضِعُ بَعِيْرَكَ، عَلٰى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ أَوْ كُنْتَ -

হাদীস নং ২৫৭ – আল্লাহতায়ালার বাণী فرجالا এর ব্যাপারে হাসান হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন তরবারী চালনার সময় এক রাকাআত হইবে। রুকু ও সিজদা এমন অবস্থায় যে তুমি চলিতেছ বা তোমার ঘোড়ার পেটে গোড়ালী দ্বারা আঘাত করিতেছ বা তোমার উটকে দ্রুত ধাবিত করিতেছ, যে দিকেই সে থাক বা তুমি থাক ।

যেদিকে মুখ সেদিকেই নামায

عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَقَتَادَةَ، سُئِلُوْاعَنْ صَلَاةٍ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ، قَالُوْا: رَكْعَةٌ تِلْقَاءَ وَجْهِكَ -

হাদীস নং ২৫৮ – শো'বা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাকাম, হাম্মাদ ও ক্বাতাদাহকে তরবারী চালনার সময় নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা বলিলেন, এক রাকাআত, যেদিকে তুমি মুখ করিয়া আছ সেই দিকে।

এক তাকবীর যথেষ্ট হইবে

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ تُجْزِئُ تَكْبِيْرَةٌ - قَالَ سُفْيَانُ : رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، يُوْمِيُ إِيْمَاءً، أَوْ قَالَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : تَكْبِيْرَتَيْنِ -

হাদীস নং ২৫৯ – সুফিয়ান বলেন, ইবনে আবি নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুজাহিদ বলিয়াছেন, তরবারী চালনার সময় এক

তাকবীর যথেষ্ট হইবে। সুফিয়ান বলেন, ইশারায় দুই রাকাআত করিয়া পড়িবে– অথবা বলিয়াছেন, জুআইবির দ্বহ্হাক হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলিয়াছেন, দুই তাকবীর হইবে।

দুই রাকাআত কসর নয়

عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ، قَالَ:سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِيْ السَّفَرِ أَقَصْرُهُمَا ؟ قَالَ:إِنَّمَا الْقُصُوْرُوَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَإِنَّ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَتَابِقَصْرٍ -

হাদীস নং ২৬০ – ইয়াযীদ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) কে সফরের সময়কার দুই রাকাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই দুই রাকাআত কি ক্বসর ? (সংক্ষিপ্ত) তিনি বলিলেন, ক্বসরতো হইল লড়াইয়ের সময় এক রাকাআত, দুই রাকআত ক্বসর নয়।

সিজদা রুকুর তুলনায় অধিক নিচু হইবে

عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ أَوْيُطْلَبُ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ، قَالَ : يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُوْمِيْءُ إِيْمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُوْدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِهِ، وَلَايَدَعُ الْوُضُوْءَ وَلَا الْقِرَاءَةَ -

হাদীস নং ২৬১ – হাম্মাদ হইতে বর্নিত, তিনি বলেন,আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একব্যক্তি শত্রুকে অন্বেষণ করিতেছে বা শত্রু কর্তৃক অন্বেষিত হইতেছে এমতাবস্থায় নামাযের সময় হইল ? তিনি বলিলেন, সে যেই মুখো রহিয়াছে সেই দিকেই ইশারা করিয়া নামায পড়িবে এবং তাহার সিজদাকে রুকুর তুলনায় অধিক নীচু করিবে এবং উযূ ও ক্বিরাত পরিত্যাগ করিবে না।

ইশারায় দুই রাকাআত পড়িবে

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ (فَإِنْ خِفْتُمْ فِرجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) قَالَ : إِذَاطُلِبَ الْأَعْدَاءُ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوْا قِبلَ أَيِّ وَجْهٍ كَانُوْا، رِجَالًاأَوْرُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ، يُوْمِئُ إِيْمَاءً - قَالَ قَتَادَةُ : وَتُجْزِئُ رَكْعَةٌ -

হাদীস নং ২৬২ – যুহরী হইতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহতায়ালার বাণী فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যখন শত্রু বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করিবে তখন তাহাদের জন্য যেই দিকে ফিরিয়া আছে সেই দিকেই নামায পড়া হালাল হইবে, পদাতিক হোক বা সওয়ার, ইশারায় দুই রাকাআত পড়িবে। ক্বাতাদাহ বলিয়াছেন, এবং এক রাকাআত যথেষ্ট হইবে।

তোমরা সাওয়ারীর উপরই নামায পড়

عَنْ مَكْحُوْلٍ أَنَّ شَرَحْبِيْلَ بْنَ حَسَنَةَ أَغَارَ عَلٰى شَمَّاسَةَ، وَذَالِكَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ، قَالَ : صَلُّوْاعَلٰى ظَهْرِ دَوَابِّكُمْ - فَمَرَّبِرَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّيْ بِالْأَرْضِ - قَالَ : مَا هٰذَا يُخَالِفُ ! خَالَفَ اللّٰهُ بِهِ، فَإِذَاهُوَ الْأَشْتَرُ -

হাদীস নং ২৬৩ – মাকহুল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ 'শাম্মাছার' উপর আক্রমণ করিলেন, তখন ছিল প্রত্যুষকাল। তিনি আদেশ করিলেন, তোমরা তোমাদের সওয়ারীর উপরই নামায পড়িয়া নাও। অতঃপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল, তিনি বলিলেন, এ কি বিপরীত করিতেছে! আল্লাহ ও ইহার সহিত বিপরীত আচরণ করুন। দেখা গেল সে আশতার।

অবতরণ করিবে এবং নামায পড়িবে

عَنْ سَابِقٍ الْبَرْبَرِيِّ، قَالَ:كَتَبَ مَكْحُوْلٌ إِلٰى حَسَنٍ الْبَصْرِيِّ، فَجَاءَ كِتَابُهُ وَنَحْنُ بِدَابِقٍ فِيْ الرَّجْلِ يَطْلُبُ عَدُوَّهُ، وَهُمْ مُنْهَزِمُوْنَ،فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ،

أيُصَلِّيْ عَلَي ظَهْرِ فَرَسِهِ ؟ قَالَ : بَلْ يَنْزِلُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ -فَإِنْ كَانَ عَدُوُّهُمْ يَطْلُبُوْهُمْ-فَلْيُصَلِّ عَلَي ظَهْرِ فَرَسِهِ إِيْمَاءً -

হাদীস নং ২৬৪ – ছাবেক বরবরী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাকহুল হাসান বসরীর নিকট পত্র লিখিলেন, এক ব্যক্তি পলায়নরত দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এমতাবস্থায় নামাযের সময় হইল, সে কি তাহার ঘোড়ার পিঠেই নামায পড়িয়া নিবে? আমরা যখন 'দাবিক' গ্রামে পৌঁছিলাম তখন তাহার পত্র আসিল, তিনি লিখিয়াছেন, বরং অবতরণ করিবে এবং কিবলামূখী হইবে। আর যদি দুশমন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাহা হইলে সে তাহার ঘোড়ার পিঠেই ইশারায় নামায পড়িয়া নিবে।

অন্বেষিত হইলে ইশারায় নামায পড়

عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إِنْ كُنْتَ الطَّالِبَ، فَانْزِلْ، فَصَلِّ -وَإِنْ كُنْتَ الْمَطْلُوْبَ، فَأَوْمِيْءْ إِيْمَاءً -

হাদীস নং ২৬৫ – আতা হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, তুমিই যদি অন্বেষণকারী হও তাহা হইলে অবতরণ কর এবং নামায পড় আর যদি তুমি অন্বেষিত হও তাহা হইলে ইশারায় পড়িয়া লও।

ইঙ্গিত করিয়া নামায পড়া

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ...... إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيْدَبْنَ جُبَيْرٍ وَعَطَاءً يُوْمِئَانِ إِلَيْهِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ -

হাদীস নং ২৬৬ – মুহাম্মাদ ইবনে (অস্পষ্ট) ইসমাঈল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সায়ীদ বিন জুবায়ের এবং আতাকে দেখিয়াছি তাহারা ইমামের খুৎবাদানরত অবস্থায় সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া। (নামায পড়িতেছেন)

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ أَنَّهُ كَانَ يُوْمِيءُ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ -

হাদীস নং ২৬৭ – আবু ওয়ায়েল হইতে বর্ণিত, হাজ্জাজ খুৎবারত অবস্থায় তিনি ইঙ্গিত করিয়া নামায পড়িতেন।[১]

তোমরা নামাযের মধ্যেই রহিয়াছো

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ الْوَلِيْدَ أَخَّرَالصَّلَاةَ بِالْخِيفِ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ وَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ قَالَ : أَوْ مَأْتُ - قَالَ دَاوُدُ: خَطَبَ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَلِيْحُ بِثَوْبِهِ فَوْقَ الْجَبَلِ، فَمَاتَرَى الشَّمْسَ، فَيَقُوْلُ إِنَّكُمْ فِيْ صَلَاةٍ -

হাদীস নং ২৬৮ – ইবনে জুরাইজ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালীদ 'খাইফে' নামায বিলম্বিত করিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন আপনি কিরূপ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, ইশারায় নামায পড়িয়াছি। ইবনে জুরাইজ হইতে বর্ণনাকারী দাউদ বলিয়াছেন, ইয়াওমে নহরের (কুরবানীর দিন) একদিন পর সে খুৎবা দিয়াছিল। এমন কি ব্যক্তি পাহাড়ের উপরে কাপড় নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল, আপনি কি সূর্য দেখিতেছেন না ? সে বলিল, তোমরা নামাযের মধ্যেই রহিয়াছ।

আমাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক ছিল না

عَنْ أَبِيْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، إِذْدَخَلَ شَيْخٌ مِنْ شُيُوْخِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ أَبُوْبَحْرِيَّةَ،مُجْتَنِحٌ بَيْنَ

টীকা– ১. বনী উমাইয়্যার শাসনকর্তাদের অনেকেই খুৎবা প্রলম্বিত করিয়া জুমুআর নামাজের সময় পার করিয়া দিত। তখন অনেকে ইঙ্গিতে নামায পড়িয়া লইতেন। বর্ণনাদ্বয়ে তাহাই বিধৃত হইয়াছে। অনুবাদক।

شَابَّيْنِ .فَلَمَّا رَآهُ عَبْدُ اللّٰهِ ، قَالَ : مَرْحَباً بِأَبِيْ بَحْرِيَّةَ، فَأَوْسَعَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ، وَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَاأَبَابَحْرِيَّةَ، أَتُرِيْدُ أَنْ نَضَعَكَ مِنَ الْبَعْثِ ؟ قَالَ : لَاأُرِيْدُ أَنْ تَضَعَنِيْ مِنَ الْبَعْثِ، وَلٰكِنْ تَقْبَلُ مِنِّيْ أَحَدَ هٰذَيْنِ -يَعْنِيْ اِبْنَيْهِ -ثُمَّ قَالَ : مَنْ هٰذَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ : هُوَ يُخْبِرُكَ عَنْ نَفْسِهِ - فَقَالَ لِيْ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُوَيْطَبٍ - فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلاً يَا ابْنَ أَخِيْ، أَمَاإِنِّيْ فِيْ أَوَّلِ جَيْشٍ، أَوْ قَالَ : فِيْ أَوَّلِ سَرِيَّةٍ دَخَلَتْ أَرْضَ الرُّوْمِ زَمَنَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْنَا ابْنَ عَمِّكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ ،وَإِنَّ جُلَّ حَمُوْلَةٍ ....،وَإِنَّ جُلَّ مَا فِيْ رِمَاحِنَاالْقُرُوْنَ، وَإِنَّ جُلَّ مَا مَعَ أَمِيْرِنَا مِنَ الْقُرْآنِ الْمُعَوَّذَاتُ وَسُوَرٌمِنَ الْمُفَصَّلِ قِصَارٌ، وَمَانَلْقَى مِنَ النَّاسِ أَحَدًا فَيَظُنَّ أَنَّهُ يَقُوْمُ لَنَا، غَيْرَأَنَّهُ يَاابْنَ أَخِيْ لَيْسَ فِيْنَا غَدَرٌ وَلَاكَذِبٌ وَلَا خِيَانَةٌ وَلَا غُلُوْلٌ -

হাদীস নং ২৬৯ – আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুয়াইতিব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালেকের নিকটে বসা ছিলাম ইতিমধ্যে শামের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি দুইজন যুবকের উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহার নাম ছিল আবু বাহরিয়্যাহ। আব্দুল্লাহ তাহাকে দেখিবা মাত্র মারহাবা বলিলেন এবং আমার ও তাহার মধ্যে জায়গা খালি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন হে আবু বাহরিয়াহ! আপনি কি চান আমি আপনার নাম (বর্তমান) বাহিনী হইতে বাদ দিয়া দেই ? তিনি বলিলেন, আমি ইহা চাইনা যে আপনি আমাকে বাহিনী হইতে বাদ দিন তবে আমার পরিবর্তে এই দুইজনের-তাহার পুত্রদ্বয়-কোন একজনকে গ্রহণ করুন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকটে এ কে ? তিনি বলিলেন, সে নিজেই নিজের পরিচয় দিক। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? অমি বলিলাম, আমি আবু

বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন হুয়াইত্বিব। তিনি বলিলেন, ওহে ভাতিজা! তোমাকে মারহাবা। আমি উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) এর যুগে রোমের ভূখন্ডে প্রবেশকারী সর্ব প্রথম বাহিনীতে ছিলাম। আমাদের আমীর ছিলেন তোমার চাচার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন আসসা'দী। আমাদের নেযার মধ্যে তীক্ষ্ণতাটুকুই ছিল। আমাদের আমীরের জ্ঞান-পরিধিতে সূরায়ে ফালাক, নাস এবং কিছু ছোট ছোট সূরা ছাড়া আর প্রায় কিছুই ছিল না। আমরা এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাত পাই নাই যাহার ধারণা হইত যে, তিনি আমাদের তত্ত্বাবধায়ক।

তবে হে ভাতিজা আমাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতকতা ছিলনা, কোন মিথ্যাচার ছিলনা, কোন খিয়ানত ছিলনা, গনীমতের সম্পদে কোনরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ ছিলনা।

আমি প্রত্যেকের আশ্রয়স্থল

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

হাদীস নং ২৬২– মুজাহিদ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফিআ' (প্রত্যাবর্তনস্থল)।

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মত জিহাদ বিষয়ক কয়েকটি বই



মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামী টাওয়ার, (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০